

আল-কাউলুল লাবীব

(প্রিয় নবী ﷺ এর পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের ঈমান প্রমাণে প্রাজ্ঞ বক্তব্য)

ইল্মে দ্বীনের বিনম্র খাদিম

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

القَوْلُ اللَّبِيْبُ فِيْ إِيْمَانِ آبَاءِ النَّبِيِّ الحَبِيْبِ ﷺ

আল-কাউলুল লাবীব

(প্রিয় নবী ﷺ এর পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের ঈমান প্রমাণে প্রাজ্ঞ বক্তব্য)

লেখক
আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

প্রকাশক
সাইয়্যেদ ফাহিম সারওয়াত
মাকতাবাতুল হিকমাহ-Library of Wisdom
৪২/৩ আযিমপুর রোড, ঢাকা ১২০৫
01557026534 (whatsapp)

প্রকাশকাল:
রবিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরী (আগস্ট-২০২৬ ইং)

পরিবেশক:
রশীদ বুক হাউস
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
01716721000

হাদিয়া- ৪৭০ টাকা (চারশত সত্তর টাকা মাত্র)

সর্বস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
Copyright- All rights of Production and Publication is reserved for the author.

Al Qaulullabib fee Emani Abainnabiyyil amin, Writeen by Abu Abdillah Muhammad Ainul Huda

সূচিপত্র

- ফকীরের ভূমিকা/ ৭
- নবী করীম ﷺ-এর নসবনামা / বুখারী/ ৯
- ইবন সা'দের বক্তব্য / ৯
- ইমাম আল-বারযানজীর বক্তব্য / ১০
- আকাশ ও পৃথিবীতে যাঁর যিকর সমুন্নত—সেই নবী ﷺ-এর পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের বিষয়ে আলেমগণের মতপন্থাসমূহ / ১১
- **আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতপন্থা: পুণ্যবান পূর্বপুরুষদের বিষয়ে নির্বাচিত মত** / ১১
- হাদিসের কিতাব সমূহে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য / ১১
- তাফসীরের কিতাব সমূহে তাঁর বক্তব্য / ১২
- সীরাতের কিতাব সমূহে তাঁর বক্তব্য / ১৩
- মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত মত / ১৫
- সম্মানিত পিতৃবংশ থেকে পবিত্র মাতৃগর্ভে / ১৬
- সৃষ্টির সেরা নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের বিষয়ে ইমামগণের বক্তব্য / ১৭
- উম্মতের শাফা'আতকারী ﷺ-এর পিতা-মাতার বিষয়ে ইমামগণের মতপন্থাসমূহ./ ১৯
- ইমামদের মতপন্থাসমূহ উল্লেখের আগে কয়েকটি আয়াত ও হাদিস /১৯
- "আমি আদমসন্তানের সর্বোত্তম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রেরিত হয়েছি./ ৩০
- পবিত্র ঔরস থেকে পবিত্র মাতৃগর্ভে / ৩০
- "আমি তোমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মর্যাদায় সর্বোত্তম এবং পিতৃবংশের দিক থেকেও সর্বোত্তম" / ৩০
- "আমি তোমাদের মধ্যে বংশগৃহের দিক থেকে সর্বোত্তম" / ৩১
- "আমার সম্পর্ক ও আমার বংশ ছাড়া" / ৩২
- মুস্তফা ﷺ-এর পিতা-মাতার বিষয়ে আলেমগণের বিভিন্ন মতপন্থা / ৩৩
- **প্রথম মতপন্থা: উভয়ই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দ্বীনের ওপর ছিলেন**/ ৩৩
- আদম ও নূহ আঃ এর মধ্যবর্তী সকলেই সত্য শরীয়তের ওপর ছিলেন / ৩৬
- নমরূদের যুগ পর্যন্ত তাঁরা ইসলামের ওপর ছিলেন / ৩৭
- ইবরাহীম আঃ এর যুগ থেকে 'আমর ইবন লুহাইয়ের যুগ পর্যন্ত/ ৩৮
- ইবরাহীম আঃ এর যুগ থেকে 'আমর ইবন লুহাইয়ের যুগ পর্যন্ত নবী ﷺ এর পূর্বপুরুষগণঃ ইমাম সুয়ূত্বী বলেন/ ৩৯
- ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে কা'ব ইবন লুআই পর্যন্ত নবী ﷺ-এর সকল পূর্বপুরুষ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীনের ওপর ছিলেন/ ৪৩
- আব্দুল মুত্তালিব সম্পর্কে তিনটি মত/ ৫২
- **দ্বিতীয় মতপন্থা: নবী ﷺ-এর পিতা-মাতা আহলুল ফাত্‌রাহর অন্তর্ভুক্ত; তাঁদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি এবং তাঁরা নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন**/ ৬০
- পবিত্র কুরআন থেকে দলিলসমূহ / ৭৫

- হাদীস শরীফ থেকে দলিলসমূহ / ৭৬
- **তৃতীয় মতপন্থা: তাঁদের পুনর্জীবিত করা হয়েছিল এবং তাঁরা নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন** / ৮৯
- **চতুর্থ মতপন্থা: এ বিষয়ে নীরব থাকা** / ৯৫
- সায়্যিদুল আবরার ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের বিষয়ে নির্বাচিত মত এক কথায় / ৯৬
- **ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নামে আরোপিত বক্তব্য/ ৯৮**
- বিকৃত ইবারতটি হলো / ৯৮
- আল-ফিকহুল আকবারের মূল পাঠ / মাতন / স্ক্যান কপি --/ ১০৩
- আল-ফিকহুল আকবারের বাংলা অনুবাদ / ১০৮
- নবী ﷺ-এর পিতা-মাতা নাজাতপ্রাপ্ত / ১২২
- আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য / ১২৪
- **"আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে"—হাদীসটির পর্যালোচনা / ১২৯**
- সুয়ূত্বী বলেন হাদিসটি দুটি কারণে ত্রুটিযুক্ত / ১২৯
- যখনই তুমি কোনো কাফিরের পাশ দিয়ে যাবে – ইবনু মাজাহ / ১৩৩
- ইমাম সুয়ূত্বী ইবনু মাজাহ'র ব্যাখ্যায় বলেন / ১৩৪
- ইমাম সিন্ধী হানাফী বলেন / ১৩৫
- ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের কেউই মূর্তি পূজা করেননি / ১৩৭
- আবদুল মুত্তালিব / ১৩৭
- সায়্যিদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা / ১৩৮
- তখন তিনি সম্পর্কচ্ছেদ করলেন ('আব' আযরের সাথে) / ১৩৯
- ওয়ালিদ / জন্মদাতা পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেননি/ ১৩৯
- পবিত্র কুরআনে 'আব' শব্দের ছয়টি অর্থ/ ১৩৯
- ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর জন্মদাতা পিতার নাম কি?/ ১৪৬
- **আবদুল মুত্তালিব থেকে আদনান পর্যন্ত নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষগণ / ১৪৭**

1. আবদুল মুত্তালিব / ১৪৭
2. হাশিম / ১৫৫
3. আবদ মানাফ / ১৫৭
4. কুসাই ./ ১৫৮
5. কিলাব / ১৬০
6. মুররাহ / ১৬১
7. কা'ব / ১৬৩
8. লুআই / ১৬৪
9. গালিব / ১৬৬
10. ফিহর / ১৬৭
11. মালিক / ১৬৯
12. নাদর / ১৭০

13. কিনানা / ১৭২
14. খুযাইমা / ১৭৪
15. মুদরিকা / ১৭৭
16. ইলইয়াস / ১৭৮
17. মুদার / ১৮০
18. নিযার / ১৮৩
19. মা'দ / ১৮৪
20. আদনান / ১৮৬

- সাইয়িদুনা ইসমাইল আলাইহিস সালাম পর্যন্ত তাঁর বংশধারা / ১৮৭
- গ্রন্থপঞ্জী / ১৯১
- লেখকের অন্যান্য কিতাব /

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

ফকীরের ভূমিকা

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা মুশরিক ছিলেন, সুতরাং তিনি জাহান্নামে!

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা-মাতা কুফরের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, সুতরাং তাঁরা জাহান্নামে!!

হায়, কী মহাবিপদ!!!

আলেমগণ, খতীবগণ—তাও আবার মিম্বরের ওপর থেকে!!!!

তাহলে আমানতদারিতা কোথায়?

সম্মান ও মর্যাদাবোধ কোথায়?

কে বিরত থাকবে? আর কে নিজের জিহ্বা সংযত রাখবে?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ " أَيْنَ أُرَاهُ. السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ". قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ " فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ".

قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟

قَالَ " إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ কোনো এক মজলিসে লোকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করল, "কিয়ামত কখন হবে?" রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথা চালিয়ে যেতে থাকলেন। উপস্থিত লোকদের কেউ বলল, "তিনি লোকটির কথা শুনেছেন, কিন্তু তার প্রশ্নটি অপছন্দ করেছেন।" আবার কেউ বলল, "বরং তিনি শুনতেই পাননি।"

অবশেষে তিনি তাঁর আলোচনা শেষ করে বললেন, "কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়?—আমার মনে হয় তিনি এভাবেই বলেছিলেন।" লোকটি বলল, "এই যে আমি, হে আল্লাহর রাসূল!"

তিনি বললেন, "যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।"

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আমানত কীভাবে নষ্ট হবে?"

তিনি বললেন, "যখন দায়িত্ব এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা হবে, যে তার যোগ্য নয়, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।" [1]

নবী ﷺ-এর বংশধারায় তাঁর কোনো পিতৃপুরুষই কাফির বা মুশরিক ছিলেন না। কারণ—

﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾

আল্লাহই অধিক জানেন, কোথায় তিনি তাঁর রিসালাত স্থাপন করবেন। [2]

---

[1] মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.), সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ইলম, অধ্যায়: "যে ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যখন তিনি কথোপকথনে ব্যস্ত, তখন তিনি প্রথমে কথা সম্পন্ন করবেন, পরে প্রশ্নকারীর উত্তর দেবেন", হাদীস নং ৫৯।

[2] সূরা আল-আন'আম, ৬:১২৪।

আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ও মাতা আমিনা পর্যন্ত তাঁরা সকলেই মুসলিম ছিলেন; সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতার প্রতি অনুগত ছিলেন এবং সত্য উপাস্যের প্রতি ঈমানদার ছিলেন।

কুরআনের আয়াত, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, ইতিহাস এবং ইমামগণের বক্তব্যের সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোকে আমরা সাধারণভাবে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব। বিশেষভাবে আমরা প্রমাণ করব যে, আমাদের সাইয়িদ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যিনি পিতা—এবং বংশসূত্রে যিনি নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের একজন—তিনি কাফির বা মুশরিক ছিলেন না।

আমরা আলোচনা শুরু করব নবী ﷺ-এর পিতা-মাতাকে দিয়ে এবং শেষ করব আমাদের সাইয়িদ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা ও নবী ﷺ-এর আদনান পর্যন্ত পূর্বপুরুষদের আলোচনা দিয়ে। তাঁর প্রতি এবং আমাদের নবীর প্রতি আল্লাহর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

নবী ﷺ-এর পিতাকে "কাফির" বলা কিংবা তাঁর মাতাকে "জাহান্নামী" বলা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এতে নবী ﷺ-কে কষ্ট দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি নবী ﷺ-কে কষ্ট দেয়, কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মতের আলেমগণের ঐকমত্য অনুযায়ী সে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর জেনে রাখুন, পিতা-মাতাকে পুনর্জীবিত করে তাঁদের ঈমান গ্রহণের যে মত বা পদ্ধতি রয়েছে, তাঁদের জীবনের কোনো এক পর্যায়ে ঈমানদার ছিলেন—এটি প্রমাণ করার জন্য আমাদের মূলত তার কোনো প্রয়োজনই নেই।

তবে যদি সেই ঘটনা প্রমাণিত হয়, তাহলে তা হবে—নূরের ওপর নূর; ঈমানের ওপর ঈমান। অর্থাৎ জগতসমূহের সাইয়িদ ﷺ-এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমানের সঙ্গে আরেক ঈমান। তাঁর ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর সালাত এবং পরম করুণাময়, মহা-অনুগ্রহশীল, পবিত্র ও বিচারক বাদশাহর সালাম।

একইভাবে, নবী ﷺ-এর সম্মানিত, পবিত্র, মর্যাদাবান ও অভিজাত পিতা-মাতার ঈমান প্রমাণের আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে, যাকে বলা হয় "আহলুল ফাতরাহর মত"।

সুতরাং সকল অবস্থাতেই তাঁরা দ্বীন ও ঈমানের ওপর ছিলেন—এ বিষয়টি সুন্নাহ ও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।

হে আমার প্রতিপালক! মুস্তফা ﷺ-এর উসিলায় আমাদের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ করে দিন, এবং অতীতে আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয়েছে তা ক্ষমা করে দিন, হে অসীম দয়ার অধিকারী!

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি জানেন আমার অন্তরে কী রয়েছে; অতএব আমাকে সাহায্য করুন। এ কাজকে আমার প্রিয়তমের সন্তুষ্টির কারণ বানিয়ে দিন।

আমার শায়খ, আমার মা ও আমার পিতার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন।

যে আমাকে ভালোবাসে তাকে ভালোবাসুন, আর যে আপনার কারণে আমাকে অপছন্দ করে তাকেও ভালোবাসুন।

আমার সন্তানদের এবং আমার প্রিয়জনদের ভালোবাসুন।

পবিত্র ইলমের খাদিম, তাঁর প্রতিপালকের রহমতের মুখাপেক্ষী ফকীর

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

২০২২

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

نسب النبي ﷺ

নবী ﷺ-এর নসবনামা

في صحيح البخاري:

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ.

সহীহ আল-বুখারীতেঃ

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদ মানাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররাহ ইবন কা'ব ইবন লুআই ইবন গালিব ইবন ফিহর ইবন মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযাইমা ইবন মুদরিকা ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'দ ইবন আদনান। [3]

ইবন সা'দ রহ. (মৃ. ২৩০ হি.) আত-তাবাকাতুল কুবরা-তে বলেন

قَالَتْ (كَرِيمَةُ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْبَهْرَانِيِّ): وَأَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا انْتَسَبَ لَمْ يُجَاوِزْ فِي نَسَبِهِ مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ ثُمَّ يُمْسِكُ وَيَقُولُ: كَذَبَ النَّسَّابُونَ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٨] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ شَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعَلِّمَهُ لَعَلَّمَهُ

কারীমা বিনতে আল-মিকদাদ ইবন আল-আসওয়াদ আল-বাহরানী বলেন: আমাদেরকে হিশাম সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন: আমাকে আমার পিতা আবূ সালিহ থেকে, আর তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী ﷺ যখন নিজের বংশপরিচয় উল্লেখ করতেন, তখন তিনি মা'দ ইবন আদনান ইবন উদাদ-এর পর আর অগ্রসর হতেন না। এরপর তিনি থেমে যেতেন এবং বলতেন:

''বংশবর্ণনাকারীরা মিথ্যা বলেছে।'' আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ ''আর এর মধ্যবর্তী বহু প্রজন্মও।''—সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৩৮

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন:

''রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তা জানতে চাইতেন, তবে অবশ্যই তাঁকে তা জানিয়ে দেওয়া হতো।'' [4]

---

[3] সহীহ আল-বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, অধ্যায়: নবী ﷺ-এর নবুওয়াত প্রকাশ।

[4] আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন মানী' আল-হাশিমী আল-ওয়ালা, আল-বাসরী, আল-বাগদাদী, প্রসিদ্ধ ইবন সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.), আত-তাবাকাতুল কুবরা, ''যাঁর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশসম্পর্ক পৌঁছেছে তার আলোচনা; রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশপরিচয় এবং তাঁর থেকে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পূর্বপুরুষদের নাম'', খণ্ড ১, পৃ. ৫৭। তাহকীক: ইহসান আব্বাস। প্রকাশক: দার সাদির, বৈরুত। প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৮ খ্রি.; মোট খণ্ড: ৮।

আল-বারযানজী রহ. বলেন

هُوَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاسْمُهُ شَيْبَةُ الْحَمْدِ حُمِدَتْ خِصَالُهُ السَّنِيَّةُ، اِبْنِ هَاشِمٍ وَاسْمُهُ عَمْرٌو، اِبْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَاسْمُهُ الْمُغِيْرَةُ الَّذِيْ يَنْتَمِي الْاِرْتِقَاهُ لِعُلْيَاهُ ۞ اِبْنِ قُصَيٍّ وَاسْمُهُ مُجَمِّعٌ، سُمِّيَ بِقُصَيٍّ لِتَقَاصِيهِ فِيْ بِلَادِ قُضَاعَةَ الْقَصِيَّةِ إِلَى أَنْ أَعَادَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْحَرَمِ الْمُحْتَرَمِ فَحَمَى حِمَاهُ ۞ اِبْنِ كِلَابٍ وَاسْمُهُ حَكِيْمٌ، اِبْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ وَاسْمُهُ قُرَيْشٌ، وَإِلَيْهِ تُنْسَبُ الْبُطُوْنُ الْقُرَشِيَّةُ، وَمَا فَوْقَهُ كِنَانِيٌّ كَمَا جَنَحَ إِلَيْهِ الْكَثِيْرُ وَارْتَضَاهُ ۞ اِبْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَهْدَى الْبُدْنَ إِلَى الرِّحَابِ الْحَرَمِيَّةِ، وَسُمِعَ فِيْ صُلْبِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى وَلَبَّاهُ ۞ اِبْنِ مُضَرَ ابْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ. وَهذَا سِلْكٌ نَظَمَتْ فَرَائِدَهُ بَنَانُ السُّنَّةِ السَّنِيَّةِ وَرَفْعُهُ إِلَى الْخَلِيْلِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْسَكَ عَنْهُ الشَّارِعُ وَأَبَاهُ ۞ وَعَدْنَانُ بِلَا رَيْبٍ عِنْدَ ذَوِي الْعُلُوْمِ النَّسَبِيَّةِ إِلَى الذَّبِيْحِ إِسْمَاعِيْلَ نِسْبَتُهُ وَمُنْتَمَاهُ وَمُنْتَهَاهُ

তিনি হলেন আমাদের সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব। আবদুল মুত্তালিবের নাম ছিল শাইবাতুল হামদ; তাঁর মহৎ গুণাবলি প্রশংসিত ছিল।

তিনি হাশিমের পুত্র; হাশিমের নাম ছিল আমর।

তিনি আবদ মানাফের পুত্র; আবদ মানাফের নাম ছিল আল-মুগীরাহ। তাঁর উচ্চ মর্যাদার দিকে বংশীয় গৌরব আরোহন করে।

তিনি কুসাইয়ের পুত্র; কুসাইয়ের নাম ছিল মুজাম্মি'। দূরবর্তী কুদা'আ অঞ্চলে অবস্থান করার কারণে তাঁকে 'কুসাই' বলা হতো। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্মানিত হারামে ফিরিয়ে আনেন এবং তিনি তার সীমানা ও মর্যাদা রক্ষা করেন।

তিনি কিলাবের পুত্র; কিলাবের নাম ছিল হাকীম।

তিনি মুররাহ ইবন কা'ব ইবন লুআই ইবন গালিব ইবন ফিহরের বংশধর। ফিহরের নাম ছিল কুরাইশ। কুরাইশের বিভিন্ন শাখা-গোত্র তাঁর দিকেই সম্বন্ধিত। আর তাঁর ঊর্ধ্বতন বংশ কিনানী হিসেবে গণ্য—যেমন বহু আলেম এ মত গ্রহণ করেছেন এবং তা পছন্দ করেছেন।

তিনি মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযাইমা ইবন মুদরিকা ইবন ইলইয়াসের বংশধর। ইলইয়াসই সর্বপ্রথম পবিত্র হারামের প্রাঙ্গণে কুরবানির উট প্রেরণ করেছিলেন। আর তাঁর ঔরসে অবস্থানকালে নবী ﷺ-কে আল্লাহ তাআলার যিকর করতে এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিতে শোনা গিয়েছিল।

এরপর মুদার ইবন নিযার ইবন মা'দ ইবন আদনান।

এটি এমন এক বংশমালা, যার অমূল্য মুক্তাগুলোকে মহিমান্বিত সুন্নাহর হাত সুশৃঙ্খলভাবে গেঁথে দিয়েছে।

আর এ বংশধারাকে খলীলুল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে পৌঁছানোর ব্যাপারে শরীয়তপ্রণেতা ﷺ নীরব থেকেছেন এবং তা করতে বিরত থেকেছেন।

বংশতত্ত্ববিদদের নিকট কোনো সন্দেহ নেই যে, আদনানের বংশধারা যবীহ ইসমাঈল আলাইহিস সালামের দিকেই ফিরে যায়। তাঁর বংশীয় সম্পর্ক, উৎস ও চূড়ান্ত বংশসূত্র সেখানেই গিয়ে পৌঁছেছে।

مَسَالِكُ العُلَمَاءِ فِيْ الأُمَّهَاتِ وَالآبَاءِ لِلنَّبِيِّ المَرْفُوْعِ ذِكْرُه فِيْ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

আকাশ ও পৃথিবীতে যাঁর যিকর সমুন্নত—সেই নবী ﷺ-এর পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের বিষয়ে আলেমগণের মতপন্থাসমূহ

مَسْلَكُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا المَسْلَكُ المُخْتَارُ فِيْ الآبَاءِ الأَخْيَار

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতপন্থা, পুণ্যবান পূর্বপুরুষদের বিষয়ে নির্বাচিত মতঃ

الآبَاءُ كُلُّهُمْ أَنْبِيَاءِ، بِدُوْنِ اسْتِثْنَاءٍ، مِنْ آدَمَ نَبِيِّ اللهِ إِلَى الْوَالِدِ عَبْدِ اللهِ.

আদম নবী আলাইহিস সালাম থেকে পিতা আবদুল্লাহ পর্যন্ত—কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই—সকল পূর্বপুরুষ নবী ছিলেন।

হাদীসের কিতাবসমূহে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য:

ইমাম তাবারানী *আল-মু'জামুল কাবীর*-এ বর্ণনা করেন

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أَنَا شَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿وتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ قَالَ: مَنْ نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أُخْرِجْتَ نَبِيًّا

আমাদেরকে আবূ মুসলিম আল-কাস্‌শী বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আমাদেরকে আবূ 'আসিম বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আমাদেরকে শাবীব ইবন বিশর সংবাদ দিয়েছেন, তিনি ইকরিমা থেকে, আর তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ তাআলার বাণী— ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ "এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থানান্তরও।"

—এর ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন:

"এক নবী থেকে আরেক নবীর মধ্যে—এভাবে চলতে চলতে অবশেষে আপনাকে নবীরূপে প্রকাশ করা হয়েছে।" [5]

মাজমাউয যাওয়ায়িদ কিতাবে

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ قَالَ: مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ إِلَى صُلْبِ نَبِيٍّ حَتَّى صِرْتَ نَبِيًّا.

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ.

"এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থানান্তর।" [6] —এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন:

"এক নবীর ঔরস থেকে আরেক নবীর ঔরসে—এভাবে স্থানান্তরিত হতে হতে অবশেষে আপনি নবী হয়েছেন।"

---

[5] সুলাইমান ইবন আহমাদ ইবন আইয়ূব ইবন মুতাইর আল-লাখমী আশ-শামী, আবুল কাসিম আত-তাবারানী (মৃ. ৩৬০ হি.), আল-মু'জামুল কাবীর। প্রকাশক: মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়্যাহ, কায়রো; দ্বিতীয় সংস্করণ; মোট খণ্ড: ২৫।

[6] সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২১৯।

এটি ইমাম আল-বাযযার ও ইমাম আত-তাবারানী বর্ণনা করেছেন। তাঁদের উভয়ের সনদের বর্ণনাকারীরা সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী; শুধু শাবীব ইবন বিশর ব্যতীত। তবে তিনিও নির্ভরযোগ্য।[7]

আবূ নু'আইমের দালাইলুন নুবুওয়াহ কিতাবেঃ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ مَا زَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَقَلَّبُ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ، حَتَّى وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

আল্লাহ তাআলার বাণী— ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ "এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থানান্তর।"—এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন:

"নবী ﷺ নবীগণের ঔরসসমূহে ধারাবাহিকভাবে স্থানান্তরিত হতে থাকেন, অবশেষে তাঁর মাতা তাঁকে জন্ম দেন।" [8]

তাফসীরের কিতাবসমূহে তাঁর বক্তব্য

عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ تَفْسِيْرِ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى " ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِيْ السَّاجِدِيْنَ﴾ " : تَقَلُّبُه مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ إلى صُلْبِ نَبِيٍّ حَتَّى أَخْرَجَه نَبِيًّا،

আতা রহ. এবং ইকরিমা রহ. থেকে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে আল্লাহ তাআলার বাণী— ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ "এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থানান্তর।" —এর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে:

"এক নবীর ঔরস থেকে আরেক নবীর ঔরসে তাঁর স্থানান্তর—এভাবে চলতে চলতে অবশেষে আল্লাহ তাঁকে নবীরূপে প্রকাশ করেছেন।"

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার এই বক্তব্য অধিকাংশ মুফাসসির তাঁদের তাফসীরগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যেমন—

1. তাফসীর আল-কাশফ ওয়াল-বায়ান — আস-সা'লাবী (মৃ. ৪২৭ হি.)
2. তাফসীর আন-নুকাত ওয়াল-'উয়ূন — আল-মাওয়ার্দী (মৃ. ৪৫০ হি.)
3. তাফসীরুল কুরআন — আবুল মুযাফফর মানসুর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল জাব্বার ইবন আহমাদ আল-মারওয়াযী আস-সাম'আনী আত-তামীমী; প্রথমে হানাফী, পরে শাফিঈ (মৃ. ৪৮৯ হি.); প্রকাশক: দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, সৌদি আরব; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.

7

- আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইবন আবী বকর ইবন সুলাইমান আল-হাইসামী (মৃ. ৮০৭ হি.), মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, হাদীস নং ১১২৪৭; তাহকীক: হুসামুদ্দীন আল-কুদসী; প্রকাশক: মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো; প্রকাশকাল: ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.; মোট খণ্ড: ১০।
- কাশফুল আসতার 'আন যাওয়ায়িদিল বাযযার, হাদীস নং ২২৪২।

8 আবূ নু'আইম আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন ইসহাক ইবন মূসা ইবন মিহরান আল-আসবাহানী (মৃ. ৪৩০ হি.), দালাইলুন নুবুওয়াহ, হাদীস নং ১৭; প্রকাশক: দারুন নাফায়িস, বৈরুত; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪০।

4. মা'আলিমুত তানযীল — আল-বাগাওয়ী (মৃ. ৫১৬ হি.)
5. লুবাবুত তাফাসীর — আবুল কাসিম মাহমূদ ইবন হামযা আল-কিরমানী (৫৩১ হি.-এর পর ইন্তিকাল)
6. মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন — আত-তাবারসী (মৃ. ৫৪৮ হি.)
7. যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর — ইবনুল জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.)
8. তাফসীরুল কুরআন — ইবন আবদিস সালাম (মৃ. ৬৬০ হি.)
9. লুবাবুত তা'ওয়ীল ফী মা'আনিত তানযীল — আল-খাযিন (মৃ. ৭২৫ হি.)
10. আল-বাহরুল মুহীত — আবূ হাইয়্যান (মৃ. ৭৫৪ হি.)
11. তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম — ইবন কাসীর (মৃ. ৭৭৪ হি.)
12. আল-লুবাব ফী 'উলূমিল কিতাব — ইবন আদিল (মৃ. ৮৮০ হি.)
13. আদ-দুররুল মানসূর ফিত তাফসীর বিল-মা'সূর — আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.)
14. রূহুল বায়ান — ইসমাঈল হাক্কী (মৃ. ১১৩৭ হি.)
15. রূহুল মা'আনী — আল-আলূসী (মৃ. ১২৭০ হি.)
16. আত-তাফসীরুল মাযহারী — পানিপতী
17. দিয়াউল কুরআন — করম শাহ আল-আযহারী
18. আইসারুত তাফাসীর — আস'আদ হুমাদ
19. হিমইয়ানুয যাদ ইলা দারিল মা'আদ — আতফাইয়্যিশ (মৃ. ১৩৩২ হি.)
20. মুখতাসার তাফসীর ইবন কাসীর — আস-সাবূনী (মৃ. ২০২১ খ্রি.)

সীরাতের কিতাবসমূহে তাঁর বক্তব্য

সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- কিতাবে আছে

قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾.

وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾، قَالَ: مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ إِلَى صُلْبِ نَبِيٍّ حَتَّى صِرْتَ نَبِيًّا. رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْهُ، فِي الْآيَةِ، قَالَ: مَا زَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَتَقَلَّبُ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

وَفِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ، قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ "আল্লাহই সর্বাধিক জানেন, কোথায় তিনি তাঁর রিসালাত স্থাপন করবেন।"

ইকরিমা রহ. থেকে, তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ তাআলার বাণী— ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ "এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থানান্তর।"

—এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন:

"এক নবীর ঔরস থেকে আরেক নবীর ঔরসে—এভাবে চলতে চলতে অবশেষে আপনি নবী হয়েছেন।"

এটি আল-বাযযার ও আত-তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।

আর আতা রহ. থেকে, তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

"আল্লাহর নবী ﷺ নবীগণের ঔরসসমূহে ধারাবাহিকভাবে স্থানান্তরিত হতে থাকেন, অবশেষে তাঁর মাতা তাঁকে জন্ম দেন।"

এটি আবূ নু'আইম বর্ণনা করেছেন।

আর *সহীহ*-এ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আদমসন্তানের সর্বোত্তম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, অবশেষে আমি সেই প্রজন্মে এসেছি, যে প্রজন্মে আমি ছিলাম।" এটি ইমাম আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন। [9]

[9] মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (মৃ. ৯৪২ হি.), সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল 'ইবাদ, নবী ﷺ-এর ফযীলত, নবুওয়াতের নিদর্শন, কর্ম ও দুনিয়া-আখিরাতসংক্রান্ত অবস্থা বিষয়ক আলোচনা; খণ্ড ১, পৃ. ২৩৫। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.; মোট খণ্ড: ১২।

মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত

ইমাম আস-সুয়ূতী রহ. বলেন:

وَأخرج ابْن أبي عمر الْعَدنِي فِي مُسْنده وَالْبَزَّار وَابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل عَن مُجَاهِد فِي قَوْله ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِيْ السَّاجِدِيْنَ﴾ قَالَ: من نَبِي إِلَى نَبِي حَتَّى أخرجت نَبيا

ইবন আবী উমর আল-আদানী তাঁর *মুসনাদ*-এ, আল-বাযযার, ইবন আবী হাতিম, আত-তাবারানী, ইবন মারদাওয়াইহ এবং আল-বাইহাকী *আদ-দালাইল*-এ মুজাহিদ রহ. থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী— ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ "এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থানান্তর।" — এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন:

"এক নবী থেকে আরেক নবীর মধ্যে—এভাবে চলতে চলতে অবশেষে আপনাকে নবীরূপে প্রকাশ করা হয়েছে।" [10]

[10] আবদুর রহমান ইবন আবী বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), আদ-দুররুল মানসূর, সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত ২১৮।

مِنَ الأَصْلَابِ الحَسِيْبَةِ إِلَى الأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ

সম্মানিত পিতৃবংশ থেকে পবিত্র মাতৃগর্ভে

ইবন কাসীরের *আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ*-তে

عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ :سَأَلت رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ :فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، أَيْنَ كُنْتَ وَآدَمُ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ :فَتَبَسَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ ": كُنْتُ فِي صُلْبِهِ، وَرُكِبَ بِيَ السَّفِينَةُ فِي صُلْبِ أَبِي نُوحٍ، وَقُذِفَ بِيَ فِي صُلْبِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، لَمْ يَلْتَقِ أَبَوَايَ عَلَى سِفَاحٍ قَطُّ، لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الأَصْلَابِ الحَسِيْبَةِ إِلَى الأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ صَفِيًّا مُهَذَّبًا، لَا تتشعب شُعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا، وَقَدْ أَخَذَ الله بِالنُّبُوَّةِ ميثاقي وبالإسلام عهدي، وَنشر فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ذِكْرِي، وَبَيَّنَ كُلُّ نَبِيٍّ صِفَتِي، تُشْرِقُ الأَرْضُ بِنُوْرِي والغمام بوجهي، وَعَلمني كِتَابه وَزَادَنِي شرفا فِي سمائه، وَشَقَّ لِيَ اسْمًا مَنْ أَسْمَائِهِ، فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُود وَأَنا مُحَمَّد وَأحمد، وَوَعَدَنِي أَنْ يَحْبُوَنِي بِالْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ، وَأَنْ يَجْعَلَنِي أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ، ثُمَّ أَخْرَجَنِي مِنْ خَيْرِ قَرْنٍ لِأُمَّتِي، وَهُمُ الْحَمَّادُونَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ."

আতা ও মুজাহিদ রহ. সূত্রে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:
আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন! আদম আলাইহিস সালাম যখন জান্নাতে ছিলেন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?"
তিনি এমনভাবে মুচকি হাসলেন যে, তাঁর পেছনের দাঁতসমূহ প্রকাশ পেল। তারপর তিনি বললেন:
"আমি তাঁর ঔরসে ছিলাম। আমার পিতা নূহ আলাইহিস সালামের ঔরসে থাকা অবস্থায় আমাকে নিয়ে নৌকায় আরোহণ করা হয়েছিল। আর আমার পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঔরসে আমাকে স্থাপন করা হয়েছিল। আমার পিতা-মাতার কেউ কখনো ব্যভিচারের মাধ্যমে মিলিত হননি। আল্লাহ তাআলা আমাকে সর্বদা সম্মানিত পিতৃবংশ থেকে পবিত্র মাতৃগর্ভে স্থানান্তরিত করেছেন—নির্বাচিত ও পরিশুদ্ধ অবস্থায়। যখনই দুটি শাখা বিভক্ত হয়েছে, আমি উভয়ের মধ্যে উত্তম শাখাতেই ছিলাম।
আল্লাহ নবুওয়াতের ব্যাপারে আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের ব্যাপারে আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। তিনি তাওরাত ও ইনজীলে আমার আলোচনা প্রচার করেছেন এবং প্রত্যেক নবী আমার গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। আমার নূরে পৃথিবী আলোকিত হয় এবং আমার চেহারার কারণে মেঘমালা দীপ্তিমান হয়। তিনি আমাকে তাঁর কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন এবং আসমানে আমার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেছেন। তিনি তাঁর নামসমূহের একটি নাম থেকে আমার জন্য একটি নাম নির্ধারণ করেছেন; আরশের অধিপতি 'মাহমূদ' আর আমি 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমাদ'। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমাকে হাউয ও কাওসার দান করবেন; আমাকে সর্বপ্রথম শাফা'আতকারী এবং সর্বপ্রথম যার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে—এ মর্যাদা দেবেন। এরপর তিনি আমাকে আমার উম্মতের সর্বোত্তম যুগে প্রকাশ করেছেন। তারা অধিক আল্লাহর প্রশংসাকারী; সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে।" [11]

[11] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর আল-কুরাশী আদ-দিমাশকী (মৃ. ৭৭৪ হি.), আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ (*আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* থেকে), খণ্ড ১, পৃ. ১৯৬; তাহকীক: মুস্তফা আবদুল ওয়াহিদ; প্রকাশক:

أَقْوَالُ الأَئِمَّةِ فِيْ آبَاءِ خَيْرِ البَرِيَّةِ

সৃষ্টির সেরা নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের বিষয়ে ইমামগণের বক্তব্য

❖ ইমাম আবূ আবদির রহমান আস-সুলামী রহ. (মৃ. ৪১২ হি.)

تَقَلُّبَكَ فِيْ السَّاجِدِيْنَ فِيْ أَصْلَابِ الأَنْبِيَاءِ وَالمرسَلِيْنَ

আল্লাহ তাআলার বাণী— ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ —এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: "অর্থাৎ নবী ও রাসূলগণের ঔরসসমূহে আপনার স্থানান্তর।" [12]

❖ ইমাম আল-কুশাইরী রহ. (মৃ. ৪৬৫ হি.) বলেন

تَقَلُّبُكَ فِي أَصْلَابِ آبَائِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ عَرَفُوا اللهَ، فَسَجَدُوا لَهُ دُونَ مَنْ لَمْ يَعْرِفُوهُ.

"আপনার সেই মুসলিম পূর্বপুরুষদের ঔরসসমূহে আপনার স্থানান্তর, যারা আল্লাহকে চিনতেন এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদা করতেন—তাঁকে যারা চিনত না, তাদের মধ্যে নয়।" [13]

❖ ইবন আবী নাসর আল-বাকলী রহ. (মৃ. ৬০৬ হি.)

تَقَلُّبَهُ فِيْ السَّاجِدِيْنَ فِيْ أَصْلَابِ الأَنْبِيَاءِ وَالمرسَلِيْنَ

"সিজদাকারীদের মধ্যে তাঁর স্থানান্তর—অর্থাৎ নবী ও রাসূলগণের ঔরসসমূহে তাঁর স্থানান্তর।"[14]

❖ ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী রহ. (মৃ. ৬০৬ হি.) সূরা আশ-শু'আরার আয়াতের তাফসীরে বলেন, বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো:

إِنَّهُ كَانَ يَنْقُلُ رُوحَهُ مِنْ سَاجِدٍ إِلَى سَاجِدٍ وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ: فَالْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ آبَاءِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانُوا مُسْلِمِينَ. وَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مُسْلِمًا.

"আল্লাহ তাআলা তাঁর রূহকে এক সিজদাকারী থেকে আরেক সিজদাকারীর মধ্যে স্থানান্তরিত করেছেন। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সকল পূর্বপুরুষ মুসলিম ছিলেন। আর এ অবস্থায় অবশ্যই নিশ্চিতভাবে বলতে হবে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতাও মুসলিম ছিলেন।" [15]

তিনি সূরা আল-আন'আমের তাফসীরে আরও বলেন

দারুল মা'রিফাহ লিত-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী', বৈরুত, লেবানন; প্রকাশকাল: ১৩৯৫ হি./১৯৭৬ খ্রি.

[12] ইমাম আবূ আবদির রহমান মুহাম্মাদ ইবন আল-হুসাইন ইবন মূসা আল-আযদী আস-সুলামী (মৃ. ৪১২ হি.), হাকায়িকুত তাফসীর; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ; প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.

[13] আবদুল করীম ইবন হাওয়াযিন ইবন আবদুল মালিক আল-কুশাইরী (মৃ. ৪৬৫ হি.), লাতায়িফুল ইশারাত (তাফসীরুল কুশাইরী), সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত ২১৯; তাহকীক: ইবরাহীম আল-বিসইউনী; প্রকাশক: আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল-কিতাব, মিসর; তৃতীয় সংস্করণ।

[14] আরিফ বিল্লাহ আবূ মুহাম্মাদ সদরুদ্দীন রূযবিহান ইবন আবী নাসর আল-বাকলী (মৃ. ৬০৬ হি.), আরাইসুল বায়ান ফী হাকায়িকিল কুরআন, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৬; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ; প্রথম সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.

[15] আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন উমর ইবন আল-হাসান ইবন আল-হুসাইন আত-তাইমী আর-রাযী, প্রসিদ্ধ ফখরুদ্দীন আর-রাযী (মৃ. ৬০৬ হি.), মাফাতীহুল গাইব — আত-তাফসীরুল কাবীর, খণ্ড ১৩, পৃ. ৩২; প্রকাশক: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২০ হি.

وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ أَحَدًا مِنْ آبَاءِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَمْ أَزَلْ أُنْقَلُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ، وَقَالَ تَعَالَى﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ التَّوْبَةِ: ٢٨ وَذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ أَحَدًا مِنْ أَجْدَادِهِ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا كَانَ مُشْرِكًا، وَثَبَتَ أَنَّ آزَرَ كَانَ مُشْرِكًا. فَوَجَبَ الْقَطْعُ بِأَنَّ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِنْسَانًا آخَرَ غَيْرَ آزَرَ.

"মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের কেউই মুশরিক ছিলেন না—এ কথার আরেকটি প্রমাণ হলো নবী ﷺ-এর এই বাণী:

'আমাকে সর্বদা পবিত্র পুরুষদের ঔরস থেকে পবিত্র নারীদের গর্ভে স্থানান্তর করা হয়েছে।'

আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ 'নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র।' —সূরা আত-তাওবা, ৯:২৮

সুতরাং এ থেকে আবশ্যক হয় যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউই মুশরিক ছিলেন না।

যখন এটি প্রমাণিত হলো, তখন আমরা বলব:

আমাদের উল্লিখিত দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা মুশরিক ছিলেন না। আর এটিও প্রমাণিত যে, আযর মুশরিক ছিল।

অতএব নিশ্চিতভাবে বলতে হবে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা আযর ব্যতীত অন্য একজন ব্যক্তি ছিলেন।" [16]

❖ মুহিউদ্দীন ইবন আরাবী রহ. (মৃ. ৬৩৮ হি.)

তিনি সূরা আশ-শু'আরার আয়াতের তাফসীরে বলেন:

فِيْ أَصْلَابِ آبَائِكَ الأَنْبِيَاءِ

"আপনার নবী-পূর্বপুরুষদের ঔরসসমূহে।" [17]

❖ ইমাম আলী আল-কারী রহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন

وَيُقَالُ: تَقَلُّبُكَ فِي أَصْلَابِ آبَائِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ عَرَفُوا اللهَ فَسَجَدُوا لَهُ.

"আর বলা হয়: আপনার সেই মুসলিম পূর্বপুরুষদের ঔরসসমূহে আপনার স্থানান্তর, যারা আল্লাহকে চিনতেন এবং তাঁর জন্য সিজদা করতেন।" [18]

---

[16] মাফাতীহুল গাইব — আত-তাফসীরুল কাবীর, খণ্ড ১৩, পৃ. ৩৩।

[17] আশ-শাইখুল আকবার মুহিউদ্দীন ইবন আরাবী (মৃ. ৬৩৮ হি.), তাফসীরুশ শাইখিল আকবার, খণ্ড ২, পৃ. ৯৬।

[18] ইমাম আলী আল-কারী (মৃ. ১০১৪ হি.), আনওয়ারুল কুরআন ওয়া আসরারুল ফুরকান, সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত ২১৯।

مَسَالِكُ الْأَئِمَّةِ فِيْ وَالِدَيْ شَفِيْعِ الْأُمَّةِ

উম্মাতের শাফা'আতকারী ﷺ-এর পিতা-মাতার বিষয়ে ইমামগণের মতপন্থাসমূহ

الآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ عُمُوْمًا كُلُّهُمْ كَانُوْا عَلَى إِيْمَانٍ وَدِيْنٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ مُشْرِكٌ أَوْ كَافِرٌ عَلَى يَقِيْنٍ، وَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذٰلِكَ بَعْدَ الاطِّلَاعِ عَلَى أَدِلَّةِ الْمُثْبِتِيْنَ، فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ الْمُبِيْنَ، وَسُنَّةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَطَعَنَ فِيْ طَهَارَةِ نَسَبِ النَّبِيِّ الْأَمِيْنِ صَلَاةُ اللهِ وَسَلَامُه عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْنَ.

সাধারণভাবে নবী ﷺ-এর সকল পিতৃপুরুষ ও মাতৃপুরুষ ঈমান ও দ্বীনের ওপর ছিলেন। নিশ্চিতভাবে তাঁদের মধ্যে কোনো মুশরিক বা কাফির ছিলেন না।

আর যারা এ মতের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তাঁদের দলিলসমূহ অবগত হওয়ার পরও যে ব্যক্তি এর বিপরীত কথা বলে, সে সুস্পষ্ট কিতাব, সায়্যিদুল মুরসালীন ﷺ-এর সুন্নাহর বিরোধিতা করে এবং বিশ্বস্ত নবী ﷺ-এর পবিত্র বংশধারার প্রতি আঘাত হানে।

আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং সকল সাহাবির ওপর।

ইমামগদের মতপন্থাসমূহ উল্লেখের আগে কয়েকটি আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করছি,

1. ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ الشعراء 219

"এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থানান্তর।" —সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২১৯

2. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ التوبة 28

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র।" —সূরা আত-তাওবা, ৯:২৮

3. ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ الأنعام 1224

"আল্লাহই সর্বাধিক জানেন, কোথায় তিনি তাঁর রিসালাত স্থাপন করবেন।" —সূরা আল-আন'আম, ৬:১২৪

4. ﴿وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾

"অবশ্যই একজন মুমিন দাসী একজন মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে।"

5. ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ البقرة 221

"আর অবশ্যই একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে।" —সূরা আল-বাকারা, ২:২২১

6. ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ الأحزاب 57

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" —সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৭

وَسُئِلَ الْقَاضِي أَبُوبَكْرِبْنُ الْعَرَبِيِّ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :إِنْ أَبَا النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّارِ، فَأَجَابَ بِأَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ قَالَ: وَلَا أَذًى أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُقَالَ عَنْ أَبِيهِ إِنَّهُ فِي النَّارِ

মালিকী মাযহাবের অন্যতম ইমাম কাজী আবূ বকর ইবনুল আরাবী রহ.-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে বলেছে: "নবী ﷺ-এর পিতা জাহান্নামে।" তিনি উত্তরে বলেন: "যে ব্যক্তি এ কথা বলে, সে অভিশপ্ত।"

এর দলিল হিসেবে তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী উল্লেখ করেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেছেন।"

এরপর তিনি বলেন: "কোনো ব্যক্তির পিতা সম্পর্কে 'তিনি জাহান্নামে'—এ কথা বলার চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক আর কিছু হতে পারে না।"[19]

7. ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾

"আর অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

رَوَى مُسْلِم فِي صَحِيحِه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلاَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ الآيَةَ . وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ **فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ " اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي "** . وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ . وَهُوَ أَعْلَمُ . فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا **سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ** .

ইমাম মুসলিম তাঁর *সহীহ*-এ বর্ণনা করেন

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার এই বাণী তিলাওয়াত করেন—

﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾

"হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই এগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমারই অন্তর্ভুক্ত।"

আর ঈসা আলাইহিস সালামের এই বাণীও তিলাওয়াত করেন—

19

- আবদুর রহমান ইবন আবী বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া, খণ্ড ২, পৃ. ২৭৯, *মাসালিকুল হুনাফা ফী ওয়ালিদাইল মুস্তফা*।
- মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (মৃ. ৯৪২ হি.), সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল 'ইবাদ, খণ্ড ১, পৃ. ২৬০; অধ্যায়: নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের নামের ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি।
- আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ মাক্কী, আবুল আব্বাস, শিহাবুদ্দীন আল-হুসাইনী আল-হামাবী আল-হানাফী (মৃ. ১০৯৮ হি.), গামযু 'উয়ূনিল বাসায়ির ফী শারহিল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, খণ্ড ৩, পৃ. ২৪১; দ্বিতীয় বিভাগ: ফাওয়ায়িদ, কিতাবুল হাজর ওয়াল ইবাহাহ; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ; প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.; মোট খণ্ড: ৪।

﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা; আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

এরপর নবী ﷺ তাঁর দুই হাত তুলে বললেন: "হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত!" এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন।

তখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বললেন:

"হে জিবরীল! মুহাম্মাদের কাছে যাও—আর তোমার প্রতিপালক তো সর্বাধিক অবগত—এবং তাঁকে জিজ্ঞেস কর, কী তাঁকে কাঁদাচ্ছে।"

অতঃপর জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে যা বলেছিলেন তা জানালেন; অথচ আল্লাহ তা সর্বাধিক জানতেন।

তখন আল্লাহ বললেন:

"হে জিবরীল! মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বলো: 'নিশ্চয়ই আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আপনাকে কষ্ট দেব না।' [20]

قَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ شَرْحِ مُسْلِم:

هَذَا الْحَدِيثُ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْفَوَائِدِ مِنْهَا بَيَانُ كَمَالِ شَفَقَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ وَاعْتِنَائِهِ بِمَصَالِحِهِمْ وَاهْتِمَامِهِ بِأَمْرِهِمْ وَمِنْهَا **اسْتِحْبَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ** وَمِنْهَا الْبِشَارَةُ الْعَظِيمَةُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ زَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى شَرَفًا بِمَا وَعَدَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ وَهَذَا مِنْ أرجى الْأَحَادِيثِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ أَرْجَاهَا وَمِنْهَا بَيَانُ عِظَمِ مَنْزِلَةِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَعَظِيمِ لُطْفِهِ سُبْحَانَهُ بِهِ ﷺ وَالْحِكْمَةُ فِي إِرْسَالِ جِبْرِيلَ لِسُؤَالِهِ ﷺ إِظْهَارُ شَرَفِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى فَيُسْتَرْضَى وَيُكْرَمُ بِمَا يُرْضِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وجل ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا نَسُوءُكَ فَقَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ هُوَ تَأْكِيدٌ لِلْمَعْنَى أَيْ لَا نُحْزِنُكَ لِأَنَّ الْإِرْضَاءَ قَدْ يَحْصُلُ فِي حَقِّ الْبَعْضِ بِالْعَفْوِ عَنْهُمْ وَيَدْخُلُ الْبَاقِي النَّارَ فَقَالَ تَعَالَى نُرْضِيكَ وَلَا نُدْخِلُ عَلَيْكَ حُزْنًا بَلْ نُنَجِّي الجميع والله أعلم

ইমাম নববী রহ. *শারহু সহীহ মুসলিম*-এ বলেন

এই হাদীসের মধ্যে বহু ধরনের উপকারিতা রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো—নবী ﷺ-এর উম্মতের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ মমতা, তাদের কল্যাণের প্রতি তাঁর যত্ন এবং তাদের বিষয়াবলির প্রতি তাঁর গভীর গুরুত্বের বর্ণনা।

এর মধ্যে আরও রয়েছে—দুআর সময় দুই হাত উত্তোলন করা মুস্তাহাব।

এছাড়াও এতে এই উম্মতের জন্য বিরাট সুসংবাদ রয়েছে—আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করুন—কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

"আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আপনাকে কষ্ট দেব না।"

এই হাদীসটি এ উম্মতের জন্য সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক হাদীসসমূহের অন্যতম, বরং সম্ভবত সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক হাদীস।

---

[20] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়: উম্মতের জন্য নবী ﷺ-এর দুআ এবং তাদের প্রতি মমতায় তাঁর কান্না; হাদীস নং ২০২।

এতে আরও রয়েছে—আল্লাহ তাআলার কাছে নবী ﷺ-এর মহান মর্যাদা এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ সুবহানাহুর অসীম অনুগ্রহের বর্ণনা।

নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করার জন্য জিবরীল আলাইহিস সালামকে পাঠানোর হিকমত হলো—নবী ﷺ-এর সম্মান প্রকাশ করা এবং এ বিষয়টি প্রকাশ করা যে, তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী; তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করা হয় এবং যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে তা দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করা হয়। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

এই হাদীসটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার এই বাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—

﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾

"আর অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।"

আর আল্লাহ তাআলার বাণী— "وَلَا نَسُوءُكَ — এবং আপনাকে কষ্ট দেব না"

—সম্পর্কে *আত-তাহরীর* গ্রন্থকার বলেন, এটি পূর্ববর্তী অর্থের জোরালো সমর্থন। অর্থাৎ, "আমি আপনাকে দুঃখিত করব না।"

কারণ, কিছু লোককে ক্ষমা করে দিলেই কোনো ব্যক্তির সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে, যদিও বাকিরা জাহান্নামে প্রবেশ করে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আপনার অন্তরে কোনো দুঃখ প্রবেশ করাব না; বরং সকলকেই নাজাত দেব।"

আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। [21]

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِيْ تَفْسِيْرِه:

وَقَوْلُهُ ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ هَذَا الْكَلَامُ يَتَضَمَّنُ رَدَّ الْمَشِيئَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ الْفَعَّالُ لِمَا يَشَاءُ، الَّذِي لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، وَيَتَضَمَّنُ التَّبَرِّيَ مِنَ النَّصَارَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ نِدًّا وَصَاحِبَةً وَوَلَدًا، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، وَهَذِهِ الْآيَةُ لَهَا شَأْنٌ عَظِيمٌ، وَنَبَأٌ عَجِيبٌ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ :أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ بِهَا لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ يُرَدِّدُهَا.

ইবন কাসীর রহ. তাঁর তাফসীরে বলেন

আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা; আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

এই বক্তব্যের মধ্যে সমস্ত ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার নিকট সোপর্দ করার অর্থ নিহিত রয়েছে। কারণ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।

---

[21] আবূ যাকারিয়্যা মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবন শারফ আন-নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.), আল-মিনহাজ শারহু সহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, খণ্ড ৩, পৃ. ৭৮–৭৯; প্রকাশক: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯২ হি.

এতে সেই খ্রিষ্টানদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণাও রয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং আল্লাহর জন্য সমকক্ষ, সঙ্গিনী ও সন্তান সাব্যস্ত করেছে। তারা যা বলে, আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে ও মহান।

এই আয়াতের মর্যাদা অত্যন্ত মহান এবং এর ঘটনা বিস্ময়কর।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ এক রাতে এই আয়াতটি বারবার পাঠ করতে করতে সকাল পর্যন্ত কিয়ামে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنِي فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ، عَنْ جَسْرَةَ الْعَامِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :صلى النَّبِيّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَرَأَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ، يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ بِهَا ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فَلَمَّا أَصْبَحَ، قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ، حَتَّى أَصْبَحْتَ تَرْكَعُ بِهَا وَتَسْجُدُ بِهَا؟ قَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا.

মুহাম্মাদ ইবন ফুদাইল আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে ফুলাইত আল-আমিরী বর্ণনা করেছেন, তিনি জাসরাহ আল-আমিরিয়্যাহ থেকে, আর তিনি আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

এক রাতে নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। তিনি একটি আয়াত পাঠ করতে করতে সকাল করে দিলেন; সেই আয়াত দিয়েই রুকু করতেন এবং সেই আয়াত দিয়েই সিজদা করতেন। আয়াতটি হলো—

﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা; আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

সকাল হলে আমি বললাম:

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো এই আয়াতটি পাঠ করতে করতে সকাল করে দিলেন; এই আয়াত দিয়েই রুকু করলেন এবং এই আয়াত দিয়েই সিজদা করলেন!"

তিনি বললেন:

"আমি আমার প্রতিপালক আযযা ওয়া জাল্লার কাছে আমার উম্মতের জন্য শাফা'আত প্রার্থনা করেছি। তিনি আমাকে তা দান করেছেন। ইনশাআল্লাহ, এই শাফা'আত এমন প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌঁছবে, যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করে না।"

অন্য সূত্রে আরেক বর্ণনা

ইমাম আহমদ রহ. বলেন:

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ أَنَّهَا انْطَلَقَتْ مُعْتَمِرَةً، فَانْتَهَتْ إِلَى الرَّبَذَةِ، فَسَمِعَتْ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ :قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَصَلَّى بِالْقَوْمِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ أَصْحَابٌ لَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمُ، انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ قَدْ أَخْلَوُا الْمَكَانَ، رَجَعَ إِلَى

مكانه يصلي، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَمِينِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْنَا ثَلَاثَتُنَا. يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بنفسه، ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو، وَقَامَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَوْمَأْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنْ سَلْهُ مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ

لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ، فقلت :بأبي وَأُمِّي، قُمْتَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَعَكَ الْقُرْآنُ، لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُنَا لَوَجَدْنَا عَلَيْهِ، قَالَ »دَعَوْتُ لِأُمَّتِي ، قُلْتُ :فَمَاذَا أُجِبْتَ أَوْ مَاذَا رُدَّ عَلَيْكَ؟

قَالَ أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ طَلْعَةً تَرَكُوا الصَّلَاةَ قُلْتُ: أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ بَلَى فَانْطَلَقْتُ مُعْنِقًا، قَرِيبًا مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ، فَقَالَ عُمَرُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ إِنْ تَبْعَثْ إِلَى النَّاسِ بهذا نكلوا عن العبادات، فَنَادَاهُ أَنِ ارْجِعْ فَرَجَعَ، وَتِلْكَ الْآيَةُ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أن النبي ﷺ تَلَا قَوْلَ عِيسَى ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي وَبَكَى، فَقَالَ اللَّهُ :يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ- وَرَبُّكَ أَعْلَمُ- فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيهِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قال وهو أعلم، فَقَالَ اللَّهُ :يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوؤُكَ.

আমাদেরকে ইয়াহইয়া বর্ণনা করেছেন; আমাদেরকে কুদামাহ ইবন আবদিল্লাহ বর্ণনা করেছেন; আমাকে জাসরাহ বিনতে দাজাজাহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উমরাহর উদ্দেশ্যে বের হয়ে আর-রাবাযাহ নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনলেন: এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাতে দাঁড়ালেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর তাঁর কিছু সাহাবি থেকে গিয়ে নফল সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি যখন তাঁদের দাঁড়িয়ে থাকা ও থেকে যাওয়া দেখলেন, তখন নিজের অবস্থানস্থলে ফিরে গেলেন।

পরে যখন দেখলেন লোকেরা স্থানটি খালি করে চলে গেছে, তখন তিনি আবার নিজের সালাতের স্থানে ফিরে এসে সালাতে দাঁড়ালেন। আমি এসে তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তিনি ডান হাত দিয়ে আমাকে ইশারা করলেন। ফলে আমি তাঁর ডান পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এরপর ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে আমার ও তাঁর পেছনে দাঁড়ালেন। তিনি বাম হাত দিয়ে তাঁকে ইশারা করলেন। ফলে তিনি তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এভাবে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজভাবে সালাত আদায় করছিলাম এবং আল্লাহ যতটুকু তিলাওয়াত করার তাওফীক দিয়েছেন, ততটুকু কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং সেটি বারবার পাঠ করতে লাগলেন, এমনকি ফজরের সালাত আদায় করার সময় হয়ে গেল।

সকাল হলে আমি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইশারা করে বললাম, "গত রাতে তিনি যা করেছেন, তার উদ্দেশ্য কী ছিল—তাঁকে জিজ্ঞেস করুন।"

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন:

"তিনি নিজে আমাকে না বলা পর্যন্ত আমি তাঁকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করব না।"

তখন আমি বললাম:

"আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন! আপনি কুরআনের একটি আয়াত নিয়েই সারারাত দাঁড়িয়ে থাকলেন, অথচ আপনার কাছে পুরো কুরআনই রয়েছে। আমাদের কেউ এমন করলে আমরা অবশ্যই তার ব্যাপারে আপত্তি করতাম।"

তিনি বললেন:

"আমি আমার উম্মতের জন্য দুআ করেছি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম:

"তাহলে আপনাকে কী জবাব দেওয়া হয়েছে? অথবা আপনার দুআর জবাবে কী বলা হয়েছে?"

তিনি বললেন:

"আমাকে এমন জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তাদের অনেকেই যদি তা স্পষ্টভাবে জানতে পারত, তবে সালাত ছেড়ে দিত।"

আমি বললাম:

"তাহলে কি আমি লোকদের এ সুসংবাদ দেব না?"

তিনি বললেন: "হ্যাঁ।"

তখন আমি দ্রুত ছুটে গেলাম। আমি প্রায় একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম। এ সময় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি এ সংবাদ লোকদের কাছে পৌঁছে দেন, তবে তারা ইবাদতে শিথিল হয়ে পড়বে।"

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে বললেন:

"ফিরে এসো।"

অতঃপর আমি ফিরে এলাম।

আর সেই আয়াতটি ছিল—

﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা; আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

ইবন আবী হাতিম রহ. বলেন

আমাদেরকে ইউনুস ইবন আবদিল আ'লা বর্ণনা করেছেন; আমাদেরকে ইবন ওয়াহব বর্ণনা করেছেন; আমাকে আমর ইবনুল হারিস সংবাদ দিয়েছেন যে, বকর ইবন সাওয়াদাহ তাঁকে আবদুর রহমান ইবন জুবাইর থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন:

নবী ﷺ ঈসা আলাইহিস সালামের এই বাণী তিলাওয়াত করলেন—

﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

তারপর তিনি দুই হাত তুলে বললেন:

"হে আল্লাহ! আমার উম্মত!"

এবং তিনি কাঁদলেন।

তখন আল্লাহ বললেন:

"হে জিবরীল! মুহাম্মাদের কাছে যাও—যদিও তোমার প্রতিপালক সর্বাধিক জানেন—এবং তাঁকে জিজ্ঞেস কর, কী কারণে তিনি কাঁদছেন।"

জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তাঁর বক্তব্য জানালেন, অথচ আল্লাহ তা সর্বাধিক জানতেন।

তখন আল্লাহ বললেন:

"হে জিবরীল! মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বলো: নিশ্চয়ই আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আপনাকে কষ্ট দেব না।"

ইমাম আহমদ রহ. আরও বর্ণনা করেন

حدثنا حسين قال: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ يَقُولُ :حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ :غَابَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَنْ يَخْرُجَ، فَلَمَّا خَرَجَ سَجَدَ سَجْدَةً ظَنَنَّا أَنَّ نَفْسَهُ قَدْ قُبِضَتْ فِيهَا، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ اسْتَشَارَنِي فِي أُمَّتِي مَاذَا أَفْعَلُ بِهِمْ؟

فَقُلْتُ :مَا شِئْتَ أَيْ رَبِّ، هُمْ خَلْقُكَ وَعِبَادُكَ، فَاسْتَشَارَنِي الثانية فقلت له كذلك، فقال لِي:

لَا أُخْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ، وَبَشَّرَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي مَعِي سَبْعُونَ أَلْفًا، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ .ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ :ادْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ، فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ :أو معطيّ ربي سؤلي؟ فقال :مَا أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ إِلَّا لِيُعْطِيَكَ، وَلَقَدْ أَعْطَانِي رَبِّي وَلَا فَخْرَ، وَغَفَرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ، وَأَنَا أَمْشِي حَيًّا صحيحا، وأعطاني أن لا تَجُوعَ أُمَّتِي وَلَا تُغْلَبَ، وَأَعْطَانِي الْكَوْثَرَ، وَهُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ يَسِيلُ فِي حَوْضِي، وَأَعْطَانِي الْعِزَّ وَالنَّصْرَ وَالرُّعْبَ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْ أُمَّتِي شَهْرًا، وَأَعْطَانِي أَنِّي أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَطَيَّبَ لِي وَلِأُمَّتِي الْغَنِيمَةَ، وَأَحَلَّ لَنَا كَثِيرًا مِمَّا شُدِّدَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا، وَلَمْ يَجْعَلْ علينا في الدين من حرج

আমাদেরকে হুসাইন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে ইবন লাহিয়াহ বর্ণনা করেছেন; আমাদেরকে ইবন হুবাইরাহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ তামীম আল-জাইশানীকে বলতে শুনেছেন: আমাকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি:

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ছিলেন। তিনি এত দেরি পর্যন্ত বের হলেন না যে, আমরা ধারণা করলাম, হয়তো তিনি আর বের হবেন না। পরে যখন তিনি বের হলেন, তখন এমন দীর্ঘ একটি সিজদা করলেন যে, আমরা ধারণা করলাম, হয়তো সিজদার মধ্যেই তাঁর রূহ কবয হয়ে গেছে।

এরপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন:

"আমার প্রতিপালক আযযা ওয়া জাল্লা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার মত জানতে চাইলেন—তাদের সঙ্গে আমি কী করব?"

আমি বললাম:

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি যা ইচ্ছা করেন; তারা আপনার সৃষ্টি ও আপনার বান্দা।"

তিনি দ্বিতীয়বারও আমার মত জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে একই উত্তর দিলাম।

তখন তিনি আমাকে বললেন:

"হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে লাঞ্ছিত করব না।"
আর তিনি আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে প্রথমে যারা আমার সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা হবে সত্তর হাজার; প্রতি এক হাজারের সঙ্গে আরও সত্তর হাজার থাকবে—তাদের কোনো হিসাব নেওয়া হবে না।
এরপর তিনি আমার কাছে বার্তা পাঠিয়ে বললেন:
"দুআ করুন, আপনার দুআ কবুল করা হবে; আর প্রার্থনা করুন, আপনাকে দেওয়া হবে।"
তখন আমি তাঁর দূতকে বললাম:
"আমার প্রতিপালক কি আমাকে আমার প্রার্থিত বস্তু দান করবেন?"
তিনি বললেন:
"তিনি আমাকে আপনার কাছে এ জন্যই পাঠিয়েছেন যে, তিনি আপনাকে দান করবেন।"
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:
"আমার প্রতিপালক আমাকে অনেক কিছু দান করেছেন—এতে কোনো অহংকার নেই। তিনি আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ত্রুটি ক্ষমা করেছেন, অথচ আমি জীবিত ও সুস্থভাবে চলাফেরা করছি। তিনি আমাকে এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, আমার উম্মত দুর্ভিক্ষে নিঃশেষ হবে না এবং তারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূতও হবে না। তিনি আমাকে কাওসার দান করেছেন—এটি জান্নাতের একটি নদী, যা আমার হাউযে প্রবাহিত হয়।
তিনি আমাকে সম্মান, বিজয় এবং এমন ভীতি দান করেছেন, যা আমার উম্মতের অগ্রভাগে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। তিনি আমাকে দান করেছেন যে, নবীগণের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব। তিনি আমার ও আমার উম্মতের জন্য গনীমতের সম্পদ হালাল ও পবিত্র করেছেন। আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যেসব বিষয় কঠোর করা হয়েছিল, তার অনেক কিছু আমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।" [22]

ইবন আবী শাইবাহ রহ. বর্ণনা করেছেন

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ :بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ , فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ , قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ: مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ؟ قَالَ :إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ اخْتَارَ لَنَا اللَّهُ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا , وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلَاءً وَتَشْرِيدًا وَتَطْرِيدًا , حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ , فَيُقَاتِلُونَ فَيَضْرُرُونَ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا , فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدْفَعُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي , فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا كَمَا مَلَأُوهَا جَوْرًا , فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ"

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

[22] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর আল-কুরাশী আল-বাসরী, পরে আদ-দিমাশকী (মৃ. ৭৭৪ হি.), তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, খণ্ড ৩, পৃ. ২১০–২১১; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, মানশূরাত মুহাম্মাদ আলী বাইদূন, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.

একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় বনূ হাশিমের কয়েকজন যুবক সামনে এলো। নবী ﷺ যখন তাদের দেখলেন, তখন তাঁর দুই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল এবং তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল।

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাঁকে বললাম:

"আমরা আপনার চেহারায় এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা আমাদের অপছন্দনীয় মনে হচ্ছে।"

তিনি বললেন:

"আমরা আহলে বাইত; আল্লাহ আমাদের জন্য দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতকে নির্বাচন করেছেন। আমার আহলে বাইত আমার পরে বিপদ-আপদ, বিতাড়ন ও নির্বাসনের সম্মুখীন হবে। অবশেষে পূর্বদিক থেকে এমন একদল লোক আসবে, যাদের সঙ্গে কালো পতাকা থাকবে। তারা তাদের অধিকার চাইবে, কিন্তু তা তাদের দেওয়া হবে না। ফলে তারা যুদ্ধ করবে এবং বিজয়ী হবে। তখন তারা যা চেয়েছিল তা তাদের দেওয়া হবে; কিন্তু তারা তা গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না তা আমার আহলে বাইতের একজন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করে। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে পূর্ণ করবেন, যেমন তারা একে জুলুমে পূর্ণ করেছিল। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই সময় পাবে, সে যেন তাদের কাছে যায়—বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও।" [23]

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন

وَأَخْرَجَ الْعَسْكَرِيُّ فِي الْمَوَاعِظِ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ، وَابْنُ لَالٍ، وَابْنُ النَّجَّارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى فَاطِمَةَ، وَهِيَ تَطْحَنُ بِالرَّحَى، وَعَلَيْهَا كِسَاءٌ مِنْ حَمْلَةِ الْإِبِلِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا قَالَ: يَا فَاطِمَةُ، تَعَجَّلِي فَتَجَرَّعِي مَرَارَةَ الدُّنْيَا لِنَعِيمِ الْآخِرَةِ غَدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ :رَضِيَ مُحَمَّدٌ أَلَّا يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النَّارَ .

আল-আসকারী *আল-মাওয়ায়িয* গ্রন্থে, ইবন মারদাওয়াইহ, ইবন লাল এবং ইবনুন নাজ্জার জাবির ইবন আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি যাঁতা দিয়ে শস্য পিষছিলেন এবং তাঁর গায়ে উটের লোমের তৈরি একটি চাদর ছিল। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

"হে ফাতিমা! দুনিয়ার তিক্ততা দ্রুত সহ্য করে নাও, যাতে আগামীকাল আখিরাতের নিয়ামত লাভ করতে পারো।"

এরপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন:

﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾

"আর অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।"

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

---

[23] আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী শাইবাহ আল-কূফী আল-আবাসী (মৃ. ২৩৫ হি.), আল-কিতাবুল মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, কিতাবুল ফিতান, "উসমান সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে", খণ্ড ৩, পৃ. ৫২৭, হাদীস নং ৩৭৭২৭; প্রকাশক: দারুত তাজ, লেবানন; মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ; প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.

"মুহাম্মাদ ﷺ এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, তাঁর আহলে বাইতের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" [24]

আরেক বর্ণনায় এসেছে

مِنْ رِضَا مُحَمَّدٍ أَنْ لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النَّارَ.

"মুহাম্মাদ ﷺ-এর সন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত হলো—তাঁর আহলে বাইতের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" [25]

আরেক বর্ণনায় এসেছে

رِضَاهُ أَنْ تَدْخُلَ أُمَّتُهُ الْجَنَّةَ كُلُّهُمْ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

"তাঁর সন্তুষ্টি হলো—তাঁর সমগ্র উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

ইমাম আল-বাইহাকী রহ. সাঈদ ইবন জুবাইর রহ. সূত্রে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। [26]

আরেক বর্ণনায় এসেছে

وَفِيْ رِوَايَةٍ: **لا يَرْضَى مُحَمَّدٌ وَأَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ فِي النَّارِ**

"মুহাম্মাদ ﷺ সন্তুষ্ট হবেন না, যতক্ষণ তাঁর উম্মতের একজন ব্যক্তিও জাহান্নামে থাকবে।" [27]

---

[24] আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, খণ্ড ২০, পৃ. ৯৫, সূরা আদ-দুহা; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.

[25] আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী (২২৪–৩১০ হি.), জামি'উল বায়ান 'আন তা'ওয়ীলি আয়িল কুরআন, খণ্ড ২৪, পৃ. ৪৮৭; প্রকাশক: দারুত তারবিয়াহ ওয়াত তুরাস, মক্কা আল-মুকাররমাহ।

[26] আবূ বকর আহমাদ ইবন আল-হুসাইন আল-বাইহাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি.), শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ১৪৪৫; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন; প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.

[27]

- আবদুর রহমান ইবন আবী বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), আদ-দুররুল মানসূর, খণ্ড ৮, পৃ. ৫৪২; প্রকাশক: দারুল ফিকর, বৈরুত।
- আবূ বকর আহমাদ ইবন আলী ইবন সাবিত ইবন আহমাদ ইবন মাহদী আল-খতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.), তালখীসুল মুতাশাবিহ ফির রাসম, খণ্ড ১, পৃ. ১৭৩; প্রকাশক: তালাস লিদ-দিরাসাত ওয়াত-তারজামাহ ওয়ান-নাশর, দামেস্ক; প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.

بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا

"আমি আদমসন্তানের সর্বোত্তম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রেরিত হয়েছি"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .رضى الله عنه .أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ ".

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আদমসন্তানের সর্বোত্তম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, অবশেষে আমি সেই প্রজন্মে এসেছি, যে প্রজন্মে আমি ছিলাম।" [28]

مِنْ أَصْلَابٍ طَيِّبَةٍ إِلَى أَرْحَامٍ طَاهِرَةٍ

পবিত্র ঔরস থেকে পবিত্র মাতৃগর্ভে

আবূ নু'আইম রহ. বর্ণনা করেন

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَمْ يَلْتَقِ أَبَوَايَ فِي سِفَاحٍ، لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنَقِّلُنِي مِنْ أَصْلَابٍ طَيِّبَةٍ إِلَى أَرْحَامٍ طَاهِرَةٍ، صَافِيًا، مُهَذَّبًا، لَا تَتَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আমার পিতা-মাতা কখনো ব্যভিচারের মাধ্যমে মিলিত হননি। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমাকে সর্বদা পবিত্র ঔরসসমূহ থেকে পবিত্র মাতৃগর্ভসমূহে স্থানান্তরিত করেছেন—নির্মল ও পরিশুদ্ধ অবস্থায়। যখনই দুটি শাখা বিভক্ত হয়েছে, আমি উভয়ের মধ্যে উত্তম শাখাতেই ছিলাম।" [29]

وَمَا افْتَرَقَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ إِلَّا جَعَلَنِي اللهُ فِي خَيْرِهِمَا،

فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا

"মানুষ যখনই দুই দলে বিভক্ত হয়েছে, আল্লাহ আমাকে তাদের উত্তম দলে রেখেছেন"

"সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মর্যাদায় সর্বোত্তম এবং পিতৃবংশের দিক থেকেও সর্বোত্তম"

ইমাম আল-বাইহাকী রহ. আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যদের সূত্রে বর্ণনা করেন:

وَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ، ﷺ ، فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ عَبْدِ اللهِ، بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، بْنِ هاشم، بن عبد مناف، ابن قُصَيِّ، بْنِ كِلَابِ، بْنِ مُرَّةَ، بْنِ كَعْبِ، بْنِ لُؤَيِّ، بْنِ غَالِبِ، بْنِ فهر، ابن مَالِكِ، بْنِ النَّضْرِ، بْنِ كِنَانَةَ، بْنِ خُزَيْمَةَ، بْنِ مُدْرِكَةَ، بْنِ إِلْيَاسَ، بْنِ مُضَرَ، بْنِ نِزَارٍ . وَمَا افْتَرَقَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ إِلَّا جَعَلَنِي اللهُ فِي خَيْرِهِمَا.

---

[28] সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, অধ্যায়: নবী ﷺ-এর গুণাবলি, হাদীস নং ৩৫৫৭।

[29] আবূ নু'আইম আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন ইসহাক ইবন মূসা ইবন মিহরান আল-আসবাহানী (মৃ. ৪৩০ হি.), দালাইলুন নুবুওয়াহ, পৃ. ৫৭, হাদীস নং ১৫; প্রকাশক: দারুন নাফায়িস, বৈরুত; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.

فَأُخْرِجْتُ مِنْ بَيْنِ أَبَوَيْنِ، فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِنْ عُهْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَخَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي وَأُمِّي، فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا، وَخَيْرُكُمْ أَبًا ﷺ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা প্রদান করে বলেন:

"আমি মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদ মানাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররাহ ইবন কা'ব ইবন লুআই ইবন গালিব ইবন ফিহর ইবন মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযাইমা ইবন মুদরিকা ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার। মানুষ যখনই দুই দলে বিভক্ত হয়েছে, আল্লাহ আমাকে তাদের উত্তম দলে রেখেছেন। আমি পিতা-মাতার বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছি; জাহিলিয়াতের কোনো ব্যভিচার আমাকে স্পর্শ করেনি। আমি বৈধ বিবাহের মাধ্যমে এসেছি, ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়—আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আমার পিতা ও মাতা পর্যন্ত।

সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মর্যাদায় সর্বোত্তম এবং পিতৃবংশের দিক থেকেও সর্বোত্তম।" ﷺ [30]

فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا

"সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে বংশগৃহের দিক থেকে সর্বোত্তম"

رَوَى أَحْمَد: قَالَ الْعَبَّاسُ: بَلَغَهُ ﷺ بَعْضُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، قَالَ :فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ " :مَنْ أَنَا؟ " قَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ " :أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ، وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ قَبِيلَةٍ، وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا "

ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেন। আল-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে লোকদের কিছু কথাবার্তা পৌঁছল। তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বললেন: **"আমি কে?"**

লোকেরা বলল: "আপনি আল্লাহর রাসূল।"

তখন তিনি বললেন: "আমি মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির সর্বোত্তম অংশে রেখেছেন। তিনি তাদের দুই দলে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে উত্তম দলে রেখেছেন। তিনি বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বোত্তম গোত্রে রেখেছেন। তারপর তাদের বিভিন্ন বংশগৃহে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে সর্বোত্তম বংশগৃহে রেখেছেন। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে বংশগৃহের দিক থেকে সর্বোত্তম এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার দিক থেকেও সর্বোত্তম।"[31]

---

[30] আহমাদ ইবন আল-হুসাইন ইবন আলী ইবন মূসা আল-খুসরাওজিরদী আল-খুরাসানী, আবূ বকর আল-বাইহাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.), দালাইলুন নুবুওয়াহ ওয়া মা'রিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরী'আহ, নবী ﷺ-এর জন্মসংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশমর্যাদা ও বংশপরিচয়ের আলোচনা", খণ্ড ১, পৃ. ১৭৪; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ ও দারুর রাইয়্যান লিত তুরাস; প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.

[31] ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (১৬৪–২৪১ হি.), মুসনাদুল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, বনূ হাশিমের মুসনাদ অংশ, আল-আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নবী ﷺ-এর হাদীস; খণ্ড ৩, পৃ. ৩০৭, হাদীস নং ১৭৮৮; তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাঊত, আদিল মুরশিদ প্রমুখ; তত্ত্বাবধান: ড. আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুহসিন আত-তুরকী; প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ; প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.; মোট খণ্ড: ৫০।

মুহাক্কিক বলেন:

حَسَنٌ لِغَيْرِه. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ، قَالَ عَنْهُ الْهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

"হাদীসটি অন্য সনদের সমর্থনে হাসান।" এটি আবদুল মুত্তালিব ইবন রাবী'আহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম আল-হাইসামী রহ. বলেন:

"এটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীরা সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।" [32]

إِلَّا سَبَبِي ونَسَبِي

"আমার সম্পর্ক ও আমার বংশ ছাড়া"

ইমাম আত-তাবারানী রহ. ও অন্যরা ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي ونَسَبِي

"কিয়ামতের দিন সকল সম্পর্ক ও বংশসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, শুধু আমার সম্পর্ক ও আমার বংশসূত্র ব্যতীত।" [33]

قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

ইমাম আল-হাইসামী রহ. বলেন:

"এটি ইমাম আত-তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।" [34]

---

[32] নূরুদ্দীন আল-হাইসামী (মৃ. ৮০৭ হি.), মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবু 'আলামাতিন নুবুওয়াহ, অধ্যায়: নবী ﷺ-এর বংশমূলের মর্যাদা; হাদীস নং ১৩৮২৪।

[33] সুলাইমান ইবন আহমাদ ইবন আইয়ূব ইবন মুতাইর আল-লাখমী আশ-শামী, আবুল কাসিম আত-তাবারানী (মৃ. ৩৬০ হি.), আল-মু'জামুল কাবীর, খণ্ড ১১, পৃ. ২৪৩, হাদীস নং ১১৬২১; বাবুল 'আইন, ইকরিমা রহ. সূত্রে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে।

[34] মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস নং ১৫২০।

وَلَهُمْ مَسَالِكُ فِيْ وَالِدَيِ الْمُصْطَفَى

মুস্তফা ﷺ-এর পিতা-মাতার বিষয়ে ইমামদের বিভিন্ন মতপন্থা

প্রথম মতপন্থা: তাঁরা উভয়েই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীনের ওপর ছিলেন

আল্লাহ তাআলা আমাদের সাইয়িদ ইবরাহীম ও আমাদের সাইয়িদ ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম সম্পর্কে বলেন:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

“আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা‘বা গৃহের ভিত্তি উঁচু করছিলেন এবং বলছিলেন: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত বান্দা বানান এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও আপনার অনুগত একটি উম্মত সৃষ্টি করুন। আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের বিধানসমূহ দেখিয়ে দিন এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যেই তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ [35]

তাঁরা উভয়ে দুআ করেছিলেন:

1. ﴿وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾

“আর আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত মুসলিম বানান।”

2. ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ أيْ وَاجْعَلْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ

অর্থাৎ: “আর আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে আপনার অনুগত একটি মুসলিম উম্মত সৃষ্টি করুন।”

3. ﴿رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ أيْ وَابْعَثْ فِيْ الأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ رَسُوْلًا مِنْهُمْ

35

- সূরা আল-বাকারা, ২:১২৭–১২৯।
- মাহমূদ মুহাম্মাদ খাত্তাব আস-সুবকী, আল-মানহালুল ‘আযবুল মাওরূদ শারহু সুনানিল ইমাম আবী দাউদ, খণ্ড ৯, পৃ. ১০০; অধ্যায়: কবর যিয়ারত; নবী ﷺ-এর পিতা-মাতাকে কাফির বলার মতের খণ্ডন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের ঈমানের দলিল; প্রকাশক: মাতবা‘আতুল ইস্তিকামাহ, কায়রো, মিসর; প্রথম সংস্করণ, ১৩৫১–১৩৫৩ হি.

অর্থাৎ: "হে আমাদের প্রতিপালক! সেই মুসলিম উম্মতের মধ্যেই তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন।"

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

"নিশ্চয়ই তাদের অধিকাংশের ওপর শাস্তির ফয়সালা অবধারিত হয়ে গেছে; ফলে তারা ঈমান আনবে না।" [36]

فَكَانَ هُنَاكَ مُسْلِمُوْنَ مُؤْمِنُوْنَ، وَلَوْ كَانُوْا قِلَّةً.

সুতরাং সেখানে মুসলিম ও মুমিনগণ বিদ্যমান ছিলেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা অল্প ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

" بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ ".

"আদমসন্তানের সর্বোত্তম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, অবশেষে আমি সেই প্রজন্মে এসেছি, যে প্রজন্মে আমি ছিলাম।" [37]

আবূ নু'আইম রহ. বর্ণনা করেন

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَمْ يَلْتَقِ أَبَوَايَ فِي سِفَاحٍ، لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنَقِّلُنِي مِنْ أَصْلَابٍ طَيِّبَةٍ إِلَى أَرْحَامٍ طَاهِرَةٍ، صَافِيًا، مُهَذَّبًا، لَا تَتَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا

"আমার পিতা-মাতা কখনো ব্যভিচারের মাধ্যমে মিলিত হননি। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমাকে সর্বদা পবিত্র ঔরসসমূহ থেকে পবিত্র মাতৃগর্ভসমূহে স্থানান্তরিত করেছেন—নির্মল ও পরিশুদ্ধ অবস্থায়। যখনই দুটি শাখা বিভক্ত হয়েছে, আমি উভয়ের মধ্যে উত্তম শাখাতেই ছিলাম।" [38]

আল্লাহ তাআলা বলেন

﴿وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾

"একজন মুমিন দাসী একজন মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে।"

﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾

---

[36] সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৭।

[37] সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, অধ্যায়: নবী ﷺ-এর গুণাবলি, হাদীস নং ৩৫৫৭।

[38] আবূ নু'আইম আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন ইসহাক ইবন মূসা ইবন মিহরান আল-আসবাহানী (মৃ. ৪৩০ হি.), দালাইলুন নুবুওয়াহ, পৃ. ৫৭, হাদীস নং ১৫; প্রকাশক: দারুন নাফায়িস, বৈরুত; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.

"আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে। [39]

وَلِإِثْبَاتِ الخَيْرِيَّةِ لِلْحَبِيْبِ ﷺ الَّتِيْ ادَّعَى بِهَا هُوَ نَفْسُه لَا بُدَّ مِنَ التَّسْلِيْمِ أَنَّ وَالِدَيْهِ كَانَ عَلى دِيْنٍ وَإِيْمَانٍ

অতএব, হাবীব ﷺ নিজেই যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করেছেন, সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, তাঁর পিতা-মাতা দ্বীন ও ঈমানের ওপর ছিলেন।

[39] সূরা আল-বাকারা, ২:২২১।

بَيْنَ آدَمَ وَنُوْحٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ

আদম ও নূহ আলাইহিমাস সালামের মধ্যবর্তী সকলেই সত্য শরীয়তের ওপর ছিলেন

ইমাম আল-হাকিম রহ. বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন; ইমাম আয-যাহাবীও তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ بَيْنَ آدَمَ، وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ، فَلَمَّا اخْتَلَفُوا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ فَكَانُوا أُمَّةً وَاحِدَةً.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ عَلى شَرْطِ البُخَارِيِّ

"আদম ও নূহ আলাইহিমাস সালামের মধ্যবর্তী সময় ছিল দশ কুরূন; তাদের সকলেই সত্য শরীয়তের ওপর ছিলেন। অতঃপর যখন তারা মতভেদে লিপ্ত হলো, তখন আল্লাহ নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর কিতাব নাযিল করলেন। এর আগে তারা ছিল এক উম্মত।"

ইমাম আল-হাকিম রহ. বলেন:

"এটি ইমাম আল-বুখারীর শর্ত অনুযায়ী সহীহ হাদীস; তবে আল-বুখারী ও মুসলিম এটি তাঁদের সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেননি।"

ইমাম আয-যাহাবী রহ.ও বলেন: "এটি আল-বুখারীর শর্ত অনুযায়ী।" [40]

আবূ ইয়া'লা রহ. সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার বাণী—

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ قَالَ : عَلَى الْإِسْلَامِ كُلُّهُمْ.

"মানুষ ছিল এক উম্মত।"[41] —এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "তারা সকলেই ইসলামের ওপর ছিল।" [42]

---

[40] আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, আল-মুস্তাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, হাদীস নং ৩৬৫৪ ও ৪০০৯; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.

[41] সূরা আল-বাকারা, ২:২১৩।

[42] আবূ ইয়া'লা আহমাদ ইবন আলী ইবন আল-মুসান্না ইবন ইয়াহইয়া ইবন ঈসা ইবন হিলাল আত-তামীমী আল-মাওসিলী (মৃ. ৩০৭ হি.), মুসনাদু আবী ইয়া'লা, হাদীস নং ২৬০৬, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৭৩; প্রকাশক: দারুল মা'মূন লিত তুরাস, দামেস্ক; প্রথম সংস্করণ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.; মোট খণ্ড: ১৩।

إِلَى زَمَنِ نَمْرُوْد على الإِسْلَامِ:

নমরূদের [43] যুগ পর্যন্ত ইসলামের ওপর

ইবন সা'দ *আত-তাবাকাত*-এ আল-কালবী সূত্রে আবূ সালিহ থেকে, তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন:

أَنَّ نُوحًا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا هَبَطَ مِنَ السَّفِينَةِ هَبَطَ إِلَى قَرْيَةٍ فَبَنَى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بَيْتًا فَسُمِّيَتْ سُوقَ الثَّمَانِينَ فَغَرِقَ بَنُو قَابِيلَ كُلُّهُمْ، وَمَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى آدَمَ مِنَ الْآبَاءِ كَانُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا ضَاقَتْ بِهِمْ سُوقُ الثَّمَانِينَ تَحَوَّلُوا إِلَى بَابِلَ فَبَنَوْهَا فَكَثُرُوا بِهَا حَتَّى بَلَغُوا مِائَةَ أَلْفٍ وَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَزَالُوا عَلَى الْإِسْلَامِ وَهُمْ بِبَابِلَ حَتَّى مَلَكَهُمْ نمروذ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح، فَدَعَاهُمْ نمروذ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَفَعَلُوا، هَذَا لَفْظُ هَذَا الْأَثَرِ

নূহ আলাইহিস সালাম যখন নৌকা থেকে অবতরণ করলেন, তখন তিনি একটি জনপদে নামলেন। তাঁদের প্রত্যেকে সেখানে একটি করে ঘর নির্মাণ করলেন। ফলে স্থানটির নাম হলো "সূকুস সামানীন" (আশিজনের বাজার)।

কাবীলের সকল বংশধরই প্লাবনে ডুবে গিয়েছিল। আর নূহ আলাইহিস সালাম থেকে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল পূর্বপুরুষ ইসলামের ওপর ছিলেন।

পরে যখন "সূকুস সামানীন" তাঁদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তখন তাঁরা বাবিলে স্থানান্তরিত হয়ে তা নির্মাণ করলেন। সেখানে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এক লাখে পৌঁছল, এবং তাঁরা তখনও ইসলামের ওপর ছিলেন।

তাঁরা বাবিলে অবস্থানকালেও ইসলামের ওপরই ছিলেন, যতক্ষণ না তাঁদের ওপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে নমরূদ ইবন কূশ ইবন কিন'আন ইবন হাম ইবন নূহ। এরপর নমরূদ তাদেরকে মূর্তিপূজার দিকে আহ্বান করল এবং তারা তা গ্রহণ করল।

এটাই এই আসারের মূল শব্দবিন্যাস। [44]

---

[43] নমরূদ মানুষকে মূর্তিপূজার দিকে আহ্বান করেছিল; সে নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

[44]

- আবদুর রহমান ইবন আবী বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া, খণ্ড ২, পৃ. ২৫৮; প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর, বৈরুত, লেবানন; ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.
- মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন মানী' আয-যুহরী (মৃ. ২৩০ হি.), আত-তাবাকাতুল কুবরা, খণ্ড ১, পৃ. ২৭; প্রকাশক: মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর; প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.

مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى زَمَانِ عمرو

عَمْرو بْنُ لُحَيِّ أَوَّلُ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَ إِبْرَاهِيْمَ

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে ‘আমর ইবন লুহাইয়ের যুগ পর্যন্ত [45]

‘আমর ইবন লুহাই ছিল ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীন সর্বপ্রথম পরিবর্তনকারী

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী ﷺ বলেছেন:

" رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيِّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ "

“আমি ‘আমর ইবন ‘আমির ইবন লুহাই আল-খুযাঈকে জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি। আর সেই-ই সর্বপ্রথম ‘সাওয়াইব’ প্রথা চালু করেছিল।” [46]

উরওয়া রহ. থেকে বর্ণিত, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

" رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجُرُّ قُصْبَهُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ".

“আমি জাহান্নামকে দেখেছি—তার একাংশ অপর অংশকে চূর্ণ করছে। আর আমি ‘আমরকে দেখেছি, সে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে-ই সর্বপ্রথম ‘সাওয়াইব’ প্রথা চালু করেছিল।” [47]

ইমাম সুয়ূতী রহ.-এর বক্তব্যের আলোচনায় এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

---

[45] ‘আমর ইবন লুহাই ইবন কুম‘আহ ইবন খিন্দিফ—সে-ই সর্বপ্রথম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীন পরিবর্তন করেছিল। সে নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

[46] সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, অধ্যায়: খুযা‘আ গোত্রের ঘটনা, হাদীস নং ৩৫২১।

[47] সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, অধ্যায়: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾, হাদীস নং ৪৬২৪; আরও দেখুন: হাদীস নং ৪৬২৩। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল কুসূফ, হাদীস নং ৯০১।

آبَاءُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى زَمَانِ عمرو

নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষগণ: ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে ‘আমর ইবন লুহাইয়ের যুগ পর্যন্ত [48]

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন

ثُمَّ اسْتَمَرَّ التَّوْحِيدُ فِي وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، قَالَ الشهرستاني فِي الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ :كَانَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ قَائِمًا، وَالتَّوْحِيدُ فِي صَدْرِ الْعَرَبِ شَائِعًا، وَأَوَّلُ مَنْ غَيَّرَهُ وَاتَّخَذَ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ عمرو بن لحي،

قُلْتُ :وَقَدْ صَحَّ بِذَلِكَ الْحَدِيثُ، أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ عمرو بن عامر الخزاعي يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ.

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أحمد فِي مَسْنَدِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَعَبَدَ الْأَصْنَامَ أبو خزاعة عمرو بن عامر، وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ فِي النَّارِ.

وَأَخْرَجَ ابن إسحاق وَابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يَجُرُّ قُصْبَهُ بِالنَّارِ، إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ ،

وَلَفْظُ ابن إسحاق " :أَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِسْمَاعِيلَ " وَنَصَبَ الْأَوْثَانَ وَبَحَرَ الْبَحِيرَةَ وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ وَوَصَلَ الْوَصِيلَةَ وَحَمَى الْحَامِيَ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى،

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ :كَانَ النَّاسُ بَعْدَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِالشَّيْءِ يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي التَّلْبِيَةِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، قَالَ: فَمَا زَالَ حَتَّى أَخْرَجَهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الشِّرْكِ،

قَالَ السهيلي فِي الرَّوْضِ الْأُنُفِ:

كَانَ عمرو بن لحي حِينَ غَلَبَتْ خُزَاعَةُ عَلَى الْبَيْتِ وَنَفَتْ جُرْهُمَ عَنْ مَكَّةَ قَدْ جَعَلَتْهُ الْعَرَبُ رَبًّا لَا يَبْتَدِعُ لَهُمْ بِدْعَةً إِلَّا اتَّخَذُوهَا شِرْعَةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ وَيَكْسُو فِي الْمَوْسِمِ،

وَقَدْ ذَكَرَ ابن إسحاق:

أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ الْأَصْنَامَ الْحَرَمَ وَحَمَلَ النَّاسَ عَلَى عِبَادَتِهَا، وَكَانَتِ التَّلْبِيَةُ مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، حَتَّى كَانَ عمرو بن لحي، فَبَيْنَمَا هُوَ يُلَبِّي تَمَثَّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ شَيْخٍ يُلَبِّي مَعَهُ، فَقَالَ عمرو: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَقَالَ الشَّيْخُ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عمرو وَقَالَ: وَمَا هَذَا؟ فَقَالَ الشَّيْخُ: قُلْ: تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَذَا، فَقَالَهَا عمرو وَدَانَتْ بِهَا الْعَرَبُ، انْتَهَى كَلَامُ السهيلي،

এরপর ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালামের বংশধরদের মধ্যে তাওহীদ অব্যাহত ছিল। ইমাম আশ-শাহরাস্তানী *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল* গ্রন্থে বলেন:

---

[48] ‘আমর ইবন লুহাই ইবন কুম‘আহ ইবন খিন্দিফ—সে-ই সর্বপ্রথম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীন পরিবর্তন করেছিল। সে নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

"ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আরবদের মধ্যে তাওহীদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তা পরিবর্তন করে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায়, সে হলো 'আমর ইবন লুহাই।"

আমি বলি: এ বিষয়ে সহীহ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আল-বুখারী ও ইমাম মুসলিম আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আমি 'আমর ইবন 'আমির আল-খুযাঈকে জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি। সে-ই সর্বপ্রথম 'সাওয়াইব' প্রথা চালু করেছিল।"

ইমাম আহমদ তাঁর *মুসনাদ*-এ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন:

"সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি 'সাওয়াইব' প্রথা চালু করেছিল এবং মূর্তিপূজা করেছিল, সে হলো খুযা'আর পূর্বপুরুষ 'আমর ইবন 'আমির। আমি তাকে জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি।"

ইবন ইসহাক এবং ইবন জারীর তাঁর *তাফসীর*-এ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আমি 'আমর ইবন লুহাই ইবন কুম'আহ ইবন খিন্দিফকে জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি। সে-ই সর্বপ্রথম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীন পরিবর্তন করেছিল।"

ইবন ইসহাকের শব্দ হলো:

"সে-ই সর্বপ্রথম ইসমাঈল আলাইহিস সালামের দ্বীন পরিবর্তন করেছিল।"

সে মূর্তি স্থাপন করেছিল, বাহীরা প্রথা চালু করেছিল, সায়িবা ছেড়ে দিত, ওয়াসীলা নির্ধারণ করত এবং হামি প্রথার প্রচলন করেছিল। এ বর্ণনার আরেকটি সূত্রও রয়েছে।

ইমাম আল-বাযযার তাঁর *মুসনাদ*-এ সহীহ সনদে বর্ণনা করেন

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পর মানুষ ইসলামের ওপরই ছিল। শয়তান নানা কথা বলে তাদের ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। একপর্যায়ে সে তাদের তালবিয়ায় এই বাক্য প্রবেশ করিয়ে দেয়:

'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা ইল্লা শারীকুন হুয়া লাকা, তামলিকুহু ওয়া মা মালাক।'

অর্থাৎ: 'হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির। আপনার কোনো শরীক নেই—তবে এমন এক শরীক আছে, যে আপনারই; আপনি তার এবং তার মালিকানাধীন সবকিছুর মালিক।'

শয়তান এভাবে ক্রমাগত তাদের বিভ্রান্ত করতে থাকে, অবশেষে ইসলাম থেকে শিরকের দিকে বের করে নিয়ে যায়।"

ইমাম আস-সুহাইলী *আর-রাওদুল উনুফ*-এ বলেন

'আমর ইবন লুহাইয়ের সময়ে খুযা'আ গোত্র যখন কা'বা শরীফের কর্তৃত্ব লাভ করে এবং জুরহুমকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করে, তখন আরবরা 'আমর ইবন লুহাইকে এমনভাবে মান্য করত যে, সে তাদের জন্য কোনো নতুন প্রথা চালু করলে তারা সেটিকেই ধর্মীয় বিধান হিসেবে গ্রহণ করত। কারণ হজের মৌসুমে সে লোকদের খাবার খাওয়াত এবং পোশাক দান করত।

ইবন ইসহাক উল্লেখ করেছেন

সে-ই সর্বপ্রথম হারাম শরীফে মূর্তি প্রবেশ করায় এবং মানুষকে সেগুলোর ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করে। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে তালবিয়া ছিল:

"লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা শারীকা লাকা লাব্বাইক।"

অর্থাৎ: "হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির; আপনার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির।"

এভাবে চলতে থাকে, যতক্ষণ না 'আমর ইবন লুহাইয়ের যুগ আসে।

একদিন সে তালবিয়া পাঠ করছিল। তখন শয়তান এক বৃদ্ধের আকৃতিতে তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে তালবিয়া পড়তে লাগল।

'আমর বলল: "লাব্বাইক, লা শারীকা লাকা।" "আমি হাজির; আপনার কোনো শরীক নেই।"

তখন সেই বৃদ্ধ বলল:

"ইল্লা শারীকান হুয়া লাকা।" "তবে এমন এক শরীক, যে আপনারই।"

'আমর এ কথা অস্বীকার করে বলল: "এ আবার কী?"

তখন বৃদ্ধ বলল:

"বল: তামলিকুহু ওয়া মা মালাক—আপনি তার এবং তার মালিকানাধীন সবকিছুর মালিক। এতে কোনো অসুবিধা নেই।"

তখন 'আমর সে বাক্য উচ্চারণ করল এবং পরবর্তীতে আরবরাও তা গ্রহণ করে নিল।

এ পর্যন্তই ইমাম আস-সুহাইলীর বক্তব্য।

وَقَالَ الْحَافِظُ عماد الدين بن كثير فِي تَارِيخِهِ:

كَانَتِ الْعَرَبُ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَنْ وَلِيَ عمرو بن عامر الخزاعي مَكَّةَ وَانْتَزَعَ وِلَايَةَ الْبَيْتِ مِنْ أَجْدَادِ النَّبِيِّ، ﷺ ، فَأَحْدَثَ عمرو الْمَذْكُورُ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ، وَشَرَعَ لِلْعَرَبِ الضَّلَالَاتِ مَنِ السَّوَائِبِ وَغَيْرِهَا، وَزَادَ فِي التَّلْبِيَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، قَوْلَهُ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ، وَتَبِعَتْهُ الْعَرَبُ عَلَى الشَّرْطِ فَشَابَهُوا بِذَلِكَ قَوْمَ نُوحٍ وَسَائِرَ الْأُمَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَفِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ بَقَايَا مِنْ دِينِ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَتْ مُدَّةُ وِلَايَةِ خُزَاعَةَ عَلَى الْبَيْتِ ثَلَاثَمِائَةِ سَنَةٍ، وَكَانَتْ وِلَايَتُهُمْ مَشْئُومَةً إِلَى أَنْ جَاءَ قصي جَدُّ النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَاتَلَهُمْ وَاسْتَعَانَ عَلَى حَرْبِهِمْ بِالْعَرَبِ وَانْتَزَعَ وِلَايَةَ الْبَيْتِ مِنْهُمْ، إِلَّا أَنَّ الْعَرَبَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَرْجِعْ عَمَّا كَانَ أَحْدَثَهُ لَهَا عمرو الخزاعي مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ رَأَوْا ذَلِكَ دِينًا فِي نَفْسِهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُغَيَّرَ. انْتَهَى.

فَثَبَتَ أَنَّ آبَاءَ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى زَمَانِ عمرو الْمَذْكُورِ كُلَّهُمْ مُؤْمِنُونَ بِيَقِينٍ

হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে বলেন

আরবরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীনের ওপরই ছিল, যতক্ষণ না 'আমর ইবন 'আমির আল-খুযাঈ মক্কার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধান ছিনিয়ে নেয়।

এরপর উক্ত 'আমর মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায় এবং আরবদের মধ্যে সায়িবা প্রথাসহ বিভিন্ন ভ্রান্ত রীতি চালু করে। সে তালবিয়ার এই অংশ—

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ "আমি হাজির; আপনার কোনো শরীক নেই।" —এর পরে আরও যোগ করে:

إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ "তবে এমন এক শরীক আছে, যে আপনারই; আপনি তার এবং তার মালিকানাধীন সবকিছুর মালিক।"

সে-ই সর্বপ্রথম এ কথা বলেছিল। পরে আরবরাও শিরকের এ প্রথায় তার অনুসরণ করে। ফলে এ ক্ষেত্রে তারা নূহ আলাইহিস সালামের জাতি ও পূর্ববর্তী অন্যান্য জাতির অনুরূপ হয়ে যায়। তবে এর মধ্যেও তাদের মধ্যে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীনের কিছু অবশিষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান ছিল।

কা'বা শরীফের ওপর খুযা'আ গোত্রের কর্তৃত্ব প্রায় তিনশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তাদের এ কর্তৃত্ব ছিল অশুভ। অবশেষে নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষ কুসাই আগমন করেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং এ যুদ্ধে আরবদের সহযোগিতা নেন। এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধান পুনরুদ্ধার করেন।

কিন্তু এরপরও আরবরা 'আমর আল-খুযাঈ কর্তৃক প্রবর্তিত মূর্তিপূজা ও অন্যান্য রীতি থেকে ফিরে আসেনি। কারণ তারা সেগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে দ্বীনের অংশ বলে মনে করত এবং মনে করত যে, এগুলো পরিবর্তন করা উচিত নয়।

ইবন কাসীর রহ.-এর বক্তব্য এখানেই শেষ।

অতএব প্রমাণিত হলো যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে উক্ত 'আমরের যুগ পর্যন্ত নবী ﷺ-এর সকল পূর্বপুরুষ নিশ্চিতভাবেই মুমিন ছিলেন। [49]

[49] আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া, খণ্ড ২, পৃ. ২৬০–২৬১।

দ্বিতীয় বিষয়

آبَاءُ النَّبِيِّ ﷺ

مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى كعب بن لؤي كَانُوا كُلُّهُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ

নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষগণ

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে কা'ব ইবন লুআই পর্যন্ত সকলেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীনের ওপর ছিলেন

مِمَّا يُنْتَصَرُ بِهِ لِهَذَا الْمَسْلَكِ، آيَاتٌ وَآثَارٌ وَرَدَتْ فِي ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَعَقِبِهِ،

الْآيَةُ الْأُولَى:

وَهِيَ أَصْرَحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ [الزخرف: ٢٦ - ٢٨]

أَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ [الزخرف: ٢٨] قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بَاقِيَةً فِي عَقِبِ إِبْرَاهِيمَ،

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وابن المنذر عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ [الزخرف: ٢٨] قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا يونس عَنْ شيبان عَنْ قَتَادَةَ فِ قَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ [الزخرف: ٢٨] قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالتَّوْحِيدُ، لَا يَزَالُ فِي ذُرِّيَّتِهِ مَنْ يَقُولُهَا مِنْ بَعْدِهِ،

وَقَالَ عبد الرزاق فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ معمر عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ [الزخرف: ٢٨] قَالَ: الْإِخْلَاصُ وَالتَّوْحِيدُ، لَا يَزَالُ فِي ذُرِّيَّتِهِ مَنْ يُوَحِّدُ اللَّهَ وَيَعْبُدُهُ، أَخْرَجَهُ ابن المنذر ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي الْآيَةِ فِي عَقِبِ إِبْرَاهِيمَ: فَلَمْ يَزَلْ بَعْدُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ مَنْ يُوَحِّدُ اللَّهَ وَيَعْبُدُهُ، أَخْرَجَهُ ابن المنذر، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي الْآيَةِ فِي عَقِبِ إِبْرَاهِيمَ: فَلَمْ يَزَلْ بَعْدُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: وَقَوْلٌ آخَرُ: فَلَمْ يَزَلْ نَاسٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ،

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْآيَةِ قَالَ: الْعَقِبُ وَلَدُهُ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ وَأَوْلَادُ الذُّكُورِ. وَأَخْرَجَ عَنْ عطاء قَالَ: الْعَقِبُ وَلَدُهُ وَعَصَبَتُهُ.

এই মতপন্থাকে সমর্থনকারী দলিলগুলোর মধ্যে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর ও উত্তরসূরিদের সম্পর্কে বর্ণিত কয়েকটি আয়াত ও আসার রয়েছে।

প্রথম আয়াত

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট হলো আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۝ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۝ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾

"আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও তাঁর জাতিকে বলেছিলেন: তোমরা যাদের ইবাদত কর, আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ব্যতীত। নিশ্চয়ই তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। আর তিনি এ বাণীকে তাঁর বংশধরদের মধ্যে স্থায়ী বাণী হিসেবে রেখে দিয়েছেন।" —সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:২৬–২৮

আবদ ইবন হুমাইদ তাঁর *তাফসীর*-এ নিজ সনদে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী— ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ —এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—এ বাণী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকবে।"

আবদ ইবন হুমাইদ, ইবন জারীর ও ইবনুল মুনযির মুজাহিদ রহ. থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

আবদ ইবন হুমাইদ বলেন: আমাদেরকে ইউনুস, তিনি শাইবান থেকে, তিনি কাতাদাহ রহ. থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী— ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ —এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

"এটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য ও তাওহীদ। তাঁর পরে তাঁর বংশধরদের মধ্যে সর্বদা এমন লোক থাকবে, যারা এ বাণী উচ্চারণ করবে।"

আবদুর রাযযাক তাঁর *তাফসীর*-এ মা'মার সূত্রে কাতাদাহ রহ. থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

"এটি ইখলাস ও তাওহীদ। তাঁর বংশধরদের মধ্যে সর্বদা এমন লোক থাকবে, যারা আল্লাহর তাওহীদ স্বীকার করবে এবং তাঁর ইবাদত করবে।"

ইবনুল মুনযিরও এটি বর্ণনা করেছেন।

এরপর ইবন জুরাইজ উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন:

"ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্যে তাঁর পরেও সর্বদা এমন কেউ না কেউ ছিল, যে আল্লাহর তাওহীদ স্বীকার করত এবং তাঁর ইবাদত করত।"

ইবনুল মুনযির এটি বর্ণনা করেছেন।

ইবন জুরাইজ আরও বলেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের সম্পর্কে এ আয়াতের অর্থ:

"তাঁর বংশধরদের মধ্যে সর্বদা এমন লোক ছিল, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত।"

আরেকটি ব্যাখ্যায় তিনি বলেন:

"তাঁর বংশধরদের মধ্যে সর্বদা কিছু লোক ফিতরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকবে—কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত।"

আবদ ইবন হুমাইদ আয-যুহরী রহ. থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

"'আকিব' অর্থ তাঁর ছেলে-মেয়ে এবং তাঁর পুত্রদের সন্তানরা।"

তিনি আতা রহ. থেকেও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

"আকিব' অর্থ তাঁর সন্তানসন্ততি ও তাঁর পিতৃবংশীয় আত্মীয়গণ।"

দ্বিতীয় আয়াত

আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥] أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لِإِبْرَاهِيمَ دَعْوَتَهُ فِي وَلَدِهِ فَلَمْ يَعْبُدْ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ صَنَمًا بَعْدَ دَعْوَتِهِ، وَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَجَعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَرَزَقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَجَعَلَهُ إِمَامًا وَجَعَلَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَنْ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ اسْتَوْحَشَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي قِصَّةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ لِآدَمَ فِي حَقِّ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ -: وَأَجْعَلُهُ أُمَّةً وَاحِدًا قَانِتًا بِأَمْرِي دَاعِيًا إِلَى سَبِيلِي، أَجْتَبِيهِ وَأَهْدِيهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، أُسْتَجِيبُ دَعْوَتَهُ فِي وَلَدِهِ وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأُشَفِّعُهُ فِيهِمْ وَأَجْعَلُهُمْ أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ وَوُلَاتَهُ وَحُمَاتَهُ، الْحَدِيثَ.

"আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বলেছিলেন: হে আমার প্রতিপালক! এ নগরীকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।" —সূরা ইবরাহীম, ১৪:৩৫

ইবন জারীর তাঁর *তাফসীর*-এ মুজাহিদ রহ. থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

"আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ দুআ তাঁর সন্তানদের ব্যাপারে কবুল করেছিলেন। ফলে তাঁর এ দুআর পর তাঁর সন্তানদের কেউ মূর্তিপূজা করেনি। আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করেছেন, এ নগরীকে নিরাপদ করেছেন, তার অধিবাসীদের ফলমূলের রিযিক দিয়েছেন, তাঁকে ইমাম বানিয়েছেন এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে এমন লোক রেখেছেন, যারা সালাত কায়েম করে।"

ইমাম আল-বাইহাকী *শু'আবুল ঈমান*-এ ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আদম আলাইহিস সালামকে যখন পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হলো, তখন তিনি নিঃসঙ্গতা অনুভব করলেন। এরপর তিনি বাইতুল হারামের ঘটনা নিয়ে দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেন। সেখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদম আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছে:

"আমি তাঁকে একাই একটি উম্মত বানাব, আমার আদেশের অনুগত এবং আমার পথের দিকে আহ্বানকারী করব। আমি তাঁকে মনোনীত করব এবং সরল পথে পরিচালিত করব। তাঁর সন্তান ও পরবর্তী বংশধরদের ব্যাপারে তাঁর দুআ কবুল করব, তাঁদের বিষয়ে তাঁর শাফা'আত গ্রহণ করব এবং তাঁদেরকে এ ঘরের অধিবাসী, তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক বানাব।"

هَذَا الْأَثَرُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ مُجَاهِدٍ الْمَذْكُورِ آنِفًا، وَلَا شَكَّ أَنَّ وِلَايَةَ الْبَيْتِ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِأَجْدَادِ النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَنِ انْتَزَعَهَا مِنْهُمْ عمرو الخزاعي، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِمْ، فَعُرِفَ أَنَّ كُلَّ مَا ذُكِرَ عَنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ سِلْسِلَةُ الْأَجْدَادِ الشَّرِيفَةِ الَّذِينَ خُصُّوا بِالِاصْطِفَاءِ، وَانْتَقَلَ إِلَيْهِمْ نُورُ النُّبُوَّةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، فَهُمْ أَوْلَى بِأَنْ يَكُونُوا هُمُ الْبَعْضَ الْمُشَارَ إِلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ: {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [إبراهيم: ٤٠] وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ عَبَدَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

الْأَصْنَامَ، قَالَ: لَا، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم: ٣٥] قِيلَ: فَكَيْفَ لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُ إِسْحَاقَ وَسَائِرُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ دَعَا لِأَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ أَنْ لَا يَعْبُدُوا، إِذَا أَسْكَنَهُمْ إِيَّاهُ

فَقَالَ: {اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا} [إبراهيم: ٣٥] وَلَمْ يَدْعُ لِجَمِيعِ الْبَلَدِ بِذَلِكَ فَقَالَ: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم: ٣٥] فِيهِ، وَقَدْ خَصَّ أَهْلَهُ وَقَالَ: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [إبراهيم: ٣٧] فَانْظُرْ إِلَى هَذَا الْجَوَابِ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَهُوَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَهُوَ شَيْخُ إِمَامِنَا الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

এই আসারটি পূর্বে উল্লিখিত মুজাহিদ রহ.-এর বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধান বিশেষভাবে নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের মধ্যেই পরিচিত ছিল, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অন্যান্য বংশধরদের মধ্যে নয়—যতক্ষণ না 'আমর আল-খুযাঈ তা তাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়; এরপর তা আবার তাঁদের কাছেই ফিরে আসে।

সুতরাং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তার সর্বাধিক উপযুক্ত দাবিদার হলেন সেই সম্মানিত পূর্বপুরুষদের ধারাবাহিক বংশমালা, যাঁরা বিশেষ নির্বাচন লাভ করেছিলেন এবং যাঁদের মধ্যে নবুওয়াতের নূর একের পর এক স্থানান্তরিত হয়েছিল। অতএব, আল্লাহ তাআলার বাণী—﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও।" —সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪০

—এ যে বংশধরদের ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত তাঁরাই।

ইবন আবী হাতিম সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

"ইসমাঈল আলাইহিস সালামের সন্তানদের কেউ কি মূর্তিপূজা করেছিল?"

তিনি বলেন:

"না। তুমি কি আল্লাহ তাআলার এই বাণী শোননি—﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ 'আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন'?"

তাঁকে বলা হলো:

"তাহলে ইসহাক আলাইহিস সালামের সন্তান এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অন্যান্য বংশধর এতে অন্তর্ভুক্ত হলো না কেন?"

তিনি বলেন:

"কারণ তিনি এ নগরীর অধিবাসীদের জন্য দুআ করেছিলেন—তাঁরা যেন মূর্তিপূজা না করেন—যখন তিনি তাঁদের এ নগরীতে বসবাস করিয়েছিলেন।"

এ কারণেই তিনি বলেছেন: ﴿اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ "এ নগরীকে নিরাপদ করুন।"

তিনি সকল নগরীর জন্য এ দুআ করেননি। বরং এই নগরীর প্রসঙ্গে বলেছেন:

﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ "আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।"

তিনি এ নগরীর অধিবাসীদের বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন:

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট অনাবাদি উপত্যকায় বসবাস করিয়েছি—হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা সালাত কায়েম করে।" —সূরা ইবরাহীম, ১৪:৩৭

সুতরাং সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ রহ.-এর এই জবাবটি লক্ষ্য করুন। তিনি ছিলেন মুজতাহিদ ইমামদের অন্যতম এবং আমাদের ইমাম, ইমাম আশ-শাফিঈ রহ.-এর শায়খ। আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

তৃতীয় আয়াত

قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [إبراهيم: ٤٠] أَخْرَجَ ابن المنذر عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ: {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [إبراهيم: ٤٠] قَالَ: فَلَنْ يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ نَاسٌ عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ،

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বক্তব্য হিসেবে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও।" —সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪০

ইবনুল মুনযির ইবন জুরাইজ রহ. থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্যে সর্বদা এমন কিছু লোক থাকবে, যারা ফিতরাতের ওপর থেকে আল্লাহর ইবাদত করবে।"

آيَةٌ رَابِعَةٌ: أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَتْ سارة لَمَّا بَشَّرَتْهَا الْمَلَائِكَةُ: {قَالَتْ يَاوَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ} [هود: ٧٢] فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَرُدُّ عَلَى سارة: {أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ} [هود: ٧٣] قَالَ: فَهُوَ كَقَوْلِهِ: {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ} [الزخرف: ٢٨] مُحَمَّدٌ وَآلُهُ مِنْ عَقِبِ إِبْرَاهِيمَ دَاخِلٌ فِي ذَلِكَ.

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن حبيب فِي تَارِيخِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

كَانَ عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَلَا تَذْكُرُوهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى أَرْمِيَا أَنِ اذْهَبْ إِلَى بخت نصر فَأَعْلِمْهُ أَنِّي قَدْ سَلَّطْتُهُ عَلَى الْعَرَبِ، وَأَمَرَ اللَّهُ أَرْمِيَا أَنْ يَحْتَمِلَ مَعَهُ معد بن عدنان عَلَى الْبُرَاقِ كَيْ لَا تُصِيبَهُ النِّقْمَةُ؛ فَإِنِّي مُسْتَخْرِجٌ مِنْ صُلْبِهِ نَبِيًّا كَرِيمًا أَخْتِمُ بِهِ الرُّسُلَ، فَفَعَلَ أَرْمِيَا ذَلِكَ، وَاحْتَمَلَ مَعَدٌّ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ، فَنَشَأَ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثُمَّ عَادَ بَعْدَ أَنْ هَدَأَتِ الْفِتَنُ، وَأَخْرَجَ ابن سعد فِي الطَّبَقَاتِ مِنْ مُرْسَلِ عبد الله بن خالد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ («لَا تَسُبُّوا مضر فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ») وَقَالَ السهيلي فِي الرَّوْضِ الْأُنُفِ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ: «لَا تَسُبُّوا مضر وَلَا ربيعة فَإِنَّهُمَا كَانَا مُؤْمِنَيْنِ» .

قُلْتُ: وَقَفْتُ عَلَيْهِ مُسْنَدًا فَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفَ بْنِ حَيَّانَ الْمَعْرُوفُ بوكيع فِي كِتَابِ الْغُرَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي ثَنَا أبو يعقوب الشعراني ثَنَا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثَنَا عثمان بن قايد عَنْ يحيى بن طلحة بن عبيد الله عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: لَا تَسُبُّوا ربيعة وَلَا مضر فَإِنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ.

وَأَخْرَجَ بِسَنَدِهِ عَنْ عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: لَا تَسُبُّوا تميما وضبة فَإِنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ
وَأَخْرَجَ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ : لَا تَسُبُّوا قسا فَإِنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا.

ثُمَّ قَالَ السهيلي: وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: لَا تَسُبُّوا إلياس فَإِنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا.

وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ فِي صُلْبِهِ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ - ﷺ - بِالْحَجِّ، قَالَ: وكعب بن لؤي أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ يَوْمَ الْعَرُوبَةِ، وَقِيلَ: هُوَ أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا الْجُمُعَةَ، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَجْتَمِعُ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَيَخْطُبُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ بِمَبْعَثِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَيُعَلِّمُهُمْ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِهِ وَيَأْمُرُهُمْ بِاتِّبَاعِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ، وَيُنْشِدُهُمْ فِي هَذَا أَبْيَاتًا، مِنْهَا قَوْلُهُ:

يَا لَيْتَنِي شَاهِدًا فحواء دَعْوَتِهِ ... إِذَا قُرَيْشٌ تَبْغِي الْحَقَّ خِذْلَانَا

قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ كعب فِي كِتَابِ " الْأَعْلَامِ " لَهُ، انْتَهَى.

قُلْتُ: هَذَا الْخَبَرُ أَخْرَجَهُ أبو نعيم فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَفِي آخِرِهِ: وَكَانَ بَيْنَ مَوْتِ كعب وَمَبْعَثِ النَّبِيِّ - ﷺ - خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ وَسِتُّونَ سَنَةً، وَالْمَاوَرْدِيُّ الْمَذْكُورُ هُوَ أَحَدُ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ صَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ، لَهُ كِتَابُ " أَعْلَامُ النُّبُوَّةِ " فِي مُجَلَّدٍ كَثِيرِ الْفَوَائِدِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ وَسَأَنْقُلُ مِنْهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ.

فَحَصَلَ مِمَّا أَوْرَدْنَاهُ أَنَّ آبَاءَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى كعب بن لؤي كَانُوا كُلُّهُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ، وَوَلَدُ كعب مرة، الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ آبَاهُ أَوْصَاهُ بِالْإِيمَانِ، وَبَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عبد المطلب أَرْبَعَةُ آبَاءٍ وَهُمْ: كلاب، وقصي، وعبد مناف، وهاشم، وَلَمْ أَظْفَرْ فِيهِمْ بِنَقْلٍ لَا بِهَذَا وَلَا بِهَذَا

চতুর্থ আয়াত
আবূ আশ-শাইখ তাঁর তাফসীরে যায়দ ইবন আলী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন ফেরেশতাগণ সারা আলাইহাস সালামকে সুসংবাদ দিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন:
﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ "তিনি বললেন: হায় আমার বিস্ময়! আমি কি সন্তান প্রসব করব, অথচ আমি বৃদ্ধা এবং আমার স্বামীও বৃদ্ধ? নিশ্চয়ই এটি এক আশ্চর্য ব্যাপার।" —সূরা হূদ, ১১:৭২

তখন ফেরেশতাগণ সারা আলাইহাস সালামকে উত্তরে বললেন:

﴿أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ "তুমি কি আল্লাহর আদেশে বিস্মিত হচ্ছ? হে আহলে বাইত! তোমাদের ওপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।" —সূরা হূদ, ১১:৭৩

তিনি বলেন, এটি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর অনুরূপ:

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ "আর তিনি একে তাঁর বংশধরদের মধ্যে স্থায়ী বাণী হিসেবে রেখে দিয়েছেন।" —সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:২৮

মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর; অতএব তাঁরাও এর অন্তর্ভুক্ত।

ইবন হাবীব তাঁর *তারীখ*-এ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

"আদনান, মা'দ, রাবী'আহ, মুদার, খুযাইমা ও আসাদ—তাঁরা সকলেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের ওপর ছিলেন। অতএব তাঁদের সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু বলো না।"

আবূ জা'ফর আত-তাবারী ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা আরমিয়াকে ওহী করেছিলেন—বুখত নাসরের কাছে গিয়ে তাকে জানাও যে, আমি তাকে আরবদের ওপর কর্তৃত্ব দিয়েছি। আর আল্লাহ আরমিয়াকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন মা'দ ইবন আদনানকে নিজের সঙ্গে বুরাকে বহন করে নিয়ে যান, যাতে আযাব তাকে স্পর্শ না করে। কারণ আল্লাহ বলেন:

"আমি তার ঔরস থেকে এক সম্মানিত নবী প্রকাশ করব, যাঁর মাধ্যমে রাসূলগণের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করব।"

অতঃপর আরমিয়া তা-ই করলেন এবং মা'দকে শাম দেশে নিয়ে গেলেন। তিনি সেখানে বনূ ইসরাঈলের সঙ্গে বেড়ে ওঠেন। পরে ফিতনা প্রশমিত হলে তিনি ফিরে আসেন।

ইবন সা'দ *আত-তাবাকাত*-এ আবদুল্লাহ ইবন খালিদের মুরসাল বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"মুদারকে গালি দিও না; কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।"

আস-সুহাইলী *আর-রাওদুল উনুফ*-এ বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন:

"মুদার ও রাবী'আহকে গালি দিও না; কারণ তারা উভয়েই মুমিন ছিল।"

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন:

আমি এ বর্ণনাটি সনদসহ পেয়েছি। আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন খালাফ ইবন হাইয়্যান, যিনি ওকী' নামে পরিচিত, *আল-গুরার মিনাল আখবার* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে ইসহাক ইবন দাউদ ইবন ঈসা আল-মারওয়াযী বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ ইয়াকূব আশ-শা'রানী থেকে, তিনি সুলাইমান ইবন আবদুর রহমান আদ-দিমাশকী থেকে, তিনি উসমান ইবন কায়িদ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবন তালহা ইবন উবাইদিল্লাহ থেকে, তিনি ইসমাঈল ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবন আবী বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন:

"রাবী'আহ ও মুদারকে গালি দিও না; কারণ তারা উভয়েই মুসলিম ছিল।"

তিনি নিজ সনদে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে আরও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"তামীম ও দাব্বাহকে গালি দিও না; কারণ তারা উভয়েই মুসলিম ছিল।"

এবং তিনি নিজ সনদে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"কুসাইকে গালি দিও না; কারণ সে মুসলিম ছিল।"

এরপর আস-সুহাইলী বলেন:

নবী ﷺ থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে:

"ইলইয়াসকে গালি দিও না; কারণ তিনি মুমিন ছিলেন।"

আর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর ঔরসে নবী ﷺ-এর হজের তালবিয়ার ধ্বনি শোনা যেত।

তিনি আরও বলেন, কা'ব ইবন লুআই-ই সর্বপ্রথম ইয়াওমুল 'আরূবাহ-তে লোকদের একত্র করতেন। আবার বলা হয়, তিনিই সর্বপ্রথম এ দিনের নাম জুমু'আহ রেখেছিলেন। কুরাইশরা এ দিনে তাঁর কাছে সমবেত হতো। তিনি তাদের উদ্দেশে খুতবা দিতেন, নবী ﷺ-এর আগমনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, তাঁদের জানাতেন যে, নবী ﷺ তাঁরই বংশধরদের মধ্য থেকে হবেন এবং তাঁদেরকে তাঁর অনুসরণ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিতেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি কিছু কবিতাও আবৃত্তি করতেন। তার মধ্যে একটি পঙ্‌ক্তি:

يَا لَيْتَنِي شَاهِدًا فَحْوَاءَ دَعْوَتِهِ

إِذَا قُرَيْشٌ تَبْغِي الْحَقَّ خِذْلَانَا

অর্থ: "হায়! যদি আমি তাঁর দাওয়াতের সময় উপস্থিত থাকতে পারতাম—যখন কুরাইশ সত্যকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হবে।"

আস-সুহাইলী বলেন, আল-মাওয়ার্দী তাঁর *আ'লাম* গ্রন্থে কা'ব সম্পর্কে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন:

আমি বলি, আবূ নু'আইম *দালাইলুন নুবুওয়াহ*-এ আবূ সালামাহ ইবন আবদুর রহমান ইবন আওফের সূত্রে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। এর শেষে রয়েছে:

"কা'বের মৃত্যু ও নবী ﷺ-এর প্রেরণের মধ্যে পাঁচশ ষাট বছর ব্যবধান ছিল।"

আর উল্লিখিত আল-মাওয়ার্দী আমাদের মাযহাবের ইমামদের অন্যতম। তিনি *আল-হাওয়ীল কাবীর* গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর *আ'লামুন নুবুওয়াহ* নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। আমি তা দেখেছি এবং এ বইয়ে সেখান থেকেও উদ্ধৃত করব।

অতএব, আমরা যে সব দলিল উল্লেখ করেছি, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে কা'ব ইবন লুআই পর্যন্ত নবী ﷺ-এর সকল পূর্বপুরুষই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীনের ওপর ছিলেন।

আর কা'বের পুত্র মুররাহ-ও সম্ভবত একই অবস্থায় ছিলেন; কারণ তাঁর পিতা তাঁকে ঈমানের ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছিলেন।

এরপর মুররাহ ও আবদুল মুত্তালিবের মাঝখানে চারজন পূর্বপুরুষ রয়েছেন—**কিলাব, কুসাই, আবদ মানাফ ও হাশিম।** তাঁদের বিষয়ে আমি এমন কোনো নির্দিষ্ট বর্ণনা পাইনি, যা এ মতকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে কিংবা এর বিপরীত কিছু প্রমাণ করে। [50]

[50] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া, খণ্ড ২, পৃ. ২৬১–২৬৪।

وَأَمَّا عبد المطلب فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ

আবদুল মুত্তালিব সম্পর্কে তিনটি মত

أَحَدُهَا: وَهُوَ الْأَشْبَهُ، أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَى لِأَجْلِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ،

وَالثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ،[51] وَهُوَ ظَاهِرُ عُمُومِ كَلَامِ الْإِمَامِ فخر الدين وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِمَا فِي تَفْسِيرِ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ،

وَالثَّالِثُ: أَنَّ اللَّهَ أَحْيَاهُ بَعْدَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ - ﷺ - حَتَّى آمَنَ بِهِ وَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ، حَكَاهُ ابن سيد الناس، وَهَذَا أَضْعَفُ الْأَقْوَالِ وَأَسْقَطُهَا وَأَوْهَاهَا؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرِدْ قَطُّ فِي حَدِيثٍ لَا ضَعِيفٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ، إِنَّمَا حَكَوْهُ عَنْ بَعْضِ الشِّيعَةِ، وَلِهَذَا اقْتَصَرَ غَالِبُ الْمُصَنِّفِينَ عَلَى حِكَايَةِ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَسَكَتُوا عَنْ حِكَايَةِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ خِلَافَ الشِّيعَةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، قَالَ السهيلي فِي الرَّوْضِ الْأُنُفِ: وَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - دَخَلَ على أبي طالب عِنْدَ مَوْتِهِ وَعِنْدَهُ أبو جهل وابن أبي أمية، فَقَالَ: يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ أبو جهل وابن أبي أمية: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عبد المطلب؟ فَقَالَ: أَنَا عَلَى مِلَّةِ عبد المطلب. قَالَ: فَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ عبد المطلب مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ، قَالَ: وَوَجَدْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ المسعودي اخْتِلَافًا فِي عبد المطلب، وَأَنَّهُ قَدْ قِيلَ فِيهِ: مَاتَ مُسْلِمًا لَمَّا رَأَى مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُبْعَثُ إِلَّا بِالتَّوْحِيدِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، غَيْرَ أَنَّ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارَ وَكِتَابِ النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لفاطمة وَقَدْ عَزَّتْ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ مَيِّتِهِمْ: لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى؟ فَقَالَتْ: لَا، فَقَالَ: لَوْ كُنْتِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ قَالَ: وَقَدْ خَرَّجَهُ أبو داود، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: " حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ " قَالَ: وَفِي قَوْلِهِ: جَدُّ أَبِيكِ، وَلَمْ يَقُلْ: جَدُّكِ، تَقْوِيَةٌ لِلْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ: أَنَّ اللَّهَ أَحْيَا أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَآمَنَا بِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ تَخْوِيفَهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ - ﷺ - حَقٌّ، وَبُلُوغَهَا مَعَهُمُ الْكُدَى لَا يُوجِبُ خُلُودًا فِي النَّارِ، هَذَا كُلُّهُ كَلَامُ السهيلي بِحُرُوفِهِ.

প্রথম মত

এটাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মত—তাঁর কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি। এ মতের পক্ষে *সহীহ আল-বুখারী* ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

দ্বিতীয় মত

[51] قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هَذَا هُوَ القَوْلُ الأَعْدَلُ الأَنْصَفُ الأَنْسَبُ بِيْ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَأَمْثَالَه مِنْ أُصُوْلِ المُصْطَفَى ﷺ

তিনি তাওহীদের ওপর এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের ওপর ছিলেন।[52]
ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী রহ.-এর সাধারণ বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থও এ মতের সমর্থক। একইভাবে পূর্বে মুজাহিদ, সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ এবং অন্যদের থেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীরে যা বর্ণিত হয়েছে, তাও এ মতের পক্ষে যায়।

তৃতীয় মত

আল্লাহ তাআলা নবী ﷺ-এর প্রেরণের পর তাঁকে পুনর্জীবিত করেছিলেন; এরপর তিনি নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করেন, তারপর মৃত্যুবরণ করেন।
ইবন সাইয়্যিদিন্নাস এ মতটি উল্লেখ করেছেন। তবে এটি মতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল, সর্বাধিক অসার ও ভঙ্গুর। কারণ এর পক্ষে কোনো দলিল নেই। দুর্বল হাদীসেও এ কথা বর্ণিত হয়নি। আহলুস সুন্নাহর কোনো ইমামও এ মত গ্রহণ করেননি; বরং তাঁরা এটিকে কিছু শী'আর মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
এ কারণেই অধিকাংশ গ্রন্থকার প্রথম দুই মতই উল্লেখ করেছেন এবং তৃতীয় মতটি উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন।
ইমাম আস-সুহাইলী রহ. *আর-রাওদুল উনুফ*-এ বলেন:
সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে প্রবেশ করেছিলেন। তখন তাঁর কাছে আবূ জাহল ও ইবন আবী উমাইয়্যাহ উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:
"হে চাচা! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন—এমন একটি বাক্য, যার মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারব।"
তখন আবূ জাহল ও ইবন আবী উমাইয়্যাহ বলল:
"আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাত থেকে বিমুখ হবেন?"
তখন তিনি বললেন:
"আমি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের ওপর আছি।"
আস-সুহাইলী বলেন: এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে মনে হয়, আবদুল মুত্তালিব শিরকের ওপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন।
তিনি বলেন:
আমি আল-মাসউদীর কিছু গ্রন্থে আবদুল মুত্তালিব সম্পর্কে মতভেদ পেয়েছি। সেখানে বলা হয়েছে, তিনি মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কারণ তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতের বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং জেনেছিলেন যে, তিনি তাওহীদ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে আহ্বান করবেন না।
আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।
তবে *মুসনাদুল বাযযার* ও নাসাঈর গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে—ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আনসারদের কোনো মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন:
"তুমি কি তাদের সঙ্গে কুদা পর্যন্ত গিয়েছিলে?"

---

[52] আবূ আবদিল্লাহ বলেন: আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর মতো মুস্তফা ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে এ মতটিই অধিক ন্যায়সংগত, ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযুক্ত।

তিনি বললেন, "না।"

তখন তিনি বললেন:

"তুমি যদি তাদের সঙ্গে কুদা পর্যন্ত যেতে, তবে তোমার পিতার দাদা জান্নাত না দেখা পর্যন্ত তুমিও জান্নাত দেখতে না।"

আস-সুহাইলী বলেন: আবূ দাউদও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে সেখানে "তোমার পিতার দাদা জান্নাত না দেখা পর্যন্ত" অংশটি উল্লেখ নেই।

তিনি আরও বলেন:

এখানে "তোমার পিতার দাদা" বলা হয়েছে, "তোমার দাদা" বলা হয়নি। এটি পূর্বে উল্লিখিত সেই দুর্বল হাদীসকে কিছুটা শক্তিশালী করে, যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ নবী ﷺ-এর পিতা-মাতাকে পুনর্জীবিত করেছিলেন এবং তাঁরা ঈমান এনেছিলেন।

আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

তিনি আরও বলেন:

এ কথাটির উদ্দেশ্য তাঁকে সতর্ক করা হওয়াও সম্ভব। কারণ নবী ﷺ-এর কথা সত্য; তবে তাদের সঙ্গে কুদা পর্যন্ত যাওয়া এমন কোনো কাজ নয়, যার কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নাম আবশ্যক হবে। এ পর্যন্তই আস-সুহাইলীর হুবহু বক্তব্য।

وَقَالَ الشهرستاني فِي " الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ ": ظَهَرَ نُورُ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي أَسَارِيرِ عبد المطلب بَعْضَ الظُّهُورِ، وَبِبَرَكَةِ ذَلِكَ النُّورِ أُلْهِمَ النَّذْرَ فِي ذَبْحِ وَلَدِهِ، وَبِبَرَكَتِهِ كَانَ يَأْمُرُ وَلَدَهُ بِتَرْكِ الظُّلْمِ وَالْبَغْيِ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ دَنِيَّاتِ الْأُمُورِ، وَبِبَرَكَةِ ذَلِكَ النُّورِ كَانَ يَقُولُ فِي وَصَايَاهُ أَنَّهُ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا ظَلُومٌ حَتَّى يُنْتَقَمَ مِنْهُ وَتُصِيبَهُ عُقُوبَةٌ، إِلَى أَنْ هَلَكَ رَجُلٌ ظَلُومٌ لَمْ تُصِبْهُ عُقُوبَةٌ، فَقِيلَ لعبد المطلب فِي ذَلِكَ، فَفَكَّرَ وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ وَرَاءَ هَذِهِ الدَّارِ دَارًا يُجْزَى فِيهَا الْمُحْسِنُ بِإِحْسَانِهِ وَيُعَاقَبُ فِيهَا الْمُسِيءُ بِإِسَاءَتِهِ، وَبِبَرَكَةِ ذَلِكَ النُّورِ قَالَ لِأَبْرَهَةَ: إِنَّ لِهَذَا الْبَيْتِ رَبًّا يَحْفَظُهُ، وَمِنْهُ قَالَ وَقَدْ صَعِدَ أبا قبيس:

لَاهُمَّ إِنِ الْمَرْءَ يَمْنَعُ ... رَحْلَهُ فَامْنَعْ رِحَالَكْ

لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ ... وَمِحَالُهُمْ يَوْمًا مِحَالَكْ

فَانْصُرْ عَلَى آلِ الصَّلِيبِ ... وَعَابِدِيهِ الْيَوْمَ آلَكْ

انْتَهَى كَلَامُ الشهرستاني، وَيُنَاسِقُ مَا ذَكَرَهُ مَا أَخْرَجَهُ ابن سعد فِي طَبَقَاتِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ، وعبد المطلب أَوَّلُ مَنْ سَنَّ دِيَةَ النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، فَجَرَتْ فِي قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ . وَيَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَسَبَ إِلَيْهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ... أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

وَهَذَا أَقْوَى مَا تَقْوَى بِهِ مَقَالَةُ الْإِمَامِ فخر الدين وَمَنْ وَافَقَهُ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ وَرَدَتْ فِي النَّهْيِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى الْآبَاءِ الْكُفَّارِ، رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ انْتَسَبَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ : (انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ إِلَى تِسْعَةٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ ابْنِ

الْإِسْلَامِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: هَذَانِ الْمُنْتَسِبَانِ، أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ فِي النَّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ، وَأَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ) وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ أبي ريحانة عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: (مَنِ انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزًّا وَشَرَفًا فَهُوَ عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ) وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: (لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُدَحْدِحُ الْجُعَلُ بِأَنْفِهِ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِرِجَالٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ النَّتَنَ بِأَنْفِهَا) .

وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ،

আশ-শাহরাস্তানীর বক্তব্য

ইমাম আশ-শাহরাস্তানী *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*-এ বলেন:

নবী ﷺ-এর নূর আবদুল মুত্তালিবের চেহারায় কিছুটা প্রকাশিত হয়েছিল।

সে নূরের বরকতে তিনি নিজের সন্তানকে কুরবানি করার মানত করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

সে নূরের বরকতেই তিনি তাঁর সন্তানদেরকে জুলুম ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকতে বলতেন, উত্তম চরিত্রের প্রতি উৎসাহ দিতেন এবং নীচ ও ঘৃণ্য কাজ থেকে নিষেধ করতেন।

সে নূরের বরকতেই তিনি তাঁর উপদেশে বলতেন:

"কোনো জালিম ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বের হবে না, যতক্ষণ না তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।"

একবার এক জালিম ব্যক্তি কোনো প্রকাশ্য শাস্তি না পেয়েই মারা গেল। আবদুল মুত্তালিবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি চিন্তা করে বললেন:

"আল্লাহর কসম! এ দুনিয়ার পরে অবশ্যই আরেকটি জগৎ আছে, যেখানে সৎকর্মকারীকে তার সৎকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং অসৎকর্মকারীকে তার অসৎকর্মের শাস্তি দেওয়া হবে।"

সে নূরের বরকতেই তিনি আবরাহাকে বলেছিলেন:

"নিশ্চয়ই এই ঘরের একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি একে রক্ষা করবেন।"

এবং আবূ কুবাইস পাহাড়ে উঠে তিনি বলেছিলেন:

**"হে আল্লাহ! মানুষ নিজের সামগ্রী রক্ষা করে,
অতএব আপনি আপনার ঘর রক্ষা করুন।
তাদের ক্রুশ ও তাদের শক্তি
কখনো যেন আপনার শক্তির ওপর বিজয়ী না হয়।
আজ ক্রুশের অনুসারী ও উপাসকদের বিরুদ্ধে
আপনার আপনজনদের সাহায্য করুন।"**

এ পর্যন্ত আশ-শাহরাস্তানীর বক্তব্য।

ইবন সা'দ তাঁর *তাবাকাত*-এ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তাও এ কথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন:

রক্তপণ ছিল দশটি উট। আবদুল মুত্তালিবই সর্বপ্রথম একজন মানুষের রক্তপণ একশ উট নির্ধারণ করেন। পরে কুরাইশ ও আরবদের মধ্যে তা একশ উট হিসেবে প্রচলিত হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তা বহাল রাখেন।

এ সঙ্গে আরও যুক্ত হয় যে, হুনাইনের দিন নবী ﷺ নিজেকে তাঁর দিকে সম্বন্ধিত করে বলেছিলেন:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

"আমি নবী—এতে কোনো মিথ্যা নেই;

আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।"

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী রহ. ও তাঁর মতাবলম্বীদের বক্তব্যকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত জোরালো বিষয়।

কারণ কাফির পূর্বপুরুষদের দিকে গর্বভরে নিজেদের সম্বন্ধিত করা থেকে নিষেধ করে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আল-বাইহাকী *শু'আবুল ঈমান*-এ উবাই ইবন কা'ব ও মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে দুই ব্যক্তি নিজেদের বংশ নিয়ে গর্ব করেছিল। একজন বলল:

"আমি অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুক..."

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

"মূসা আলাইহিস সালামের যুগেও দুই ব্যক্তি নিজেদের বংশপরিচয় নিয়ে গর্ব করেছিল। একজন নয়জন পূর্বপুরুষ পর্যন্ত নিজের বংশ বলল। অন্যজন বলল: আমি অমুকের পুত্র অমুক, ইসলামের সন্তান। তখন আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামের কাছে ওহী করলেন: যে নয়জন জাহান্নামী পূর্বপুরুষের দিকে নিজেকে সম্বন্ধিত করেছে, তুমি তাদের দশম—জাহান্নামে। আর যে দুজনের দিকে নিজেকে সম্বন্ধিত করেছে, তুমি তাদের তৃতীয়—জান্নাতে।"

ইমাম আল-বাইহাকী আবূ রাইহানাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নবী ﷺ-এর এই বাণীও বর্ণনা করেছেন:

"যে ব্যক্তি নয়জন কাফির পূর্বপুরুষের দিকে সম্মান ও গৌরবের উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্বন্ধিত করে, সে জাহান্নামে তাদের দশম ব্যক্তি।"

ইমাম আল-বাইহাকী ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকেও বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"জাহিলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী তোমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করো না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! গোবরের পোকা তার নাক দিয়ে যা ঠেলে নিয়ে যায়, তা তোমাদের সেই জাহিলিয়াতের ওপর মৃত্যুবরণকারী পূর্বপুরুষদের চেয়েও উত্তম।"

তিনি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের গর্ব ও পূর্বপুরুষ নিয়ে অহংকার দূর করেছেন। কিছু লোককে অবশ্যই এমন ব্যক্তিদের নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হতে হবে, যারা জাহান্নামের কয়লার মতো; নতুবা তারা আল্লাহর কাছে সেই গোবরের পোকার চেয়েও তুচ্ছ হবে, যা তার নাক দিয়ে দুর্গন্ধময় বস্তু ঠেলে নেয়।"

এ অর্থে আরও বহু হাদীস রয়েছে। [53]

---

[53] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া, খণ্ড ২, পৃ. ২৬৪–২৬৬।

ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী রহ. তাঁর *আ'লামুন নুবুওয়াহ* গ্রন্থে বলেন

لَمَّا كَانَ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ صَفْوَةَ عِبَادِهِ وَخِيرَةَ خَلْقِهِ لِمَا كَلَّفَهُمْ مِنَ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ وَالْإِرْشَادِ لِخَلْقِهِ اسْتَخْلَصَهُمْ مِنْ أَكْرَمِ الْعَنَاصِرِ، وَاجْتَبَاهُمْ بِمُحْكَمِ الْأَوَاصِرِ، فَلَمْ يَكُنْ لِنَسَبِهِمْ مِنْ قَدْحٍ وَلِمَنْصِبِهِمْ مَنْ جَرْحٍ؛ لِتَكُونَ الْقُلُوبُ لَهُمْ أَصْفَى، وَالنُّفُوسُ لَهُمْ أَوْطَا، فَيَكُونُ النَّاسُ إِلَى إِجَابَتِهِمْ أَسْرَعَ وَلِأَوَامِرِهِمْ أَطْوَعَ، وَأَنَّ اللَّهَ اسْتَخْلَصَ رَسُولَهُ - ﷺ - مِنْ أَطْيَبِ الْمَنَاكِحِ، وَحَمَاهُ مِنْ دَنَسِ الْفَوَاحِشِ، وَنَقَلَهُ مِنْ أَصْلَابٍ طَاهِرَةٍ إِلَى أَرْحَامٍ مُنَزَّهَةٍ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٩] أَيْ: تَقَلُّبُكَ مِنْ أَصْلَابٍ طَاهِرَةٍ مِنْ أَبٍ بَعْدَ أَبٍ إِلَى أَنْ جَعَلَكَ نَبِيًّا، فَكَانَ نُورُ النُّبُوَّةِ ظَاهِرًا فِي آبَائِهِ، ثُمَّ لَمْ يُشْرِكْهُ فِي وِلَادَتِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ أَخٌ وَلَا أُخْتٌ لِانْتِهَاءِ صَفْوَتِهِمَا إِلَيْهِ، وَقُصُورِ نَسَبِهِمَا عَلَيْهِ، لِيَكُونَ مُخْتَصًّا بِنَسَبٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلنُّبُوَّةِ غَايَةً وَلِتَفَرُّدِهِ نِهَايَةً، فَيَزُولُ عَنْهُ أَنْ يُشَارِكَ فِيهِ وَيُمَاثِلَ فِيهِ، فَلِذَلِكَ مَاتَ عَنْهُ أَبَوَاهُ فِي صِغَرِهِ، فَأَمَّا أَبُوهُ فَمَاتَ وَهُوَ حَمْلٌ، وَأَمَّا أُمُّهُ فَمَاتَتْ وَهُوَ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ، وَإِذَا خَبَرْتَ حَالَ نَسَبِهِ وَعَرَفْتَ طَهَارَةَ مَوْلِدِهِ عَلِمْتَ أَنَّهُ سُلَالَةُ آبَاءٍ كِرَامٍ، لَيْسَ فِي آبَائِهِ مُسْتَرْذَلٌ وَلَا مَغْمُوزٌ مُسْتَبْذَلٌ، بَلْ كُلُّهُمْ سَادَةٌ قَادَةٌ، وَشَرَفُ النَّسَبِ وَطَهَارَةُ الْمَوْلِدِ مِنْ شُرُوطِ النُّبُوَّةِ، انْتَهَى كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ بِحُرُوفِهِ.

যেহেতু আল্লাহর নবীগণ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত এবং তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজন—কারণ তাঁদের ওপর তিনি নিজের হক প্রতিষ্ঠা ও তাঁর সৃষ্টিকে হিদায়াত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন—তাই তিনি তাঁদেরকে সর্বোত্তম বংশমূল থেকে বেছে নিয়েছেন এবং দৃঢ়তম বংশসম্পর্কের মাধ্যমে মনোনীত করেছেন।

ফলে তাঁদের বংশে এমন কোনো ত্রুটি ছিল না, যা নিন্দার কারণ হতে পারে, এবং তাঁদের মর্যাদায় এমন কোনো কলঙ্ক ছিল না, যা আঘাত হানতে পারে। এর ফলে মানুষের অন্তর তাঁদের প্রতি অধিক নির্মল হয়, মন তাঁদের প্রতি অধিক অনুগত হয়, মানুষ তাঁদের আহ্বানে দ্রুত সাড়া দেয় এবং তাঁদের আদেশ পালনে অধিক আগ্রহী হয়।

আর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে সর্বোত্তম ও পবিত্রতম বৈধ দাম্পত্যসমূহ থেকে নির্বাচিত করেছেন, অশ্লীলতার অপবিত্রতা থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁকে পবিত্র ঔরসসমূহ থেকে পবিত্র মাতৃগর্ভসমূহে স্থানান্তরিত করেছেন।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ "এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থানান্তর।" —এর ব্যাখ্যায় বলেছেন:

"অর্থাৎ এক পিতার পর আরেক পিতার পবিত্র ঔরসসমূহে আপনার স্থানান্তর, অবশেষে আল্লাহ আপনাকে নবী করেছেন।"

সুতরাং তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে নবুওয়াতের নূর প্রকাশমান ছিল।

এরপর তাঁর পিতা-মাতার মাধ্যমে তাঁর জন্মের ক্ষেত্রে কোনো ভাই বা বোনকে তাঁর অংশীদার করা হয়নি। কারণ তাঁদের উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্বাচিত বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করেছে এবং তাঁদের বংশের লক্ষ্যও তাঁর মধ্যেই এসে সমাপ্ত হয়েছে।

যাতে তিনি এমন এক বিশেষ বংশমর্যাদার অধিকারী হন, যাকে আল্লাহ নবুওয়াতের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং তাঁর একক বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা করেছেন; ফলে এ মর্যাদায় তাঁর সঙ্গে কারও অংশীদারিত্ব বা সমতা নির্দেশ করার অবকাশ না থাকে।

এ কারণেই তাঁর শৈশবেই তাঁর পিতা-মাতা ইন্তিকাল করেন। তাঁর পিতা তখন ইন্তিকাল করেন যখন তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন, আর তাঁর মাতা ইন্তিকাল করেন যখন তাঁর বয়স ছয় বছর।
আপনি যখন তাঁর বংশের অবস্থা পর্যালোচনা করবেন এবং তাঁর জন্মের পবিত্রতা সম্পর্কে অবগত হবেন, তখন বুঝতে পারবেন যে, তিনি সম্মানিত পূর্বপুরুষদের ধারাবাহিক বংশের সারনির্যাস। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি নীচ, হেয়, নিন্দিত বা অবজ্ঞার পাত্র; বরং তাঁরা সকলেই ছিলেন সাইয়িদ ও পথপ্রদর্শক।
আর বংশের মর্যাদা ও জন্মের পবিত্রতা নবুওয়াতের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত।
এ পর্যন্তই ইমাম আল-মাওয়ার্দী রহ.-এর হুবহু বক্তব্য। [54]

শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম প্রধান ইমাম ইবন হাজর আল-হাইতামী রহ. (মৃ. ৯৭৪ হি.)
তিনি *আল-মিনাহুল মাক্কিয়্যাহ* গ্রন্থে বলেন:
إِنَّ آبَاءَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأُمَّهَاتِهِ إِلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ، لَيْسَ فِيهِمْ كَافِرٌ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُقَالُ فِي حَقِّهِ: إِنَّهُ مُخْتَارٌ، وَلَا كَرِيمٌ، وَلَا طَاهِرٌ، بَلْ نَجِسٌ، كَمَا فِي آيَةِ: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾، وَقَدْ صَرَّحَتِ الْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ بِأَنَّهُمْ مُخْتَارُونَ، وَأَنَّ الْآبَاءَ كِرَامٌ وَالْأُمَّهَاتِ طَاهِرَاتٌ.
وَأَيْضًا، فَهُمْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْفَتْرَةِ، وَهُمْ فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ بِنَصِّ الْآيَةِ الْآتِيَةِ، وَكَذَا مَنْ بَيْنَ كُلِّ رَسُولَيْنِ.
وَأَيْضًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾، عَلَى أَحَدِ التَّفَاسِيرِ فِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ تَنَقُّلُ نُورِهِ مِنْ سَاجِدٍ إِلَى سَاجِدٍ، فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ أَبَوَيِ النَّبِيِّ ﷺ، آمِنَةَ وَعَبْدَ اللهِ، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ الْمُخْتَارِينَ لَهُ ﷺ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ.
بَلْ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا لِمَنْ طَعَنَ فِيهِ، أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحْيَاهُمَا لَهُ فَآمَنَا بِهِ، خُصُوصِيَّةً لَهُمَا وَكَرَامَةً لَهُ ﷺ.

নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের মধ্যে যাঁরা নবী ছিলেন না এবং তাঁর মাতৃবংশের পূর্বসূরিগণ—আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম পর্যন্ত—তাঁদের মধ্যে কোনো কাফির ছিলেন না। কারণ কাফিরের ব্যাপারে বলা হয় না যে, সে নির্বাচিত, সম্মানিত বা পবিত্র; বরং সে অপবিত্র। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ "নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র।"
পূর্বে উল্লিখিত হাদীসসমূহে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তাঁরা নির্বাচিত ছিলেন; পিতৃপুরুষগণ ছিলেন সম্মানিত এবং মাতৃপুরুষগণ ছিলেন পবিত্র।
আরও একটি বিষয় হলো—ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পর্যন্ত তাঁরা আহলুল ফাতরাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সামনে যে আয়াত আসবে তার স্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী তাঁরা মুসলিমদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। দুই রাসূলের মধ্যবর্তী যুগের লোকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।
আর আল্লাহ তাআলা বলেন:
﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ "এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থানান্তর।"

[54] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া, খণ্ড ২, পৃ. ২৬৬।

এই আয়াতের একটি তাফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হলো—নবী ﷺ-এর নূর এক সিজদাকারী থেকে আরেক সিজদাকারীর মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে। সুতরাং এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নবী ﷺ-এর পিতা-মাতা—আমিনা ও আবদুল্লাহ—জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ নবী ﷺ-এর জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন সর্বাধিক নিকটবর্তী। আর এটাই সত্য।

বরং এমন একটি হাদীসও রয়েছে, যেটিকে একাধিক হাফিজ সহীহ বলেছেন এবং যারা এতে আপত্তি করেছে, তাঁদের আপত্তির প্রতি তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করেননি। সেই হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা নবী ﷺ-এর জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে পুনর্জীবিত করেছিলেন; অতঃপর তাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। এটি ছিল তাঁদের উভয়ের জন্য বিশেষ মর্যাদা এবং নবী ﷺ-এর জন্য বিশেষ কারামত। [55]

[55] ইমাম ইবন হাজর আল-হাইতামী (মৃ. ৯৭৪ হি.), আল-মিনাহুল মাক্কিয়্যাহ ফী শারহিল হামযিয়্যাহ, পৃ. ১০০–১০১; প্রকাশক: দারুল মিনহাজ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.

দ্বিতীয় মতপন্থাঃ তাঁরা উভয়েই আহলুল ফাতরাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন

إِنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الفَتْرَةِ وَ لَمْ تَبْلُغْهُمَا الدَّعْوَةُ، مَاتَا قَبْلَ البَعْثَةِ

তাঁরা উভয়েই আহলুল ফাতরাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি; তাঁরা নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেই ইন্তিকাল করেছিলেন।

আহলুল ফাতরাহঃ

আহলুল ফাতরাহ বলতে তাঁদেরকে বোঝায়, যাঁদের কাছে কোনো রাসূল প্রেরিত হননি।

"ফাতরাহ" শব্দটির মূল ভিত্তি আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"হে আহলে কিতাব! রাসূলদের আগমনের বিরতির পর তোমাদের কাছে আমাদের রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন—যাতে তোমরা বলতে না পারো, 'আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসেনি।' অতএব এখন তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছেন। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।"[56]

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন

الْمَسْلَكُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمَا شِرْكٌ بَلْ كَانَا عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ دِينِ جَدِّهِمَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَمَا كَانَ عَلَى ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، كزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، وَغَيْرِهِمَا، وَهَذَا الْمَسْلَكُ ذَهَبَتْ إِلَيْهِ طَائِفَةٌ، مِنْهُمُ الْإِمَامُ فخر الدين الرازي: فَقَالَ فِي كِتَابِهِ " أَسْرَارِ التَّنْزِيلِ " مَا نَصُّهُ: قِيلَ: إِنْ آزر لَمْ يَكُنْ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ، بَلْ كَانَ عَمَّهُ، وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ: مِنْهَا أَنَّ آبَاءَ الْأَنْبِيَاءِ مَا كَانُوا كُفَّارًا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ: مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ - وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٨ - ٢١٩] قِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَنْقُلُ نُورَهُ مِنْ سَاجِدٍ إِلَى سَاجِدٍ، وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ فَالْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ آبَاءِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا مُسْلِمِينَ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ مَا كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، إِنَّمَا ذَاكَ عَمُّهُ، أَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٩] عَلَى وُجُوهٍ أُخْرَى. وَإِذَا وَرَدَتِ الرِّوَايَاتُ بِالْكُلِّ - وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهَا - وَجَبَ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى الْكُلِّ، وَمَتَى صَحَّ ذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ مَا كَانَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، ثُمَّ قَالَ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ آبَاءَ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا كَانُوا مُشْرِكِينَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَمْ أَزَلْ أُنْقَلُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ أَجْدَادِهِ مُشْرِكًا - هَذَا كَلَامُ الْإِمَامِ فخر الدين بِحُرُوفِهِ، وَنَاهِيكَ بِهِ إِمَامَةً وَجَلَالَةً، فَإِنَّهُ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي زَمَانِهِ، وَالْقَائِمُ بِالرَّدِّ عَلَى فِرَقِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي وَقْتِهِ، وَالنَّاصِرُ لِمَذْهَبِ الْأَشَاعِرَةِ فِي عَصْرِهِ، وَهُوَ الْعَالِمُ الْمَبْعُوثُ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ السَّادِسَةِ لِيُجَدِّدَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أَمْرَ دِينِهَا.

---

[56] সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:১৯।

দ্বিতীয় মতপন্থা

নবী ﷺ-এর পিতা-মাতার ক্ষেত্রে শিরক প্রমাণিত নয়; বরং তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের হানীফী দ্বীনের ওপর ছিলেন। আরবদের একটি দলও এ দ্বীনের ওপর ছিল; যেমন—যায়দ ইবন আমর ইবন নুফাইল, ওয়ারাকা ইবন নওফাল এবং অন্যরা।

একদল আলেম এ মত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী রহ. অন্যতম। তিনি তাঁর *আসরারুত তানযীল* গ্রন্থে লিখেছেন:

"বলা হয়েছে, আযর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা ছিলেন না; বরং তিনি তাঁর চাচা ছিলেন। তাঁরা এ মতের পক্ষে কয়েকটি দলিল পেশ করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো—নবীগণের পিতৃপুরুষরা কাফির ছিলেন না।

এ বিষয়ের কয়েকটি প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾

'যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দাঁড়ান এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থানান্তরও দেখেন।' —সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২১৮–২১৯

বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো—আল্লাহ তাঁর নূরকে এক সিজদাকারী থেকে আরেক সিজদাকারীর মধ্যে স্থানান্তরিত করেছেন।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সকল পূর্বপুরুষ মুসলিম ছিলেন। সুতরাং অবশ্যই নিশ্চিতভাবে বলতে হবে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না; বরং সেই ব্যক্তি ছিলেন তাঁর চাচা।

সর্বোচ্চ যা বলা যেতে পারে তা হলো—﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ আয়াতটির অন্য ব্যাখ্যাও রয়েছে। কিন্তু যখন সব ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, তখন আয়াতটিকে সবগুলো অর্থের ওপরই প্রযোজ্য করতে হবে।

আর যখন এটি সহীহ সাব্যস্ত হয়, তখন প্রমাণিত হয় যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা মূর্তিপূজকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"

এরপর ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী রহ. বলেন:

"মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বপুরুষরা মুশরিক ছিলেন না—এর আরেকটি প্রমাণ হলো নবী ﷺ-এর বাণী:

'আমাকে সর্বদা পবিত্র পুরুষদের ঔরস থেকে পবিত্র নারীদের গর্ভে স্থানান্তর করা হয়েছে।'

আর আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

'নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র।' - —সূরা আত-তাওবা, ৯:২৮

অতএব আবশ্যক হলো যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউই মুশরিক ছিলেন না।"

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন:

এগুলো ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযীর হুবহু বক্তব্য। তাঁর ইমামত ও মহিমা বোঝানোর জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি তাঁর যুগে আহলুস সুন্নাহর ইমাম ছিলেন; সমকালীন বিদআতী বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়েছেন; তাঁর যুগে আশআরী মাযহাবের সমর্থক ও রক্ষক

ছিলেন। আর তিনি সেই মহান আলেম, যাঁকে ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এ উম্মতের দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রেরিত মুজাদ্দিদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

وَعِنْدِي فِي نُصْرَةِ هَذَا الْمَسْلَكِ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ فخر الدين أُمُورٌ:

أَحَدُهَا:

دَلِيلٌ اسْتَنْبَطْتُهُ مُرَكَّبٌ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ، الْأُولَى: أَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ كُلَّ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ آدَمَ إِلَى أَبِيهِ عبد الله، فَهُوَ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ قَرْنِهِ وَأَفْضَلِهِمْ.

وَالثَّانِيَةُ:

أَنَّ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَخْلُ الْأَرْضُ مِنْ عَهْدِ نُوحٍ أَوْ آدَمَ إِلَى بَعْثَةِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ مِنْ نَاسٍ عَلَى الْفِطْرَةِ، يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيُوَحِّدُونَهُ، وَيُصَلُّونَ لَهُ، وَبِهِمْ تُحْفَظُ الْأَرْضُ، وَلَوْلَاهُمْ لَهَلَكَتِ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا. وَإِذَا قَارَنَتْ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، أُنْتِجَ مِنْهَا قَطْعًا أَنَّ آبَاءَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُشْرِكٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي كُلٍّ مِنْهُمْ أَنَّهُ مِنْ خَيْرِ قَرْنِهِ، فَإِنْ كَانَ النَّاسُ الَّذِينَ هُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ هُمْ إِيَّاهُمْ فَهُوَ الْمُدَّعَى، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَهُمْ وَهُمْ عَلَى الشِّرْكِ لَزِمَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْرِكُ خَيْرًا مِنَ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُمْ خَيْرًا مِنْهُمْ، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِمُخَالَفَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، فَوَجَبَ قَطْعًا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِمْ مُشْرِكٌ؛ لِيَكُونُوا مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الْأَرْضِ كُلٌّ فِي قَرْنِهِ.

(ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন) এই মতপন্থাকে সমর্থন এবং ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী রহ. যে মত গ্রহণ করেছেন, তার পক্ষে আমার নিকট কয়েকটি বিষয় রয়েছে।

প্রথম বিষয়

এটি এমন একটি দলিল, যা আমি দুটি ভূমিকার সমন্বয়ে উদ্ভাবন করেছি।

প্রথম ভূমিকা: সহীহ হাদীসসমূহ প্রমাণ করে যে, নবী ﷺ-এর বংশধারায় আদম আলাইহিস সালাম থেকে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ পর্যন্ত প্রত্যেক পূর্বপুরুষই নিজ নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় ভূমিকা: হাদীস ও আসারসমূহ প্রমাণ করে যে, নূহ আলাইহিস সালাম—অথবা আদম আলাইহিস সালাম—এর যুগ থেকে নবী ﷺ-এর প্রেরণ পর্যন্ত, এরপর কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী কখনো এমন লোকশূন্য ছিল না, যারা ফিতরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, আল্লাহর ইবাদত করত, তাঁর তাওহীদ স্বীকার করত এবং তাঁর জন্য সালাত আদায় করত। তাদের কারণেই পৃথিবী সংরক্ষিত থাকে; তারা না থাকলে পৃথিবী ও তার অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে যেত। এখন এই দুই ভূমিকা একত্র করলে নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে, নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো মুশরিক ছিলেন না।

কারণ তাঁদের প্রত্যেকের ব্যাপারেই প্রমাণিত যে, তিনি নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

অতএব, ফিতরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই লোকেরা যদি তাঁরাই হয়ে থাকেন, তবে আমাদের দাবিই প্রমাণিত হলো।

আর যদি তারা অন্য কেউ হয়ে থাকে এবং নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষরা শিরকের ওপর ছিলেন বলে ধরা হয়, তবে দুটি বিষয়ের একটি অবশ্যই মেনে নিতে হবে:

প্রথমত, মুশরিক মুসলিমের চেয়ে উত্তম—এ কথা বলতে হবে; অথচ এটি ইজমা অনুযায়ী বাতিল।

অথবা দ্বিতীয়ত, সেই অন্য লোকেরা নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের চেয়ে উত্তম ছিল—এ কথা বলতে হবে; এটিও বাতিল, কারণ তা সহীহ হাদীসসমূহের বিরোধী।

সুতরাং নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হয় যে, নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো মুশরিক ছিলেন না, যাতে তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

প্রথম ভূমিকার দলিলসমূহ

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّى بُعِثْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ .

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا افْتَرَقَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ إِلَّا جَعَلَنِي اللَّهُ فِي خَيْرِهِمَا، فَأُخْرِجْتُ مِنْ بَيْنِ أَبَوَيَّ، فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَخَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي وَأُمِّي، فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا.

وَأَخْرَجَ أبو نعيم فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ مِنْ طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفًّى مُهَذَّبًا، لَا تَنْشَعِبُ شُعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا.

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ السَّهْمِيُّ فِي فَضَائِلِ العباس، مِنْ حَدِيثِ واثلة بِلَفْظِ: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا، وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ نِزَارَ، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ نِزَارَ مُضَرَ، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ مُضَرَ كِنَانَةَ، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ اصْطَفَانِي مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . أَوْرَدَهُ المحب الطبري فِي " ذَخَائِرِ الْعُقْبَى ".

وَأَخْرَجَ ابن سعد فِي طَبَقَاتِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَيْرُ الْعَرَبِ مُضَرُ، وَخَيْرُ مُضَرَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ، [وَخَيْرُ بَنِي مَنَافٍ] بَنُو هَاشِمٍ، وَخَيْرُ بَنِي هَاشِمٍ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاللَّهِ مَا افْتَرَقَ فِرْقَتَانِ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ إِلَّا كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا.

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وأبو نعيم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَاخْتَارَ مِنَ الْخَلْقِ بَنِي آدَمَ، وَاخْتَارَ مِنْ بَنِي آدَمَ الْعَرَبَ، وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ مُضَرَ، وَاخْتَارَ مِنْ مُضَرَ قُرَيْشًا، وَاخْتَارَ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاخْتَارَنِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَأَنَا مِنْ خِيَارٍ إِلَى خِيَارٍ .

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ حِينَ خَلَقَنِي جَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ خَلْقِهِ، ثُمَّ حِينَ خَلَقَ الْقَبَائِلَ جَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، وَحِينَ خَلَقَ الْأَنْفُسَ جَعَلَنِي مَنْ خَيْرِ أَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ حِينَ خَلَقَ الْبُيُوتَ جَعَلَنِي مَنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمْ، فَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا وَخَيْرُهُمْ نَفْسًا. .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وأبو نعيم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ الْخَلْقَ قِسْمَيْنِ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمَا قِسْمًا، ثُمَّ جَعَلَ الْقِسْمَيْنِ أَثْلَاثًا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا ثُلُثًا، ثُمَّ جَعَلَ الْأَثْلَاثَ قَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا، ثُمَّ جَعَلَ الْقَبَائِلَ بُيُوتًا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا بَيْتًا .

وَأَخْرَجَ أَبُو عَلِيّ بْنُ شَاذَانَ فِيمَا أَوْرَدَهُ المحب الطبري فِي ذَخَائِرِ الْعُقْبَى وَهُوَ فِي مُسْنَدَ الْبَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى صفية بنت عبد المطلب، فَجَعَلُوا يَتَفَاخَرُونَ وَيَذْكُرُونَ الْجَاهِلِيَّةَ، فَقَالَتْ صفية: مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالُوا: تَنْبُتُ النَّخْلَةُ أَوِ الشَّجَرَةُ فِي الْأَرْضِ الْكِبَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ صفية لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَغَضِبَ وَأَمَرَ بلالا فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَنَا؟ قَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: انْسُبُونِي. قَالُوا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يُنْزِلُونَ أَصْلِي؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَفْضَلُهُمْ أَصْلًا وَخَيْرُهُمْ مَوْضِعًا .

وَأَخْرَجَ الحاكم عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ قَوْمًا نَالُوا مِنْهُ فَقَالُوا: إِنَّمَا مَثَلُ مُحَمَّدٍ كَمَثَلِ نَخْلَةٍ نَبَتَتْ فِي كُنَاسٍ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ الْفِرْقَتَيْنِ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلًا، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، ثُمَّ قَالَ: أَنَا خَيْرُكُمْ قَبِيلًا وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ عَنْ عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَالَ لِي جِبْرِيلُ: قَلَّبْتُ الْأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، فَلَمْ أَجِدْ رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ أَجِدْ بَنِي أَبٍ أَفْضَلَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .

قَالَ الحافظ ابن حجر فِي أَمَالِيهِ: لَوَائِحُ الصِّحَّةِ ظَاهِرَةٌ عَلَى صَفَحَاتِ هَذَا الْمَتْنِ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْخَيْرِيَّةَ وَالِاصْطِفَاءَ وَالِاخْتِيَارَ مِنَ اللَّهِ، وَالْأَفْضَلِيَّةَ عِنْدَهُ لَا تَكُونُ مَعَ الشِّرْكِ.

ইমাম আল-বুখারী তাঁর *সহীহ*-এ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আদমসন্তানের সর্বোত্তম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, অবশেষে আমি সেই প্রজন্মে প্রেরিত হয়েছি, যে প্রজন্মে আমি ছিলাম।"

ইমাম আল-বাইহাকী *দালাইলুন নুবুওয়াহ*-এ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন:

"মানুষ যখনই দুই দলে বিভক্ত হয়েছে, আল্লাহ আমাকে উভয়ের উত্তম দলে রেখেছেন। আমি পিতা-মাতার বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছি; জাহিলিয়াতের কোনো অপবিত্রতা আমাকে স্পর্শ করেনি। আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত আমি বৈধ বিবাহের মাধ্যমে এসেছি, ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মর্যাদায় সর্বোত্তম এবং পিতৃবংশের দিক থেকেও সর্বোত্তম।"

আবূ নু'আইম *দালাইলুন নুবুওয়াহ*-এ একাধিক সূত্রে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আল্লাহ আমাকে সর্বদা পবিত্র ঔরসসমূহ থেকে পবিত্র মাতৃগর্ভসমূহে স্থানান্তরিত করেছেন—নির্মল ও পরিশুদ্ধ অবস্থায়। যখনই দুটি শাখা বিভক্ত হয়েছে, আমি উভয়ের মধ্যে উত্তম শাখায় ছিলাম।"

ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী—এবং তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন—ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ইবরাহীমের সন্তানদের মধ্য থেকে ইসমাঈলকে নির্বাচিত করেছেন; ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্য থেকে বনূ কিনানাকে নির্বাচিত করেছেন; বনূ কিনানা থেকে কুরাইশকে নির্বাচিত করেছেন; কুরাইশ থেকে বনূ হাশিমকে নির্বাচিত করেছেন এবং বনূ হাশিম থেকে আমাকে নির্বাচিত করেছেন।"

হাফিজ আবুল কাসিম হামযা ইবন ইউসুফ আস-সাহমী *ফাদাইলুল আব্বাস*-এ ওয়াসিলা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি এ শব্দে বর্ণনা করেছেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমসন্তানের মধ্য থেকে ইবরাহীমকে নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইবরাহীমের সন্তানদের মধ্য থেকে ইসমাঈলকে, ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্য থেকে নিযারকে, নিযারের সন্তানদের মধ্য থেকে মুদারকে, মুদারের সন্তানদের মধ্য থেকে কিনানাকে, কিনানার মধ্য থেকে কুরাইশকে, কুরাইশের মধ্য থেকে বনূ হাশিমকে, বনূ হাশিমের মধ্য থেকে বনূ আবদুল মুত্তালিবকে এবং বনূ আবদুল মুত্তালিবের মধ্য থেকে আমাকে নির্বাচিত করেছেন।"

আল-মুহিব্ব আত-তাবারী *যাখাইরুল উকবা*-তে এটি উল্লেখ করেছেন।

ইবন সা'দ তাঁর *তাবাকাত*-এ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আরবদের মধ্যে সর্বোত্তম মুদার; মুদারের মধ্যে সর্বোত্তম বনূ আবদ মানাফ; বনূ আবদ মানাফের মধ্যে সর্বোত্তম বনূ হাশিম; আর বনূ হাশিমের মধ্যে সর্বোত্তম বনূ আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করার পর থেকে যখনই দুটি দল বিভক্ত হয়েছে, আমি উভয়ের উত্তম দলে ছিলাম।"

ইমাম আত-তাবারানী, আল-বাইহাকী ও আবূ নু'আইম ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর সৃষ্টির মধ্য থেকে বনূ আদমকে নির্বাচন করেছেন; বনূ আদম থেকে আরবকে; আরব থেকে মুদারকে; মুদার থেকে কুরাইশকে; কুরাইশ থেকে বনূ হাশিমকে; আর বনূ হাশিম থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন। সুতরাং আমি এক শ্রেষ্ঠ থেকে আরেক শ্রেষ্ঠের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছি।"

ইমাম তিরমিযী—এবং তিনি একে হাসান বলেছেন—ও আল-বাইহাকী আল-আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আল্লাহ যখন আমাকে সৃষ্টি করলেন, তখন আমাকে তাঁর সৃষ্টির উত্তমদের মধ্যে রাখলেন। তারপর যখন গোত্রসমূহ সৃষ্টি করলেন, আমাকে সর্বোত্তম গোত্রে রাখলেন। যখন ব্যক্তিসমূহ সৃষ্টি করলেন, আমাকে তাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে রাখলেন। আর যখন বংশগৃহসমূহ সৃষ্টি করলেন, আমাকে তাদের সর্বোত্তম বংশগৃহে রাখলেন। অতএব আমি তাদের মধ্যে বংশগৃহের দিক থেকে সর্বোত্তম এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার দিক থেকেও সর্বোত্তম।"

ইমাম আত-তাবারানী, আল-বাইহাকী ও আবূ নু'আইম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আল্লাহ সৃষ্টিজগতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে উভয়ের উত্তম ভাগে রেখেছেন। এরপর সেই দুই ভাগকে তিন ভাগে বিভক্ত করে আমাকে উত্তম তৃতীয়াংশে রেখেছেন। এরপর সেই অংশগুলোকে গোত্রে বিভক্ত করে আমাকে সর্বোত্তম গোত্রে রেখেছেন। এরপর গোত্রগুলোকে বংশগৃহে বিভক্ত করে আমাকে সর্বোত্তম বংশগৃহে রেখেছেন।"

আবূ আলী ইবন শাযান—যা আল-মুহিব্ব আত-তাবারী *যাখাইরুল উকবা*-তে উল্লেখ করেছেন এবং যা *মুসনাদুল বাযযার*-এও রয়েছে—ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন:

কুরাইশের কিছু লোক সাফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে প্রবেশ করল। তারা নিজেদের বংশগৌরব প্রকাশ করতে এবং জাহিলিয়াতের বিষয়াবলি উল্লেখ করতে লাগল। তখন সাফিয়্যাহ বললেন:

"আমাদের মধ্য থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ।"

তারা বলল:

"খেজুরগাছ বা গাছ তো আবর্জনাময় জমিতেও জন্মায়!"

সাফিয়্যাহ এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালে তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লোকদের আহ্বান করতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন:

"হে লোকসকল! আমি কে?"

তারা বলল, "আপনি আল্লাহর রাসূল।"

তিনি বললেন:

"আমার বংশপরিচয় বলো।"

তারা বলল, "মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব।"

তিনি বললেন:

"তাহলে কিছু লোকের কী হয়েছে যে, তারা আমার বংশমূলকে হেয় করে? আল্লাহর কসম! আমি তাদের মধ্যে বংশমূলের দিক থেকে সর্বোত্তম এবং অবস্থানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।"

ইমাম আল-হাকিম রাবী'আহ ইবনুল হারিস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছল—কিছু লোক তাঁকে নিয়ে কটূক্তি করে বলেছে:

"মুহাম্মাদের দৃষ্টান্ত এমন একটি খেজুরগাছের মতো, যা আবর্জনার স্তূপে জন্মেছে।"

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে দুই দলে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে উভয়ের উত্তম দলে রেখেছেন। এরপর তাদের গোত্রে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে সর্বোত্তম গোত্রে রেখেছেন। এরপর তাদের বংশগৃহে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে সর্বোত্তম বংশগৃহে রেখেছেন।"

এরপর তিনি বলেন:

"আমি তোমাদের মধ্যে গোত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম এবং বংশগৃহের দিক থেকেও সর্বোত্তম।"

ইমাম আত-তাবারানী *আল-আওসাত*-এ এবং আল-বাইহাকী *আদ-দালাইল*-এ আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"জিবরীল আমাকে বলেছেন: আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিক পর্যবেক্ষণ করেছি; মুহাম্মাদ ﷺ-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো ব্যক্তিকে পাইনি এবং বনূ হাশিমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো পিতৃবংশও পাইনি।"

হাফিজ ইবন হাজার রহ. তাঁর *আমালী*-তে বলেন:

"এই হাদীসের মূল বক্তব্যের পৃষ্ঠায় সহীহ হওয়ার নিদর্শন সুস্পষ্ট। আর এটি সুবিদিত যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব, মনোনয়ন ও নির্বাচন এবং তাঁর নিকট মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব—শিরকের সঙ্গে একত্র হতে পারে না।"

দ্বিতীয় ভূমিকার দলিলসমূহ

قَالَ عبد الرزاق فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ معمر، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَمْ يَزَلْ عَلَى وَجْهِ الدَّهْرِ فِي الْأَرْضِ سَبْعَةٌ مُسْلِمُونَ فَصَاعِدًا فَلَوْلَا ذَلِكَ هَلَكَتِ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا - هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ - وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابن المنذر فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الدبري عَنْ عبد الرزاق.

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: لَمْ تَبْقَ الْأَرْضُ إِلَّا وَفِيهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَتَخْرُجُ بَرَكَتُهَا إِلَّا زَمَنَ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ كَانَ وَحْدَهُ.

وَأَخْرَجَ ابن المنذر فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ [البقرة: ٣٨] الْآيَةَ، قَالَ: مَا زَالَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ أَوْلِيَاءُ مُنْذُ هَبَطَ آدَمُ، مَا أَخْلَى اللَّهُ الْأَرْضَ لِإِبْلِيسَ إِلَّا وَفِيهَا أَوْلِيَاءُ لَهُ يَعْمَلُونَ لِلَّهِ بِطَاعَتِهِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رَوَى ابن القاسم عَنْ مالك قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ وَلِيٌّ مَا دَامَ فِيهَا لِلشَّيْطَانِ وَلِيٌّ.

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الزُّهْدِ، والخلال فِي كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " مَا خَلَتِ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ مِنْ سَبْعَةٍ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ " هَذَا أَيْضًا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ.

وَأَخْرَجَ الأزرقي فِي تَارِيخِ مَكَّةَ عَنْ زهير بن محمد قَالَ: لَمْ يَزَلْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سَبْعَةٌ مُسْلِمُونَ فَصَاعِدًا لَوْلَا ذَلِكَ لَأُهْلِكَتِ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا.

وَأَخْرَجَ الجندي فِي فَضَائِلِ مَكَّةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمْ يَزَلْ عَلَى الْأَرْضِ سَبْعَةٌ مُسْلِمُونَ فَصَاعِدًا، لَوْلَا ذَلِكَ هَلَكَتِ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا.

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أحمد فِي الزُّهْدِ عَنْ كعب قَالَ: لَمْ يَزَلْ بَعْدَ نُوحٍ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يُدْفَعُ بِهِمُ الْعَذَابُ.

وَأَخْرَجَ الخلال فِي كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ: مَا خَلَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ نُوحٍ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ فَصَاعِدًا يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ.

وَأَخْرَجَ ابن المنذر فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [إبراهيم: ٤٠] قَالَ: فَلَنْ يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ نَاسٌ عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّقْيِيدُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الثَّلَاثَةِ بِقَوْلِهِ: مِنْ بَعْدِ نُوحٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبْلِ نُوحٍ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَى الْهُدَى.

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وابن المنذر، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفَاسِيرِهِمْ، والحاكم فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [البقرة: ٢١٣]

قَالَ: كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: " كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ".

وَأَخْرَجَ أبو يعلى وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [البقرة: ٢١٣] قَالَ: عَلَى الْإِسْلَامِ كُلُّهُمْ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي الْآيَةِ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى الْهُدَى وَعَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعَثَ اللَّهُ نُوحًا، وَكَانَ أَوَّلَ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ.

وَأَخْرَجَ ابن سعد فِي الطَّبَقَاتِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى آدَمَ مِنَ الْآبَاءِ كَانُوا عَلَى الْإِسْلَامِ.

وَأَخْرَجَ ابن سعد مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عكرمة قَالَ: كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَفِي التَّنْزِيلِ حِكَايَةٌ عَنْ نُوحٍ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا﴾ [نوح: ٢٨] وَوَلَدُ نُوحٍ سام مُؤْمِنٌ بِالْإِجْمَاعِ وَالنَّصِّ؛ لِأَنَّهُ نَجَا مَعَ أَبِيهِ فِي السَّفِينَةِ وَلَمْ يَنْجُ فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ [الصافات: ٧٧] بَلْ وَرَدَ فِي أَثَرٍ أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا، أَخْرَجَهُ ابن سعد فِي الطَّبَقَاتِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي الْمُوَفَقِيَّاتِ، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ عَنِ الكلبي، وَوَلَدُهُ أرفخشد صُرِّحَ بِإِيمَانِهِ فِي أَثَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابن عبد الحكم فِي تَارِيخِ مِصْرَ، وَفِيهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ جَدَّهُ نُوحًا وَأَنَّهُ دَعَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالنُّبُوَّةَ فِي وَلَدِهِ وَلَدِ أرفخشد إِلَى تارح، وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِإِيمَانِهِمْ فِي أَثَرٍ، وَأَخْرَجَ ابن سعد فِي الطَّبَقَاتِ مِنْ طَرِيقِ الكلبي عَنْ أبي صالح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نُوحًا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا هَبَطَ مِنَ السَّفِينَةِ هَبَطَ إِلَى قَرْيَةٍ فَبَنَى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بَيْتًا فَسُمِّيَتْ سُوقَ الثَمَانِينَ فَغَرِقَ بَنُو قَابِيلَ كُلُّهُمْ، وَمَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى آدَمَ مِنَ الْآبَاءِ كَانُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا ضَاقَتْ بِهِمْ سُوقُ الثَمَانِينَ تَحَوَّلُوا إِلَى بَابِلَ فَبَنَوْهَا فَكَثُرُوا بِهَا حَتَّى بَلَغُوا مِائَةَ أَلْفٍ وَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَزَالُوا عَلَى الْإِسْلَامِ وَهُمْ بِبَابِلَ حَتَّى مَلَكَهُمْ نمروذ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح، فَدَعَاهُمْ نمروذ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَفَعَلُوا، هَذَا لَفْظُ هَذَا الْأَثَرِ.

আবদুর রাযযাক *আল-মুসান্নাফ*-এ মা'মার সূত্রে, তিনি ইবন জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেন। ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন, আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:

"যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে অন্তত সাতজন মুসলিম সর্বদা বিদ্যমান ছিলেন। যদি তা না হতো, তবে পৃথিবী এবং তার অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে যেত।"

এই সনদ শায়খাইনের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। আর এ ধরনের বক্তব্য নিছক ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে বলা যায় না; তাই এর হুকুম মারফূ'। ইবনুল মুনযিরও তাঁর *তাফসীর*-এ আদ-দাবারী সূত্রে আবদুর রাযযাক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

ইবন জারীর তাঁর *তাফসীর*-এ শাহর ইবন হাওশাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

"পৃথিবী কখনো এমন ছিল না যে, তাতে চৌদ্দজন এমন ব্যক্তি ছিল না, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীবাসীর ওপর থেকে বিপদ প্রতিহত করতেন এবং যাদের কারণে পৃথিবীর বরকত প্রকাশ পেত। তবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগে তিনি একাই ছিলেন।"

ইবনুল মুনযির তাঁর *তাফসীর*-এ কাতাদাহ রহ. থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾

—সূরা আল-বাকারা, ২:৩৮ —এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

"আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে অবতরণের পর থেকে আল্লাহর জন্য পৃথিবীতে সর্বদা ওলী ছিলেন। আল্লাহ কখনো পৃথিবীকে একচ্ছত্রভাবে ইবলিসের জন্য ছেড়ে দেননি; বরং সেখানে আল্লাহর এমন ওলীগণ ছিলেন, যারা তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করতেন।"

হাফিজ আবূ উমর ইবন আবদিল বার রহ. বলেন:

ইবনুল কাসিম ইমাম মালিক রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার কাছে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার এই বক্তব্য পৌঁছেছে:

"যতদিন পৃথিবীতে শয়তানের কোনো ওলী থাকবে, ততদিন আল্লাহ তাআলারও পৃথিবীতে কোনো না কোনো ওলী থাকবেন।"

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল *আয-যুহদ*-এ এবং আল-খাল্লাল *কারামাতুল আওলিয়া*-তে শায়খাইনের শর্ত অনুযায়ী সহীহ সনদে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন:

"নূহ আলাইহিস সালামের পর থেকে পৃথিবী কখনো এমন সাতজন ব্যক্তি থেকে শূন্য ছিল না, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীবাসীর ওপর থেকে বিপদ প্রতিহত করেন।"

এ বক্তব্যেরও হুকুম মারফূ'।

আল-আযরাকী *তারীখু মক্কাহ*-এ যুহাইর ইবন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন:

"পৃথিবীর বুকে সর্বদা অন্তত সাতজন মুসলিম বিদ্যমান ছিলেন। যদি তা না হতো, তবে পৃথিবী এবং তার অধিবাসীরা ধ্বংস করে দেওয়া হতো।"

আল-জানাদী *ফাদাইলু মক্কাহ*-এ মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন:

"পৃথিবীর বুকে সর্বদা অন্তত সাতজন মুসলিম ছিলেন। যদি তা না হতো, তবে পৃথিবী ও তার অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে যেত।"

ইমাম আহমদ *আয-যুহদ*-এ কা'ব রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন:

"নূহ আলাইহিস সালামের পর থেকে পৃথিবীতে সর্বদা চৌদ্দজন এমন ব্যক্তি ছিলেন, যাদের কারণে আযাব প্রতিহত করা হতো।"

আল-খাল্লাল *কারামাতুল আওলিয়া*-তে যাযান রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন:

"নূহ আলাইহিস সালামের পর পৃথিবী কখনো বারোজন বা ততোধিক এমন ব্যক্তি থেকে শূন্য ছিল না, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীবাসীর ওপর থেকে বিপদ প্রতিহত করতেন।"

ইবনুল মুনযির তাঁর *তাফসীর*-এ সহীহ সনদে ইবন জুরাইজ থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও।" —সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪০ —এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

"ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্যে সর্বদা এমন কিছু লোক থাকবেন, যারা ফিতরাতের ওপর থেকে আল্লাহর ইবাদত করবেন।"

এই তিনটি আসারে "নূহ আলাইহিস সালামের পর" বলে সীমাবদ্ধ করার কারণ হলো—নূহ আলাইহিস সালামের পূর্বে সকল মানুষই হিদায়াতের ওপর ছিল।

আল-বাযযার তাঁর *মুসনাদ*-এ, ইবন জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবন আবী হাতিম তাঁদের তাফসীরে এবং আল-হাকিম *আল-মুস্তাদরাক*-এ—এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন—ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ "মানুষ ছিল এক উম্মত।" —সূরা আল-বাকারা, ২:২১৩ —এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

"আদম ও নূহ আলাইহিমাস সালামের মধ্যবর্তী দশ কুরূন ছিল। তারা সকলেই সত্য শরীয়তের ওপর ছিল। এরপর তারা মতভেদে লিপ্ত হলে আল্লাহ নবীগণকে প্রেরণ করেন।"

তিনি আরও বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিরাআতে এটি এভাবে রয়েছে: "মানুষ ছিল এক উম্মত; অতঃপর তারা মতভেদে লিপ্ত হলো।"

আবূ ইয়া'লা, আত-তাবারানী এবং ইবন আবী হাতিম সহীহ সনদে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে— ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ —এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "তারা সকলেই ইসলামের ওপর ছিল।"

ইবন আবী হাতিম কাতাদাহ রহ. থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন:

"আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও নূহ আলাইহিমাস সালামের মধ্যে দশ কুরূন ছিল। তারা সকলেই হিদায়াত এবং সত্য শরীয়তের ওপর ছিল। এরপর তারা মতভেদে লিপ্ত হলো। তখন আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন। তিনিই পৃথিবীবাসীর কাছে আল্লাহর প্রেরিত প্রথম রাসূল।"

ইবন সা'দ *আত-তাবাকাত*-এ অন্য সূত্রে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন:

"নূহ থেকে আদম আলাইহিমাস সালাম পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল পিতৃপুরুষ ইসলামের ওপর ছিলেন।"

ইবন সা'দ সুফিয়ান ইবন সাঈদ আস-সাওরী সূত্রে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইকরিমা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন:

"আদম ও নূহ আলাইহিমাস সালামের মধ্যে দশ কুরূন ছিল; তারা সকলেই ইসলামের ওপর ছিল।"

কুরআনে নূহ আলাইহিস সালামের দুআ বর্ণিত হয়েছে:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا﴾ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যে মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাকে ক্ষমা করুন।" —সূরা নূহ, ৭১:২৮

নূহ আলাইহিস সালামের পুত্র সাম ইজমা ও কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী মুমিন ছিলেন। কারণ তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে নৌকায় নাজাত পেয়েছিলেন, আর সেখানে মুমিন ছাড়া কেউ নাজাত পায়নি।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ "আর আমরা তাঁর বংশধরদেরই অবশিষ্ট রেখেছি।" —সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:৭৭

বরং একটি আসারে বর্ণিত হয়েছে যে, সাম নবী ছিলেন। ইবন সা'দ *আত-তাবাকাত*-এ, আয-যুবাইর ইবন বাক্কার *আল-মুওয়াফফাকিয়্যাত*-এ এবং ইবন আসাকির তাঁর *তারীখ*-এ আল-কালবী সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

সামের পুত্র আরফাখশাদ-এর ঈমানও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি আসারে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। ইবন আবদিল হাকাম *তারীখু মিসর*-এ তা বর্ণনা করেছেন। সেখানে রয়েছে যে, আরফাখশাদ তাঁর দাদা নূহ আলাইহিস সালামকে পেয়েছিলেন এবং নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন, যেন আল্লাহ রাজত্ব ও নবুওয়াত তাঁর বংশধরদের মধ্যে রাখেন।

আরফাখশাদ থেকে তারিহ পর্যন্ত তাঁদের ঈমানের কথাও একটি আসারে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইবন সা'দ *আত-তাবাকাত*-এ আল-কালবী সূত্রে, তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন:

নূহ আলাইহিস সালাম যখন নৌকা থেকে অবতরণ করলেন, তখন তিনি একটি জনপদে নামলেন। তাঁদের প্রত্যেকে সেখানে একটি করে ঘর নির্মাণ করলেন। ফলে স্থানটির নাম হলো "সূকুস সামানীন"।

কাবীলের সকল বংশধর প্লাবনে ডুবে গিয়েছিল। আর নূহ আলাইহিস সালাম থেকে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল পিতৃপুরুষ ইসলামের ওপর ছিলেন।

পরে যখন "সূকুস সামানীন" তাঁদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তখন তাঁরা বাবিলে স্থানান্তরিত হয়ে তা নির্মাণ করলেন। সেখানে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এক লাখে পৌঁছল এবং তাঁরা তখনও ইসলামের ওপর ছিলেন।

তাঁরা বাবিলে অবস্থানকালেও ইসলামের ওপরই ছিলেন, যতক্ষণ না তাঁদের ওপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে নমরূদ ইবন কূশ ইবন কিন'আন ইবন হাম ইবন নূহ। এরপর নমরূদ তাদেরকে মূর্তিপূজার দিকে আহ্বান করল এবং তারা তা গ্রহণ করল। এটাই এই আসারের মূল শব্দবিন্যাস।

فَعُرِفَ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الْآثَارِ **أَنَّ أَجْدَادَ النَّبِيِّ - ﷺ - كَانُوا مُؤْمِنِينَ بِبَقِيَّةٍ مِنْ آدَمَ إِلَى زَمَنِ نمرود**، وَفِي زَمَنِهِ كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وآزر، فَإِنْ كَانَ آزر وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ فَيُسْتَثْنَى مِنْ سِلْسِلَةِ النَّسَبِ، وَإِنْ كَانَ عَمَّهُ فَلَا اسْتِثْنَاءَ، وَهَذَا الْقَوْلُ - أَعْنِي أَنْ آزر لَيْسَ أَبَا إِبْرَاهِيمَ - وَرَدَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ

এই সমস্ত আসার একত্রে বিবেচনা করলে জানা যায় যে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে নমরূদের যুগ পর্যন্ত নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষগণ নিশ্চিতভাবেই মুমিন ছিলেন।

আর নমরূদের যুগেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও আযর ছিলেন। অতএব, যদি আযর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রকৃত পিতা হয়ে থাকেন, তবে তাঁকে বংশপরম্পরা থেকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করতে হবে। আর যদি তিনি তাঁর চাচা হয়ে থাকেন, তবে কোনো ব্যতিক্রমের প্রয়োজন নেই।

আর "আযর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা নন"—এই মতটি সালাফের একদল মনীষী থেকে বর্ণিত হয়েছে। [57]

[57] আবদুর রহমান ইবন আবী বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া, খণ্ড ২, পৃ. ২৫৪–২৫৮; প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর, বৈরুত, লেবানন; ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.

ইমাম বাগাওয়ী বলেন:

﴿عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ أَيِ انْقِطَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ. وَاخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ الْفَتْرَةِ بَيْنَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُحَمَّدٍ ﷺ ، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ: سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ، وَقَالَ قَتَادَةُ: خَمْسُمِائَةٍ وَسِتُّونَ سَنَةً، وَقَالَ مَعْمَرٌ وَالْكَلْبِيُّ، خَمْسُمِائَةٍ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً، وَسُمِّيَتْ فَتْرَةً لِأَنَّ الرُّسُلَ كَانَتْ تَتْرَى بَعْدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعٍ إِلَى زَمَنِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سِوَى رَسُولِنَا ﷺ

﴿عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ "রাসূলদের আগমনের বিরতির সময়ে।" এখানে فَتْرَةٍ দ্বারা রাসূলদের আগমনের বিরতি বা সাময়িক বন্ধ হওয়া বোঝানো হয়েছে।

তিনি বলেন: أَيْ: انْقِطَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ.

অর্থাৎ, রাসূলদের আগমনের ধারাবাহিকতায় একটি বিরতি।

ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর মধ্যবর্তী ফাতরাহ বা বিরতির সময়কাল সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

আবু উসমান আন-নাহদী বলেন: سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ. অর্থাৎ, ছয়শ বছর।

কাতাদাহ বলেন: خَمْسُمِائَةٍ وَسِتُّونَ سَنَةً. অর্থাৎ, পাঁচশ ষাট বছর।

আর মা'মার ও কালবী বলেন: خَمْسُمِائَةٍ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً. অর্থাৎ, পাঁচশ চল্লিশ বছর।

এ সময়কালকে فَتْرَةٌ বা "বিরতির যুগ" বলা হয়েছে। কারণ মূসা আলাইহিস সালামের পর থেকে ঈসা আলাইহিস সালামের যুগ পর্যন্ত রাসূলগণ একের পর এক ধারাবাহিকভাবে আগমন করেছেন; এ ধারায় কোনো দীর্ঘ বিরতি ছিল না।

وَسُمِّيَتْ فَتْرَةً لِأَنَّ الرُّسُلَ كَانَتْ تَتْرَى بَعْدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعٍ إِلَى زَمَنِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের পর আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ ছাড়া আর কোনো রাসূল আগমন করেননি। وَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سِوَى رَسُولِنَا ﷺ.[58]

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضى الله عنه. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَالأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّتٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ ".

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَالْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ.

অর্থাৎ, "মানুষের মধ্যে মারইয়ামের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালামের সবচেয়ে নিকটবর্তী আমি। নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাইদের মতো; আমার ও তাঁর মাঝে কোনো নবী নেই।"

---

[58] মুহয়িস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাওয়ী রহ. (মৃত্যু ৫১০ হি.), مَعَالِمُ التَّنْزِيلِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ = تَفْسِيرُ الْبَغَوِيِّ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪। প্রকাশক: দারু তাইবাহ লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযী'। চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি। মোট খণ্ড: ৮।

এখানে أَوْلَادُ عَلَّاتٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—তাঁদের দ্বীন ও মূল দাওয়াত এক, যদিও শরীআতের কিছু বিধান ভিন্ন ছিল। আর لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, ঈসা আলাইহিস সালামের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে আর কোনো নবী আগমন করেননি। [59]

সহীহ বুখারীতে এসেছে:
সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ ﷺ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ.

"ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর মধ্যবর্তী ফাতরাহ বা বিরতির সময়কাল ছিল ছয়শ বছর।" [60]

وَالَّذِيْنَ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ لَا تَعْذِيْبَ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِيْ أَهْلِ الفَتْرَةِ أَحَادِيْثُ أَنَّهُمْ يُمْتَحَنُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَآيَاتٌ مُشِيْرَةٌ إِلى عَدَمِ تَعْذِيْبِهِمْ.

যাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছেনি, তাদের জন্য কোনো শাস্তি নেই। আহলে ফাতরাহ সম্পর্কে এমন কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। একইভাবে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতেও তাদের শাস্তি না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

---

[59]

- সহীহ বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩৪৪২।
- সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, ঈসা আলাইহিস সালামের ফাদাইল অধ্যায়, হাদীস নং ২৩৬৫।

[60] সহীহ বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, সালমান আল-ফারিসী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়, হাদীস নং ৩৯৪৮।

কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ:

1. ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾
2. ﴿ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَٰفِلُونَ﴾
3. ﴿وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾
4. ﴿وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾
5. ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَٰلِمُونَ﴾
6. ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ﴾
7. ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا۟ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾

১. "আর আমি কোনো রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করি না।"

২. "এটা এ জন্য যে, আপনার রব এমন নন যে, কোনো জনপদকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করবেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল অজ্ঞ ও অসচেতন।"

৩. "আর যদি তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ওপর কোনো বিপদ এসে পড়ত, তখন তারা বলত, 'হে আমাদের রব! আপনি কেন আমাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না? তাহলে আমরা আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতাম এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'"

৪. "আর যদি এর পূর্বেই আমি তাদের কোনো শাস্তির মাধ্যমে ধ্বংস করে দিতাম, তবে তারা অবশ্যই বলত, 'হে আমাদের রব! আপনি কেন আমাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতাম।'"

৫. "আর আপনার রব কোনো জনপদকে ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ না তার কেন্দ্রীয় জনপদে একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন। আর আমি কোনো জনপদকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার অধিবাসীরা জালিম হয়।"

৬. "আর এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও। যেন তোমরা বলতে না পার, 'আমাদের পূর্বে শুধু দুটি সম্প্রদায়ের ওপরই কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, আর আমরা তো তাদের অধ্যয়ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম।'"

৭. "আর তারা সেখানে চিৎকার করে বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদের বের করে দিন; আমরা পূর্বে যে আমল করতাম তার পরিবর্তে সৎকর্ম করব।' [তাদের বলা হবে:] 'আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দিইনি, যাতে যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। অতএব তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর; জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'"

الأَدِلَّةُ مِنَ الحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ
হাদীস থেকে দলিলসমূহ

প্রথম হাদীস:

ইমাম তাবারানী 'আল-মু'জামুল কাবীর'-এ বর্ণনা করেছেন:

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ " :أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْلُونَ بِحُجَّةٍ: أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرَمٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ، فَيَقُولُ :يَا رَبِّ، جَاءَ وَالصِّبْيَانُ يَقْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ :لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ :رَبِّ مَا أَتَانِي رَسُولُكَ، فَيَأْخُذَ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعَنَّهُ، فَيُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ :فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا"

আসওয়াদ ইবনু সারী' রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

"কিয়ামতের দিন চার শ্রেণির মানুষ নিজেদের ওযর-আপত্তি পেশ করবে: একজন বধির, যে শুনতে পায় না; একজন নির্বোধ ব্যক্তি; একজন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি; এবং এমন ব্যক্তি, যে ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণ করেছে।

বধির ব্যক্তি বলবে: 'হে আমার রব! ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পেতাম না।'

নির্বোধ ব্যক্তি বলবে: 'হে আমার রব! ইসলাম এসেছিল, অথচ শিশুরা আমাকে গোবরের ঢেলা নিক্ষেপ করত।'

অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি বলবে: 'ইসলাম এসেছিল, কিন্তু তখন আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না।'

আর যে ব্যক্তি ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণ করেছে, সে বলবে: 'হে আমার রব! আপনার কোনো রাসূল আমার কাছে আসেননি।'

তখন আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার নেবেন। এরপর তাদের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে বলবেন: 'তোমরা আগুনে প্রবেশ করো।'

নবী ﷺ বলেন: 'সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তারা যদি তাতে প্রবেশ করত, তবে তা তাদের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যেত।" [61]

ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহও অনুরূপ শব্দে বর্ণনা করেছেন:

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَحْتَجُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَصَمُّ، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَلَمْ أَسْمَعْ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا

---

[61] সুলাইমান ইবনু আহমদ ইবনু আইয়ুব ইবনু মুতাইর আল-লাখমী আশ-শামী, আবুল কাসিম আত-তাবারানী (মৃ. ৩৬০ হি.), *আল-মু'জামুল কাবীর*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৭, হাদীস নং ৮৪১, মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়্যাহ, কায়রো, দ্বিতীয় সংস্করণ, মোট ২৫ খণ্ড।

আসওয়াদ ইবনু সারী‘ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“কিয়ামতের দিন চার শ্রেণির মানুষ নিজেদের পক্ষে ওযর পেশ করবে: একজন বধির ব্যক্তি, একজন নির্বোধ ব্যক্তি, একজন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি এবং এমন এক ব্যক্তি, যে ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণ করেছে।

বধির ব্যক্তি বলবে: ‘হে আমার রব! ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পাইনি।’

নির্বোধ ব্যক্তি বলবে: ‘হে আমার রব! ইসলাম এসেছিল, অথচ শিশুরা আমাকে গোবরের ঢেলা ছুড়ে মারত।’

অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি বলবে: ‘হে আমার রব! ইসলাম এসেছিল, কিন্তু তখন আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না।’

আর যে ব্যক্তি ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণ করেছে, সে বলবে: ‘হে আমার রব! আপনার কোনো রাসূল আমার কাছে আসেননি।’

তখন আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাঁর আনুগত্য করার দৃঢ় অঙ্গীকার নেবেন। এরপর তাদের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে আদেশ করবেন: ‘তোমরা আগুনে প্রবেশ করো।’

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: ‘সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তারা যদি তাতে প্রবেশ করত, তবে সেই আগুন তাদের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যেত।” [62]

এ হাদীসটি আরও বর্ণনা করেছেন—ইমাম যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী *আল-আহাদীসুল মুখতারাহ*-এ, [63] ইমাম হাইসামী *কাশফুল আসতার*-এ, [64] ইমাম ইবনু হিব্বান তাঁর *সহীহ*-এ, [65] ইমাম আবু নু‘আইম *আখবারু আসবাহান*-এ [66] এবং

---

[62] আবু ইয়াকূব ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ইবনু মাখলাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হানযালী আল-মারওয়াযী, ইবনু রাহাওয়াইহ নামে প্রসিদ্ধ (মৃ. ২৩৮ হি.), *মুসনাদু ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহ*, হাদীস নং ৪১; তাহকীক: ড. আবদুল গফূর ইবনু আবদিল হক আল-বালূশী; প্রকাশক: মাকতাবাতুল ঈমান, মদিনা মুনাওয়ারা; প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.; মোট ৫ খণ্ড।

[63] যিয়াউদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী (মৃ. ৬৪৩ হি.), *আল-আহাদীসুল মুখতারাহ*—অথবা *আল-মুস্তাখরাজ মিনাল আহাদীসিল মুখতারাহ মিম্মা লাম ইউখরিজহুল বুখারী ওয়া মুসলিম ফী সহীহাইহিমা*, মুসনাদুল আসওয়াদ ইবনু সারী‘ আল-মুনকারি রাদিয়াল্লাহু আনহু, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৪৫, হাদীস নং ১৪৫৪; প্রকাশক: দারু খাদির, বৈরুত, লেবানন; তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.; মোট ১৩ খণ্ড।

[64] নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর ইবনু সুলাইমান আল-হাইসামী (মৃ. ৮০৭ হি.), *কাশফুল আসতার ‘আন যাওয়াইদিল বাযযার*, কিতাবুল কাদার, “যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি এবং এ-জাতীয় বিষয়” অধ্যায়, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩, হাদীস নং ২১৭৪; তাহকীক: হাবীবুর রহমান আল-আ‘যামী; প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.; মোট ৪ খণ্ড।

[65] মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান ইবনু আহমদ ইবনু হিব্বান ইবনু মু‘আয ইবনু মা‘বাদ আত-তামীমী, আবু হাতিম আদ-দারিমী আল-বুসতী (মৃ. ৩৫৪ হি.), *আল-ইহসান ফী তাকরীবি সহীহ ইবনু হিব্বান*, কিয়ামতের পুনরুত্থান ও সেদিন মানুষের অবস্থা সম্পর্কিত অধ্যায়—“কিয়ামতের দিন যারা আল্লাহর নিকট ওযর পেশ করবে তাদের বিবরণ”, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ৩৫৬, হাদীস নং ৭৩৫৭; বিন্যাস: আমীর আলাউদ্দীন আলী ইবনু বালবান আল-ফারিসী (মৃ. ৭৩৯ হি.); তাহকীক ও তাখরীজ: শু‘আইব আল-আরনাউত; প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.; মোট ১৮ খণ্ড।

[66] আবু নু‘আইম আহমদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু ইসহাক ইবনু মূসা ইবনু মিহরান আল-আসবাহানী (মৃ. ৪৩০ হি.), *তারীখু আসবাহান = আখবারু আসবাহান*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৫; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.; মোট ২ খণ্ড।

মা'রিফাতুস সাহাবাহ-এ, [67] ইমাম বাইহাকী *আল-কাদা ওয়াল-কাদার*-এ, [68] ইমাম আহমদ *আল-মুসনাদ*-এ [69] এবং আরও অনেক মুহাদ্দিস।

দ্বিতীয় হাদীস

ইবনু আবী আসিম *আস-সুন্নাহ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " :أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ يُدْلِي عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحُجَّةٍ وَعُذْرٍ: رَجُلٌ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ، وَرَجُلٌ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ هَرَمًا، وَرَجُلٌ أَصَمُّ أَبْكَمُ، وَرَجُلٌ مَعْتُوهٌ .فَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا رَسُولًا فَيَقُولُ :ائْتُوهُ. فَيَأْتِيهِمُ الرَّسُولُ فَيُؤَجِّجُ لَهُمْ نَارًا، ثُمَّ يَقُولُ :اقْتَحِمُوهَا. فَمَنِ اقْتَحَمَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَمَنْ لَا، حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"চার শ্রেণির মানুষ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নিজেদের পক্ষে দলিল ও ওযর পেশ করবে: এমন ব্যক্তি, যে ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণ করেছে; এমন ব্যক্তি, যে অতিবৃদ্ধ অবস্থায় ইসলামের যুগ পেয়েছে; একজন বধির ও বোবা ব্যক্তি; এবং একজন বুদ্ধিবিকল ব্যক্তি।

তখন আল্লাহ তাদের কাছে একজন ফেরেশতাকে রাসূলরূপে পাঠাবেন এবং বলবেন: 'তোমরা তার অনুসরণ করো।'

অতঃপর সেই দূত তাদের কাছে এসে তাদের জন্য আগুন প্রজ্বলিত করবেন। তারপর বলবেন: 'তোমরা এতে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

তখন যে ব্যক্তি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, আগুন তার জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাবে। আর যে তা করবে না, তার ওপর শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে যাবে।" [70]

---

[67] আবু নু'আইম আহমদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-আসবাহানী (মৃ. ৪৩০ হি.), *মা'রিফাতুস সাহাবাহ*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭১, হাদীস নং ৯১১; প্রকাশক: দারুল ওয়াতান, রিয়াদ; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.; মোট ৭ খণ্ড।

[68] আবু বাকর আহমদ ইবনু হুসাইন ইবনু আলী ইবনু মূসা আল-বাইহাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি.), *আল-কাদা ওয়াল-কাদার*, পৃষ্ঠা ৩৬১, হাদীস নং ৬৪৪; প্রকাশক: মাকতাবাতুল উবাইকান, রিয়াদ, সৌদি আরব; প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.; মোট ৩৬২ পৃষ্ঠা।

[69] ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (১৬৪–২৪১ হি.), *মুসনাদুল ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল*, খণ্ড ২৬, পৃষ্ঠা ২২৮, হাদীস নং ১৬৩০১; তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাউত, আদিল মুরশিদ প্রমুখ; তত্ত্বাবধান: ড. আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মুহসিন আত-তুরকী; প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ; প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.; মোট ৫০ খণ্ড।

[70] আবু বাকর ইবনু আবী আসিম—আহমদ ইবনু আমর ইবনু দাহহাক ইবনু মাখলাদ আশ-শাইবানী (মৃ. ২৮৭ হি.), *আস-সুন্নাহ*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৬, হাদীস নং ৪০৪; তাহকীক: মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী; প্রকাশক: আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪০০ হি.; মোট ২ খণ্ড।

তৃতীয় হাদীস

ইমাম বাযযার বলেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ الْكُوفِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْسِبُهُ قَالَ:

" يُؤْتَى بِالْهَالِكِ فِي الْفَتْرَةِ، وَالْمُعْتُوهِ، وَالْمَوْلُودِ، فَيَقُولُ الْهَالِكُ فِي الْفَتْرَةِ :لَمْ يَأْتِنِي كِتَابٌ وَلا رَسُولٌ، وَيَقُولُ الْمُعْتُوهُ :أَيْ رَبِّ لَمْ تَجْعَلْ لِي عَقْلًا أَعْقِلُ بِهِ خَيْرًا وَلا شَرًّا، وَيَقُولُ الْمَوْلُودُ :لَمْ أُدْرِكِ الْعَمَلَ، قَالَ :فَتُرْفَعُ لَهُمْ نَارٌ ، فَيُقَالُ لَهُمْ :رِدُوهَا، أَوْ قَالَ :ادْخُلُوهَا ، فَيَدْخُلُهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ سَعِيدًا، إِنْ لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلَ."

قَالَ " :وَيُمْسِكُ عَنْهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ شَقِيًّا إِنْ لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلَ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :إِيَّايَ عَصَيْتُمْ، فَكَيْفَ بِرُسُلِي بِالْغَيْبِ."

قَالَ الْبَزَّارُ :لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلا مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلٍ.

মুহাম্মাদ ইবনু উমার ইবনু হাইয়াজ আল-কূফী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, ফুদাইল ইবনু মারযূক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আতিয়্যাহ থেকে, তিনি আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন—আমার ধারণা, তিনি বলেছেন:

“কিয়ামতের দিন ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি, বুদ্ধিবিকল ব্যক্তি এবং শিশুকে উপস্থিত করা হবে।

ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি বলবে: ‘আমার কাছে কোনো কিতাবও আসেনি এবং কোনো রাসূলও আসেননি।’

বুদ্ধিবিকল ব্যক্তি বলবে: ‘হে আমার রব! আপনি আমাকে এমন বুদ্ধি দেননি, যার দ্বারা আমি ভালো-মন্দ বুঝতে পারতাম।’

আর শিশু বলবে: ‘আমি আমল করার বয়সই পাইনি।’

তিনি বলেন: তখন তাদের সামনে একটি আগুন উত্থাপন করা হবে। এরপর তাদের বলা হবে: ‘তোমরা এতে প্রবেশ করো।’ অথবা তিনি বলেছেন: ‘তোমরা এতে প্রবেশ করো।’

তখন আল্লাহর ইলমে যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হিসেবে নির্ধারিত—সে যদি আমল করার বয়স পেত—সে সেই আগুনে প্রবেশ করবে।

আর আল্লাহর ইলমে যে ব্যক্তি দুর্ভাগা হিসেবে নির্ধারিত—সে যদি আমল করার বয়স পেত—সে আগুনে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে।

তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলবেন: ‘তোমরা তো আমারই অবাধ্য হয়েছ; তাহলে অদৃশ্য অবস্থায় আমার রাসূলদের আনুগত্য তোমরা কীভাবে করতে?’”

ইমাম বাযযার বলেন:

“আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ হাদীসটি ফুদাইলের সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে বলে আমরা জানি না।” [71]

---

[71] নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর ইবনু সুলাইমান আল-হাইসামী (মৃ. ৮০৭ হি.), *কাশফুল আসতার ‘আন যাওয়াইদিল বাযযার*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪, হাদীস নং ২১৭২।

ইবনুল জা'দ তাঁর *মুসনাদ*-এ বর্ণনা করেছেন:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " :الْهَالِكُ فِي الْفَتْرَةِ وَالْمَعْتُوهُ وَالْمَوْلُودُ قَالَ: يَقُولُ الْهَالِكُ فِي الْفَتْرَةِ لَمْ يَأْتِنِي كِتَابٌ وَلَا رَسُولٌ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَاتِ ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ﴾ وَيَقُولُ الْمَعْتُوهُ :لَمْ تَجْعَلْ لِي عَقْلًا أَعْقِلُ بِهِ خَيْرًا وَلَا شَرًّا، وَيَقُولُ الْمَوْلُودُ :رَبِّ لَمْ أُدْرِكِ الْحُلُمَ قَالَ: فَتُرْفَعُ لَهُمْ نَارٌ، فَيُقَالُ :رُدُّوهَا أَوِ ادْخُلُوهَا قَالَ: فَيَرُدُّهَا أَوْ يَدْخُلُهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ سَعِيدًا، لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلَ قَالَ :وَيُمْسِكُ عَنْهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ شَقِيًّا لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلَ قَالَ: فَيَقُولُ: إِيَّايَ عَصَيْتُمْ، فَكَيْفَ بِرُسُلِي بِالْغَيْبِ أَتَتْكُمْ؟ " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: إِيَّايَ عَصَيْتُمْ فَكَيْفَ لَوْ أَتَتْكُمْ رُسُلِي

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

"ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি, বুদ্ধিবিকল ব্যক্তি এবং শিশু—[কিয়ামতের দিন তাদের ব্যাপারে বিচার হবে]।

ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি বলবে: 'আমার কাছে কোনো কিতাবও আসেনি এবং কোনো রাসূলও আসেননি।' এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন:

'আর যদি আমি এর পূর্বেই তাদেরকে কোনো শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম...।' [72]

বুদ্ধিবিকল ব্যক্তি বলবে: 'আপনি আমাকে এমন কোনো বুদ্ধি দেননি, যার দ্বারা আমি ভালো ও মন্দ বুঝতে পারতাম।'

আর শিশু বলবে: 'হে আমার রব! আমি বালেগ হওয়ার বয়সই পাইনি।'

তিনি বলেন: তখন তাদের সামনে একটি আগুন উত্থাপন করা হবে এবং বলা হবে: 'তোমরা এতে প্রবেশ করো।'

তখন আল্লাহর ইলমে যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হিসেবে নির্ধারিত—সে যদি আমল করার বয়স পেত—সে আগুনে প্রবেশ করবে।

আর আল্লাহর ইলমে যে ব্যক্তি দুর্ভাগা হিসেবে নির্ধারিত—সে যদি আমল করার বয়স পেত—সে তা থেকে বিরত থাকবে।

তখন আল্লাহ বলবেন: 'তোমরা তো আমারই অবাধ্য হয়েছ; তাহলে আমার রাসূলগণ তোমাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ে বার্তা নিয়ে এলে তোমরা তাদের কীভাবে আনুগত্য করতে?'

মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর বলেন, বর্ণনার শব্দ হলো:

'তোমরা তো আমারই অবাধ্য হয়েছ; তাহলে আমার রাসূলগণ যদি তোমাদের কাছে আসত, তখন তোমরা কী করতে?'' [73]

---

[72] সূরা ত্বা-হা, ২০:১৩৪।

[73] আলী ইবনুল জা'দ ইবনু উবাইদ আল-জাওহারী আল-বাগদাদী (মৃ. ২৩০ হি.), *মুসনাদু ইবনিল জা'দ*, "ফুদাইল ইবনু মারযূক আর-রুআসী আল-আগার" অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩০০, হাদীস নং ২০৩৮; তাহকীক: আমির আহমদ হায়দার; প্রকাশক: মুয়াসসাসাতু নাদির, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি।

এ হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম তাঁর *তাফসীর*-এ নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন, [74] ইবনু আবদিল বার *আত-তামহীদ*-এ বর্ণনা করেছেন, [75] এবং আবু যুর'আ আল-ইরাকী *তারহুত তাসরীব*-এ এটি উল্লেখ করেছেন। [76]

চতুর্থ হাদীস

ইমাম আবু ইয়ালা ও ইমাম বাযযার আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"يُؤْتَى بِأَرْبَعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: بِالْمَوْلُودِ، وَبِالْمَعْتُوهِ، وَبِمَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ، وَالشَّيْخِ الْفَانِي، كُلُّهُمْ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعُنُقٍ مِنَ النَّارِ :ابْرُزْ، فَيَقُولُ لَهُمْ :إِنِّي كُنْتُ أَبْعَثُ إِلَى عِبَادِي رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنِّي رَسُولُ نَفْسِي إِلَيْكُمْ، ادْخُلُوا هَذِهِ، فَيَقُولُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ :يَا رَبِّ، أَيْنَ نَدْخُلُهَا، وَمِنْهَا كُنَّا نَفِرُّ؟ !قَالَ :وَمَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ يَمْضِي فَيَتَقَحَّمُ فِيهَا مُسْرِعًا، قَالَ :فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنْتُمْ لِرُسُلِي أَشَدُّ تَكْذِيبًا وَمَعْصِيَةً، فَيُدْخِلُ هَؤُلَاءِ الْجَنَّةَ، وَهَؤُلَاءِ النَّارَ."

"কিয়ামতের দিন চার শ্রেণির মানুষকে উপস্থিত করা হবে: শিশু, বুদ্ধিবিকল ব্যক্তি, ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি এবং অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ওযর ও যুক্তি পেশ করবে।

তখন মহান রব তাবারাকা ওয়া তা'আলা জাহান্নামের একটি অংশকে বলবেন: 'প্রকাশিত হও।' অতঃপর তিনি তাদের বলবেন: 'আমি আমার বান্দাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই রাসূল প্রেরণ করতাম। আর এখন আমি নিজেই তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ প্রেরণ করছি—তোমরা এ আগুনে প্রবেশ করো।'

তখন যাদের জন্য দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে, তারা বলবে: 'হে আমাদের রব! আমরা এতে কীভাবে প্রবেশ করব? অথচ এ আগুন থেকেই তো আমরা পালিয়ে বাঁচতে চাইতাম!'

আর যাদের জন্য সৌভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে, তারা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলবেন: 'তোমরা তো আমার রাসূলদের আরও বেশি অস্বীকারকারী ও অবাধ্য হতে।'

অতঃপর এদের একদলকে তিনি জান্নাতে এবং অপর দলকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।" [77]

---

[74] আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস ইবনুল মুনযির আত-তামীমী, আল-হানযালী, আর-রাযী—ইবনু আবী হাতিম (মৃ. ৩২৭ হি.), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম লি-ইবনি আবী হাতিম*, বর্ণনা নং ১৬৯৫০; প্রকাশক: মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, সৌদি আরব; তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৯ হি।

[75] আবু উমার ইবনু আবদিল বার আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮–৪৬৩ হি.), *আত-তামহীদ লিমা ফিল-মুওয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল-আসানীদ ফী হাদীসি রাসূলিল্লাহ* ﷺ, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৩৮৮; প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুল ফুরকান লিত-তুরাসিল ইসলামী, লন্ডন; প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৯ হি./২০১৭ খ্রি.; মোট ১৭ খণ্ড।

[76] আবু যুর'আ ওয়ালিয়ুদ্দীন ইবনুল ইরাকী (মৃ. ৮২৬ হি.), *তারহুত তাসরীব ফী শরহিত তাকরীব*—এখানে 'আত-তাকরীব' দ্বারা *তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ* বোঝানো হয়েছে—খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৩১; প্রাচীন মিসরীয় সংস্করণ, যার অনুলিপি দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, মুয়াসসাসাতুত তারীখিল আরাবী ও দারুল ফিকরিল আরাবীসহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে; মোট ৮ খণ্ড।

পঞ্চম হাদীস

ইমাম আবদুর রাযযাক নিজ সনদে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ أَهْلَ الْفَتْرَةِ وَالْمُعْتُوهَ , وَالْأَصَمَّ , وَالْأَبْكَمَ , وَالشَّيْوخَ الَّذِينَ لَمْ يُدْرِكُوا الْإِسْلَامَ , ثُمَّ يُرْسِلُ رَسُولًا إِلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوا النَّارَ , قَالَ " :فَيَقُولُونَ: كَيْفَ وَلَمْ يَأْتِنَا رَسُولٌ؟ قَالَ : وَايْمِ اللَّهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيُطِيعُهُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُطِيعَهُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ " :فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ ফাতরাতের যুগের লোকদের, বুদ্ধিবিকল ব্যক্তিকে, বধিরকে, বোবাকে এবং এমন অতিবৃদ্ধ লোকদের একত্র করবেন, যারা ইসলামের যুগ পায়নি। এরপর তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠাবেন এই নির্দেশ দিয়ে যে, তারা যেন আগুনে প্রবেশ করে।

তখন তারা বলবে: 'আমরা কীভাবে আগুনে প্রবেশ করব, অথচ আমাদের কাছে তো কোনো রাসূলই আসেননি?'

তিনি বলেন: 'আল্লাহর শপথ! তারা যদি তাতে প্রবেশ করত, তবে তা তাদের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যেত।'

এরপর আবার তাদের কাছে নির্দেশ পাঠানো হবে। তখন যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করতে ইচ্ছুক, সে তাঁর আনুগত্য করবে।"

এরপর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পড়ো— 'আমি কোনো রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করি না।" —সূরা আল-ইসরা, ১৭:১৫। [78]

- ইমাম হাফিয আহমদ ইবনু আলী ইবনুল মুসান্না আত-তামীমী (২১০–৩০৭ হি.), *মুসনাদু আবী ইয়ালা আল-মাওসিলী*, হাদীস নং ৪২২৪; তাখরীজ ও তা'লীক: সাঈদ ইবনু মুহাম্মাদ আস-সানারী; প্রকাশক: দারুল হাদীস, কায়রো; প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.; মোট ১০ খণ্ড।
- আবু বাকর আহমদ ইবনু আমর ইবনু আবদিল খালিক ইবনু খাল্লাদ ইবনু উবাইদিল্লাহ আল-আতাকী, ইমাম বাযযার নামে প্রসিদ্ধ (মৃ. ২৯২ হি.), *মুসনাদুল বাযযার*, যা *আল-বাহরুয যাখ্খার* নামে প্রকাশিত; হাদীস নং ৭৫৯৪; প্রকাশক: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল-হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা; প্রথম সংস্করণ, প্রকাশকাল ১৯৮৮–২০০৯ খ্রি.; মোট ১৮ খণ্ড।

[78] আবু বাকর আবদুর রাযযাক ইবনু হাম্মাম ইবনু নাফি' আল-হিমইয়ারী আল-ইয়ামানী আস-সান'আনী (মৃ. ২১১ হি.), *তাফসীরু আবদির রাযযাক*, বর্ণনা নং ১৫৪১; তাহকীক: ড. মাহমুদ মুহাম্মাদ আবদুহু; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.; মোট ৩ খণ্ড।

ষষ্ঠ হাদীস

ইমাম হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবীও তাঁর সহীহ বলার সঙ্গে একমত হয়েছেন।

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন:

" إِنَّ رَبِّي زَوَى لِيَ الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا، وَقَالَ :يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً لَمْ يُرَدَّ إِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَلَا أُظْهِرُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ بِعَامَّةٍ، وَلَوِ اجْتَمَعَ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ هُوَ يُهْلِكُ بَعْضًا هُوَ يَسْبِي بَعْضًا، وَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَلَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" ، وَأَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا يُوجَدُ فِي مِائَةِ سَنَةٍ، وَسَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَكِنْ لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِي طَائِفَةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ ، قَالَ :وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَنْزِعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ ثَمَرِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِثْلَهَا ، وَأَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ رَجُلٌ بِأَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، ثُمَّ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ :وَزَعَمَ "أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَظَّمَ شَأْنَ الْمَسْأَلَةِ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْمِلُونَ أَوْثَانَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ :مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ :رَبَّنَا لَمْ تُرْسِلْ إِلَيْنَا رَسُولًا، وَلَمْ يَأْتِنَا أَمْرٌ وَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَكِنَّا أَطْوَعُ عِبَادِكَ لَكَ، فَيَقُولُ لَهُمْ رَبُّهُمْ :أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ أَتُطِيعُونِي؟ قَالَ :فَيَقُولُونَ: نَعَمْ .قَالَ :فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَعْمَدُوا لِجَهَنَّمَ فَيَدْخُلُونَهَا، قَالَ :فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا رَأَوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، فَهَابُوا فَرَجَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ، فَقَالُوا :رَبَّنَا فَرِقْنَا مِنْهَا، فَيَقُولُ :أَلَمْ تُعْطُونِي مَوَاثِيقَكُمْ لَتُطِيعُونِي، اعْمِدُوا لَهَا فَادْخُلُوا، فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى إِذَا رَأَوْهَا فَرَقُوا فَرَجَعُوا، فَقَالُوا :رَبَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْخُلَهَا، قَالَ :فَيَقُولُ: ادْخُلُوهَا دَاخِرِينَ " قَالَ: فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : لَوْ دَخَلُوهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مُخْتَصَرًا"

"নিশ্চয় আমার রব আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করে দেখিয়েছেন। ফলে আমি এর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তসমূহ দেখতে পেয়েছি। তিনি আমাকে লাল ও সাদা—দুই ভাণ্ডার দান করেছেন। আর আমার উম্মতের রাজত্ব অবশ্যই পৃথিবীর সেই পর্যন্ত পৌঁছবে, যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করে দেখানো হয়েছে।

আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য প্রার্থনা করেছি, যেন তিনি তাদেরকে সর্বব্যাপী দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন; তিনি আমাকে তা দান করেছেন।

আমি তাঁর কাছে আরও প্রার্থনা করেছি, যেন তিনি তাদের ওপর তাদের বাইরের কোনো শত্রুকে এমনভাবে আধিপত্য না দেন; তিনি আমাকে এটিও দান করেছেন।

আর আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছি, যেন তিনি তাদের একদলকে অপর দলের শক্তি ও শাস্তির স্বাদ আস্বাদন না করান; কিন্তু তিনি আমাকে এটি প্রদান করেননি।

তিনি বলেছেন: 'হে মুহাম্মাদ! আমি যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন তা রদ করা হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে এ নিশ্চয়তা দিয়েছি যে, আমি তাদেরকে সর্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করব না এবং তাদের ওপর তাদের বাইরের কোনো শত্রুকে এমনভাবে বিজয়ী করব না যে, তারা সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে—যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। তবে তাদের একদল অপর দলকে ধ্বংস করবে এবং একদল অপর দলকে বন্দী করবে।'

আর আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে পথভ্রষ্টকারী নেতাদের ছাড়া অন্য কিছুকে এত বেশি ভয় করি না।

কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হবে এবং আমার উম্মতের কিছু গোত্র মূর্তিপূজায় লিপ্ত হবে।

আর যখন আমার উম্মতের মধ্যে তরবারি চালু হয়ে যাবে, তখন কিয়ামত পর্যন্ত তা তাদের থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে না।"

তিনি আরও বলেছেন:

"প্রতি একশ বছরে যা কিছু সংঘটিত হওয়ার তা সংঘটিত হবে। আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী বের হবে; তাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে সে নবী। অথচ আমিই শেষ নবী; আমার পরে কোনো নবী নেই।

তবে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন একটি দল থাকবে, যারা সত্যের ওপর যুদ্ধরত ও বিজয়ী থাকবে। যারা তাদের সাহায্য ত্যাগ করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না—যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশ এসে যায়।"

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আরও উল্লেখ করেছেন:

"জান্নাতবাসীদের কেউ জান্নাতের কোনো ফল ছিঁড়ে নিলে, আল্লাহ তার স্থানে অনুরূপ আরেকটি ফল সৃষ্টি করে দেবেন।"

তিনি আরও বলেছেন:

"কোনো ব্যক্তি যে দিনার ব্যয় করে, তার মধ্যে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা দিনারের চেয়ে অধিক সওয়াবের আর কোনো দিনার নেই। এরপর আল্লাহর পথে নিজের ঘোড়ার জন্য ব্যয় করা দিনার; এরপর আল্লাহর পথে নিজের সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করা দিনার।"

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর নবী ﷺ এ বিষয়টির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি করে বর্ণনা করেছেন:

"কিয়ামতের দিন জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা নিজেদের মূর্তিগুলো পিঠে বহন করে উপস্থিত হবে।

তখন তাদের রব আযযা ওয়া জাল্লা তাদের জিজ্ঞেস করবেন: 'তোমরা কিসের ইবাদত করতে?' তারা বলবে: 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠাননি এবং আমাদের কাছে কোনো নির্দেশও আসেনি। আপনি যদি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠাতেন, তবে আমরা অবশ্যই আপনার সবচেয়ে অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

তখন তাদের রব তাদের বলবেন: 'বল তো, আমি যদি এখন তোমাদের কোনো নির্দেশ দিই, তোমরা কি আমার আনুগত্য করবে?'

তারা বলবে: 'হ্যাঁ।'

তখন আল্লাহ এ বিষয়ে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নেবেন এবং তাদের নির্দেশ দেবেন যে, তারা যেন জাহান্নামের দিকে যায় এবং তাতে প্রবেশ করে।

তারা রওনা হবে। যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে এবং তার প্রচণ্ড ক্রোধ ও গর্জন দেখতে ও শুনতে পাবে, তখন তারা ভীত হয়ে ফিরে আসবে তাদের রবের কাছে।

তারা বলবে: 'হে আমাদের রব! আমরা তা দেখে ভীত হয়ে পড়েছি।'

তখন তিনি বলবেন: 'তোমরা কি আমাকে অঙ্গীকার দাওনি যে, তোমরা আমার আনুগত্য করবে? তোমরা তার দিকে যাও এবং তাতে প্রবেশ করো।'

তারা আবার রওনা হবে। কিন্তু যখন তা দেখতে পাবে, আবার ভীত হয়ে ফিরে আসবে এবং বলবে: 'হে আমাদের রব! আমরা এতে প্রবেশ করতে সক্ষম নই।'

তখন তিনি বলবেন: 'তোমরা লাঞ্ছিত অবস্থায় তাতে প্রবেশ করো।'"

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন:

"তারা যদি প্রথমবারই তাতে প্রবেশ করত, তবে তা তাদের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যেত।"

ইমাম হাকিম বলেন:

"এ হাদীসটি শায়খাইন—ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের—শর্ত অনুযায়ী সহীহ। তবে তাঁরা এ পূর্ণ বর্ণনাধারায় হাদীসটি বর্ণনা করেননি। ইমাম মুসলিম কেবল মু'আয ইবনু হিশাম থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি আবু কিলাবাহ থেকে, তিনি আবু আসমা আর-রাহাবী থেকে, তিনি সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সংক্ষিপ্তভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।" [79]

[79] আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাবুরী (মৃ. ৪০৫ হি.), *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং ৮৩৯০; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.; মোট ৪ খণ্ড।

সপ্তম হাদীস

মু'আয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْمَمْسُوحِ عَقْلًا وَبَالْهَالِكِ فِي الْفَتْرَةِ، وَبِالْهَالِكِ صَغِيرًا، فَيَقُولُ الْمَمْسُوحُ عَقْلًا :يَا رَبِّ، لَوْ آتَيْتَنِي عَقْلًا مَا كَانَ مَنْ آتَيْتَهُ عَقْلًا بِأَسْعَدَ بِعَقْلِهِ مِنِّي، وَيَقُولُ الْهَالِكُ صَغِيرًا :يَا رَبِّ لَوْ آتَيْتَنِي عُمْرًا مَا كَانَ مَنْ آتَيْتَهُ عُمْرًا بِأَسْعَدَ مِنْ عُمْرِهِ مِنِّي، وَيَقُولُ الْهَالِكُ فِي الْفَتْرَةِ :يَا رَبِّ لَوْ جَاءَنِي مِنْكَ رَسُولٌ مَا كَانَ بَشَرٌ أَتَاهُ مِنْكَ عَهْدٌ بِأَسْعَدَ بِعَهْدِكَ مِنِّي، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَى :فَإِنِّي آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ أَفَتُطِيعُونِي؟ فَيَقُولُونَ :نَعَمْ وَعِزَّتِكَ يَا رَبُّ، فَيَقُولُ :اذْهَبُوا فَادْخُلُوا جَهَنَّمَ - وَلَوْ دَخَلُوهَا لَمَا تَضُرُّهُمْ شَيْئًا - فَيَخْرُجُ عَلَيْهِمْ فَرَائِضُ مِنَ النَّارِ يَظُنُّونَ أَنَّهَا قَدْ أَهْلَكَتْ مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ، ثُمَّ يَأْمُرُهُمُ الثَّانِيَةَ فَيَرْجِعُونَ كَذَلِكَ، فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ :خَلَقْتُكُمْ بِعِلْمِي، وَإِلَى عِلْمِي تَصِيرُونَ، فَتَأْخُذُهُمُ النَّارُ"

"কিয়ামতের দিন এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যার বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পেয়েছিল, ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে এবং অল্প বয়সে মৃত্যুবরণকারী শিশুকে।

তখন যার বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল সে বলবে: 'হে আমার রব! আপনি যদি আমাকে বুদ্ধি দিতেন, তাহলে যাকে আপনি বুদ্ধি দিয়েছেন সে তার বুদ্ধি দ্বারা আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হতো না।'

আর যে অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে সে বলবে: 'হে আমার রব! আপনি যদি আমাকে দীর্ঘ জীবন দিতেন, তাহলে যাকে আপনি জীবন দিয়েছেন সে তার জীবন দ্বারা আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হতো না।'

আর যে ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণ করেছে সে বলবে: 'হে আমার রব! আপনার পক্ষ থেকে যদি আমার কাছে কোনো রাসূল আসতেন, তবে আপনার পক্ষ থেকে যাদের কাছে অঙ্গীকার ও নির্দেশ পৌঁছেছে, তাদের কেউই আপনার অঙ্গীকার পালনে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হতো না।'

তখন মহান রব বলবেন: 'আমি তোমাদের একটি নির্দেশ দিচ্ছি; তোমরা কি আমার আনুগত্য করবে?'

তারা বলবে: 'হ্যাঁ, হে আমাদের রব! আপনার ইজ্জতের শপথ।'

তখন তিনি বলবেন: 'তোমরা যাও এবং জাহান্নামে প্রবেশ করো।'

তারা যদি তাতে প্রবেশ করত, তবে তা তাদের কোনো ক্ষতিই করত না।

এরপর জাহান্নাম থেকে তাদের সামনে এমন ভয়ংকর অগ্নিশিখা বেরিয়ে আসবে যে, তারা মনে করবে—তা আল্লাহর সৃষ্ট সবকিছুকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। এরপর দ্বিতীয়বার তাদের একই নির্দেশ দেওয়া হবে, কিন্তু তারা আবারও পূর্বের মতো ফিরে আসবে।

তখন মহান রব আযযা ওয়া জাল্লা বলবেন:

'আমি তোমাদেরকে আমার জ্ঞান অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি এবং আমার জ্ঞানের দিকেই তোমাদের পরিণতি হবে।'

অতঃপর আগুন তাদেরকে গ্রাস করবে।” [80]

وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ حَافِظُ الْعَصْرِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْعَسْقَلَانِيُّ:

قَالَ السُّيُوْطِيُّ: وَقَدْ وَرَدَ فِي أَهْلِ الْفَتْرَةِ أَحَادِيثُ، أَنَّهُمْ يُمْتَحَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَآيَاتٌ مُشِيرَةٌ إِلَى عَدَمِ تَعْذِيبِهِمْ، وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ حَافِظُ الْعَصْرِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أبو الفضل ابنُ حجر فِي بَعْضِ كُتُبِهِ، فَقَالَ :وَالظَّنُّ بِآلِهِ ﷺ - يَعْنِي الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَ الْبَعْثَةِ - أَنَّهُمْ يُطِيعُونَ عِنْدَ الِامْتِحَانِ إِكْرَامًا لَهُ ﷺ ؛ لِتَقَرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ.

ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَالَ فِي "الْإِصَابَةِ :" وَرَدَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْهَرِمِ وَمَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ، وَمِنْ وُلِدَ أَكْمَهَ أَعْمَى أَصَمَّ، وَمَنْ وُلِدَ مَجْنُونًا أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يُدْلِي بِحُجَّةٍ وَيَقُولُ :لَوْ عَقَلْتُ أَوْ ذُكِّرْتُ لَآمَنْتُ، فَتُرْفَعُ لَهُمْ نَارٌ وَيُقَالُ :ادْخُلُوهَا، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ لَهُ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَمَنِ امْتَنَعَ أُدْخِلَهَا كُرْهًا، هَذَا مَعْنَى مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ،

قَالَ :وَقَدْ جَمَعْتُ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ قَالَ: وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَدْخُلَ عبد المطلب وَآلُ بَيْتِهِ فِي جُمْلَةِ مَنْ يَدْخُلُهَا طَائِعًا فَيَنْجُوَ، إِلَّا أبا طالب؛ فَإِنَّهُ أَدْرَكَ الْبَعْثَةَ وَلَمْ يُؤْمِنْ، وَثَبَتَ أَنَّهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ،

আর এ মতের দিকেই ঝুঁকেছেন যুগের হাফিয, শাইখুল ইসলাম আল-আসকালানী।

ইমাম সুয়ূতী বলেন:

ফাতরাতের যুগের লোকদের ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে এমন বহু আয়াতও রয়েছে, যা তাদের শাস্তি না হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে।

এই মতের দিকেই যুগের হাফিয, শাইখুল ইসলাম আবুল ফাদল ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থে ঝুঁকেছেন। তিনি বলেছেন:

“নবী ﷺ-এর পরিবারবর্গ সম্পর্কে—অর্থাৎ যারা তাঁর নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন—আমাদের ধারণা হলো, কিয়ামতের পরীক্ষার সময় তাঁরা নবী ﷺ-এর সম্মানার্থে আল্লাহর আনুগত্য করবেন, যাতে তাঁদের দ্বারা নবী ﷺ-এর চক্ষু শীতল হয়।”

এরপর আমি দেখেছি, তিনি *আল-ইসাবাহ* গ্রন্থে বলেছেন:

“অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী, জন্মান্ধ ও বধির ব্যক্তি, জন্মগত পাগল কিংবা বালেগ হওয়ার পূর্বেই যার ওপর উন্মাদনা এসে পড়েছে—এদের এবং এ ধরনের অন্যান্য ব্যক্তিদের ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ওযর পেশ করবে এবং বলবে: ‘আমি যদি বুঝতে পারতাম অথবা আমাকে যদি উপদেশ দেওয়া হতো, তবে অবশ্যই ঈমান আনতাম।’

তখন তাদের সামনে একটি আগুন উত্থাপন করা হবে এবং বলা হবে: ‘তোমরা এতে প্রবেশ করো।’

যে তাতে প্রবেশ করবে, সেই আগুন তার জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাবে। আর যে প্রবেশ করতে অস্বীকার করবে, তাকে জোরপূর্বক তাতে প্রবেশ করানো হবে।

এটাই এ বিষয়ে বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহের সারমর্ম।”

---

[80] সুলাইমান ইবনু আহমদ ইবনু আইয়ূব ইবনু মুতাইর আল-লাখমী আশ-শামী, আবুল কাসিম আত-তাবারানী (মৃ. ৩৬০ হি.), *আল-মু‘জামুল কাবীর*, হাদীস নং ১৫৮; প্রকাশক: মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়্যাহ, কায়রো; দ্বিতীয় সংস্করণ; মোট ২৫ খণ্ড।

তিনি আরও বলেন:

"আমি এ সম্পর্কিত সব বর্ণনাপথ একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় সংকলন করেছি।"

তিনি আরও বলেন:

"আমরা আশা করি, আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর আহলে বাইতও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যারা স্বেচ্ছায় সেই আগুনে প্রবেশ করবে এবং ফলে নাজাত লাভ করবে। তবে আবু তালিব ব্যতিক্রম; কারণ তিনি নবুওয়াতের যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু ঈমান আনেননি। আর সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি জাহান্নামের অগভীর আগুনে থাকবেন।" [81]

81

- আবদুর রহমান ইবনু আবী বাকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), *আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৫; *মাসালিকুল হুনাফা ফী ওয়ালিদাই আল-মুস্তফা*; প্রকাশক: দারুল ফিকর, বৈরুত, ২০০৪ খ্রি.; মোট ২ খণ্ড।
- আবুল ফাদল আহমদ ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ ইবনু হাজার আল-আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি.), *আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ*, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২০১, "আবু তালিব ইবনু আবদিল মুত্তালিব"; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫ হি.; মোট ৮ খণ্ড।

المَسْلَكُ الثَّالِثُ: إِحْيَاؤُهُمَا فَآمَنَا بِه

তৃতীয় মতপন্থা

আল্লাহ তাঁদের উভয়কে পুনর্জীবিত করেছিলেন এবং তাঁরা নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন

এ মতটি মুহাদ্দিস ও হাফিযদের একটি দল গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—ইবনু শাহীন, খতীব আল-বাগদাদী, সুহাইলী, কুরতুবী, মুহিব্বুত তাবারী, আল্লামা নাসিরুদ্দীন ইবনুল মুনীর, ইবনু কাসীর, সুয়ূতী প্রমুখ।

প্রথম হাদীস

ইবনু শাহীন নিজ সনদে *আন-নাসিখ ওয়াল-মানসুখ* গ্রন্থে, [82] সুহাইলী *আর-রাওদুল উনুফ* গ্রন্থে [83] এবং খতীব বাগদাদী *আস-সাবিক ওয়াল-লাহিক* গ্রন্থে [84] বর্ণনা করেছেন:

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ إِلَى الْحَجُونِ كَئِيبًا حَزِينًا فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُورًا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَزَلْتَ إِلَى الْحَجُونِ كَئِيبًا حَزِينًا فَأَقَمْتَ بِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَجَعْتَ مَسْرُورًا قَالَ : سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَحْيَا لِي أُمِّي فَآمَنَتْ بِي، ثُمَّ رَدَّهَا

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজূন নামক স্থানে অত্যন্ত বিষণ্ন ও দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় গেলেন এবং সেখানে তাঁর মহান রব যতক্ষণ ইচ্ছা অবস্থান করলেন। এরপর তিনি আনন্দিত অবস্থায় ফিরে এলেন।

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি হাজূনে অত্যন্ত বিষণ্ন ও দুঃখিত অবস্থায় গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করেছেন। এরপর আপনি আনন্দিত হয়ে ফিরে এলেন।'

তিনি বললেন: "আমি আমার মহান রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। তখন তিনি আমার জন্য আমার মাকে পুনর্জীবিত করলেন। অতঃপর তিনি আমার প্রতি ঈমান আনলেন। তারপর আল্লাহ তাঁকে পুনরায় ফিরিয়ে নিলেন।"

ইমাম সুয়ূতী বলেন:

هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ، بَلْ قِيلَ :إِنَّهُ مَوْضُوعٌ، لَكِنَّ الصَّوَابَ ضَعْفُهُ لَا وَضْعُهُ، وَقَدْ أَلَّفْتُ فِي بَيَانِ ذَلِكَ جُزْءًا مُفْرَدًا،

---

[82] আবু হাফস উমার ইবনু আহমদ ইবনু উসমান ইবনু আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আইয়ূব ইবনু আযদায আল-বাগদাদী, ইবনু শাহীন নামে প্রসিদ্ধ (মৃ. ৩৮৫ হি.), *নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসুখুহু*, হাদীস নং ৬৫৬; তাহকীক: সামীর ইবনু আমীন আয-যুহাইরী; প্রকাশক: মাকতাবাতুল মানার, আয-যারকা; প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.; মোট ৫০৪ পৃষ্ঠা।

[83] আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আহমদ আস-সুহাইলী (মৃ. ৫৮১ হি.), *আর-রাওদুল উনুফ ফী শরহিস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮৮; প্রকাশক: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হি.; মোট ৭ খণ্ড।

[84] আবু বাকর আহমদ ইবনু আলী ইবনু সাবিত ইবনু আহমদ ইবনু মাহদী আল-খতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.), *আস-সাবিক ওয়াল-লাহিক ফী তাবা'উদি মা বাইনা ওয়াফাতি রাবিয়াইন আন শাইখিন ওয়াহিদ*, পৃষ্ঠা ৩৪৪; প্রকাশক: দারুস সুমাই'ঈ, রিয়াদ, সৌদি আরব; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.; মোট ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

"এ হাদীসটি মুহাদ্দিসদের সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল। বরং কেউ কেউ এটিকে মওযূ' বা জাল বলেছেন। তবে সঠিক মত হলো—এটি দুর্বল, মওযূ' নয়। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য আমি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছি।" [85]

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম সুহাইলী বলেন:

وَرُوِيَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَعَلّهُ أَنْ يَصِحّ. وَجَدْته بِخَطّ جَدّي أَبِي عِمْرَانَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللهُ بِسَنَدٍ فِيهِ مَجْهُولُونَ ذَكَرَ أَنّهُ نَقَلَهُ مِنْ كِتَابٍ أُنْتُسِخَ مِنْ كِتَابِ مُعَوّذِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ مُعَوّذٍ الزّاهِدِ يَرْفَعُهُ إلَى عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْ أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَ رَبّهُ أَنْ يُحْيِيَ أَبَوَيْهِ فَأَحْيَاهُمَا لَهُ وَآمَنَا بِهِ ثُمّ أَمَاتَهُمَا "وَاَللهُ قَادِرٌ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلَيْسَ تَعْجَزُ رَحْمَتُهُ وَقُدْرَتُهُ عَنْ شَيْءٍ وَنَبِيّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ أَهْلٌ أَنْ يَخُصّهُ بِمَا شَاءَ مِنْ فَضْلِهِ وَيُنْعِمَ عَلَيْهِ بِمَا شَاءَ مِنْ كَرَامَتِهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ

"একটি গরীব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সম্ভবত তা সহীহ হতে পারে। আমি এটি আমার দাদা, বিচারক আবু ইমরান আহমদ ইবনু আবিল হাসান রহিমাহুল্লাহর নিজ হাতে লেখা নকলের মধ্যে পেয়েছি। এর সনদে কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় রাবী রয়েছেন।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এটি এমন একটি কিতাব থেকে নকল করেছেন, যা যাহিদ মু'আওয়িয ইবনু দাউদ ইবনু মু'আওয়িযের কিতাব থেকে অনুলিখিত হয়েছিল। সেই সনদ আবদুর রহমান ইবনু আবী যিনাদ থেকে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর পিতা-মাতাকে পুনর্জীবিত করা হয়। তখন আল্লাহ তাঁদের উভয়কে তাঁর জন্য পুনর্জীবিত করলেন। তাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন। এরপর আল্লাহ তাঁদের পুনরায় মৃত্যু দিলেন।"

এরপর ইমাম সুহাইলী বলেন:

"আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তাঁর রহমত ও কুদরত কোনো কিছুর ব্যাপারেই অক্ষম নয়। আর তাঁর নবী ﷺ এ মর্যাদার উপযুক্ত যে, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা ইচ্ছা তাঁকে বিশেষভাবে দান করবেন এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা থেকে যা ইচ্ছা তাঁকে অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গের ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।" [86]

---

[85] আবদুর রহমান ইবনু আবী বাকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), *আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭৮; *মাসালিকুল হুনাফা ফী ওয়ালিদাই আল-মুস্তফা*; প্রকাশক: দারুল ফিকর, লেবানন, ২০০৪ খ্রি.; মোট ২ খণ্ড।

[86] আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আহমদ আস-সুহাইলী (মৃ. ৫৮১ হি.), *আর-রাওদুল উনুফ ফী শরহিস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ লি-ইবনি হিশাম*, "আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকাল এবং এরপর দাদা আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা" অধ্যায়, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২১।

ইমাম কাস্তাল্লানী বলেন:

وقد جزم بعض العلماء :أن أبويه- ﷺ - ناجيان، وليسا فى النار، متمسكا بهذا الحديث وغيره

“কিছু আলেম দৃঢ়ভাবে মত ব্যক্ত করেছেন যে, নবী ﷺ-এর পিতা-মাতা নাজাতপ্রাপ্ত এবং তাঁরা জাহান্নামে নন। তাঁরা এ হাদীস এবং অনুরূপ অন্যান্য বর্ণনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।”[87]

ইমাম যারকানী বলেন:

ووقع للتلماسني في حواشيه، روى إسلام أمه بسند صحيح، وروى إسلام أبيه وكلاهما بعد الموت تشريفًا له حتى أسلما

“তিলিমসানী তাঁর হাশিয়ায় উল্লেখ করেছেন: নবী ﷺ-এর মায়ের ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। আর তাঁর পিতার ইসলাম গ্রহণের বর্ণনাও রয়েছে। তাঁদের উভয়ের ইসলাম গ্রহণই মৃত্যুর পর সংঘটিত হয়েছিল—রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য—এবং তাঁরা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।” [88]

ইমাম কুরতুবী তাঁর *আত-তাযকিরাহ* গ্রন্থে বলেন:

خَرَّجَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ السّابِقِ وَاللّاحِقِ وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ شَاهِينَ فِي كِتَابِ النّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لَهُ فِي الْحَدِيثِ بِإِسْنَادَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ حَجّ بِنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حَجّةَ الْوَدَاعِ فَمَرّ عَلَى قَبْرِ أُمّهِ وَهُوَ بَاكٍ حَزِينٌ مُغْتَمّ، فَبَكَيْت لِبُكَائِهِ - ﷺ - ثُمّ إنّهُ نَزَلَ فَقَالَ "يَا حُمَيْرَاءُ اسْتَمْسِكِي ."فَاسْتَنَدْت إلَى جَنْبِ الْبَعِيرِ فَمَكَثَ عَنّي طَوِيلًا مَلِيّا، ثُمّ إنّهُ عَادَ إلَيّ وَهُوَ فَرِحٌ مُتَبَسّمٌ فَقَالَتْ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمّي يَا رَسُولَ اللهِ نَزَلْت مِنْ عِنْدِي، وَأَنْتَ بَاكٍ حَزِينٌ مُغْتَمّ. فَبَكَيْت لِبُكَائِك. ثُمّ عُدْت إلَيّ وَأَنْتَ فَرِحٌ مُبْتَسِمٌ فَمِمّ ذَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ "ذَهَبْت لِقَبْرِ آمِنَةَ أُمّي، فَسَأَلْت أَنْ يُحْيِيَهَا، فَأَحْيَاهَا فَآمَنَتْ بِي أَوْ قَالَ فَآمَنَتْ. وَرَدّهَا اللهُ عَزّ وَجَلّ

আবু বাকর আল-খতীব তাঁর *আস-সাবিক ওয়াল-লাহিক* গ্রন্থে এবং আবু হাফস উমার ইবনু শাহীন তাঁর *নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসুখুহু* গ্রন্থে নিজ নিজ সনদে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

“রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে বিদায় হজ সম্পাদন করলেন। পথিমধ্যে তিনি তাঁর মায়ের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন তিনি কাঁদছিলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ন ছিলেন। তাঁর কান্না দেখে আমিও কাঁদলাম।

এরপর তিনি বাহন থেকে নেমে বললেন, ‘হে হুমাইরা! তুমি এখানে অপেক্ষা করো।’

---

[87] আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর ইবনু আবদিল মালিক আল-কাস্তাল্লানী আল-কুতাইবী আল-মিসরী, আবুল আব্বাস, শিহাবুদ্দীন (মৃ. ৯২৩ হি.), *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৩; প্রথম মাকসাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুগ্ধপান সংক্রান্ত আলোচনা।

[88] আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল বাকী ইবনু ইউসুফ ইবনু আহমদ ইবনু শিহাবুদ্দীন ইবনু মুহাম্মাদ আয-যারকানী আল-মালিকী (মৃ. ১১২২ হি.), *শরহুয যারকানী আলাল-মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাহ বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৮; প্রথম মাকসাদ: আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে সম্মান দান করেছেন—তাঁর মায়ের ইন্তিকাল এবং তাঁর পিতা-মাতা ﷺ-সংক্রান্ত আলোচনা; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.; মোট ১২ খণ্ড।

আমি উটের পাশে হেলান দিয়ে থাকলাম। তিনি আমার কাছ থেকে দীর্ঘ সময় দূরে অবস্থান করলেন। এরপর তিনি আমার কাছে ফিরে এলেন আনন্দিত ও হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায়।
আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি আমার কাছ থেকে যাওয়ার সময় কাঁদছিলেন, দুঃখিত ও বিষণ্ন ছিলেন। আপনার কান্না দেখে আমিও কেঁদেছিলাম। এরপর আপনি আমার কাছে ফিরে এলেন আনন্দিত ও হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায়। এর কারণ কী, হে আল্লাহর রাসূল?'
তিনি বললেন:
'আমি আমার মা আমিনার কবরের কাছে গিয়েছিলাম। অতঃপর আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম যেন তিনি তাঁকে পুনর্জীবিত করেন। আল্লাহ তাঁকে পুনর্জীবিত করলেন এবং তিনি আমার প্রতি ঈমান আনলেন—অথবা তিনি বলেছেন: তিনি ঈমান আনলেন। এরপর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁকে পুনরায় ফিরিয়ে নিলেন।" [89]

তিনি আরও বলেন:
ولا تعارض والحمد لله، لأن إحياءهما متأخر عن النهي بالاستغفار لهما. بدليل حديث عائشة رضي الله عنها :أن ذلك كان في حجة الوداع وكذلك جعله ابن شاهين ناسخاً لما ذكر من الأخبار
"আলহামদুলিল্লাহ, এ দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ তাঁদের পুনর্জীবিত করার ঘটনা তাঁদের জন্য ইস্তিগফার করতে নিষেধ করার ঘটনার পরবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়েছে।
এর প্রমাণ হলো, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস অনুযায়ী এ ঘটনা বিদায় হজের সময় ঘটেছিল।
অনুরূপভাবে ইবনু শাহীনও এটিকে পূর্বে উল্লিখিত বর্ণনাগুলোর নাসিখ—অর্থাৎ পরবর্তী বিধান দ্বারা পূর্ববর্তীটিকে রহিতকারী—হিসেবে গণ্য করেছেন।" [90]

ইবনু সাইয়্যিদিন্নাস বলেন:
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ أَبَوَيِ النَّبِيِّ ﷺ أَسْلَمَا أَيْضًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَحْيَاهُمَا لَهُ فَآمَنَا بِهِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضا فِي حَقِّ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،
"আরও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ-এর পিতা আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মুত্তালিব এবং তাঁর মাতা আমিনা বিনতে ওয়াহব—উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁদের উভয়কে তাঁর জন্য পুনর্জীবিত করেছিলেন, অতঃপর তাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান আনেন।
একইভাবে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের ব্যাপারেও এ ধরনের বর্ণনা এসেছে।" [91]

---

[89] আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ ইবনু আবী বাকর ইবনু ফারাহ আল-আনসারী আল-খাযরাজী, শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.), *আত-তাযকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ*, পৃষ্ঠা ১৩৬; তাহকীক ও গবেষণা: ড. আস-সাদিক ইবনু মুহাম্মাদ ইবরাহীম; প্রকাশক: মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ, রিয়াদ; প্রথম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.; মোট ১৩৫৫ পৃষ্ঠা।

[90] *আত-তাযকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ*, পৃষ্ঠা ১৩৮।

[91] মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ, ইবনু সাইয়্যিদিন্নাস আল-ইয়া'মুরী আর-রিব'ঈ, আবুল ফাতহ, ফাতহুদ্দীন (মৃ. ৭৩৪ হি.), *উয়ূনুল আসার ফী ফুনূনিল মাগাযী ওয়াশ-শামাইল ওয়াস-সিয়ার*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা

তিনি আরও বলেন:

وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ رَاقِيًا فِي الْمَقَامَاتِ السَّنِيَّةِ صَاعِدًا فِي الدَّرَجَاتِ الْعَلِيَّةِ، إِلَى أَنْ قَبَضَ اللَّهُ رُوحَهُ الطَّاهِرَةَ إِلَيْهِ، وَأَزْلَفَهُ بِمَا خَصَّهُ بِهِ لَدَيْهِ مِنَ الْكَرَامَةِ حِينَ الْقُدُومِ عَلَيْهِ، فَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ دَرَجَةً حُصِّلَتْ لَهُ ﷺ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ، وَأَنْ يَكُونَ الإحياء وَالإِيمَانُ مُتَأَخِّرًا عَنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ، فَلا تُعَارَضُ.

"কিছু আলেম এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে যে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, তার সারকথা হলো—নবী ﷺ সর্বদা সুউচ্চ মর্যাদার স্তরসমূহে উন্নীত হতে থেকেছেন এবং উচ্চতর মর্যাদার সোপানসমূহ অতিক্রম করতে থেকেছেন, এমনকি আল্লাহ তাঁর পবিত্র রূহ কবজ করে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে যান। তাঁর কাছে আগমনের সময় আল্লাহ তাঁকে যে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, তার মাধ্যমেও তাঁকে আরও নৈকট্য দান করেছেন।

সুতরাং এমন হওয়া সম্ভব যে, এটি এমন একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল, যা নবী ﷺ-কে পরবর্তীতে দান করা হয়েছিল—পূর্বে যা অর্জিত হয়নি। আর তাঁর পিতা-মাতাকে পুনর্জীবিত করা এবং তাঁদের ঈমান আনার ঘটনাও পূর্বে বর্ণিত ঐ হাদীসসমূহের পরবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়েছে। অতএব, এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না।" [92]

ইবনু কাসীর বলেন:

ইমাম কুরতুবী বলেছেন:

فَلَيْسَ إِحْيَاؤُهُمَا (أَيْ وَالِدَيِ النَّبِيِّ ﷺ) يَمْتَنِعُ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا، قَالَ :وَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّ اللَّهَ أَحْيَا عَمَّهُ أبا طالب، فآمن به.

"নবী ﷺ-এর পিতা-মাতাকে পুনর্জীবিত করা আকলগতভাবেও অসম্ভব নয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতেও অসম্ভব নয়।"

তিনি আরও বলেন:

"আমি শুনেছি যে, আল্লাহ তাঁর চাচা আবু তালিবকেও পুনর্জীবিত করেছিলেন; অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনেন।" [93]

১৫২; "খাদীজা ও আবু তালিবের ইন্তিকাল" অধ্যায়; প্রকাশক: দারুল কলম, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.; মোট ২ খণ্ড।

[92] পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৫৪।

[93] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু উমার ইবনু কাসীর আল-কুরাশী আল-বসরী, অতঃপর আদ-দিমাশকী (মৃ. ৭৭৪ হি.), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, সূরা আত-তাওবা, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৩; তাহকীক: সামী ইবনু মুহাম্মাদ আস-সালামাহ; প্রকাশক: দারু তাইবাহ লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযী'; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.; মোট ৮ খণ্ড।

ইমাম কুরতুবী বলেন:

لَيْسَ إِحْيَاؤُهُمَا وَإِيْمَانُهُمَا بِمُمْتَنِعٍ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا.

فَقَدْ وَرَدَ فِيْ الكِتَابِ إِحْيَاءُ قَتِيْلِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَإِخْبَارِه بِقَاتِلِه، وَكَانَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحْيِي المَوْتَى، وَكَذٰلِكَ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحْيَا اللهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ جَمَاعَةً مِنَ المَوْتَى، وَإِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَمَا يَمْنَعُ مِنْ إِيْمَانِهِمَا بَعْدَ إِحْيَائِهِمَا زِيَادَةً فِيْ كَرَامَتِه وَفَضِيْلَتِه مَعَ مَا وَرَدَ مِنَ الْخَبَرِ فِيْ ذٰلِكَ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ خُصُوْصًا فِيْمَنْ مَاتَ كَافِرًا

"নবী ﷺ-এর পিতা-মাতাকে পুনর্জীবিত করা এবং তাঁদের ঈমান আনা—আকলগতভাবেও অসম্ভব নয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতেও অসম্ভব নয়।

কুরআনে বনী ইসরাঈলের এক নিহত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করার ঘটনা এবং সে তার হত্যাকারীর পরিচয় জানিয়ে দেওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালাম মৃতদের জীবিত করতেন। একইভাবে আমাদের নবী ﷺ-এর হাতেও আল্লাহ তা'আলা একদল মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করেছেন।

সুতরাং যখন এ বিষয়টি প্রমাণিত, তখন নবী ﷺ-এর মর্যাদা ও ফযীলত আরও বৃদ্ধি করার জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে পুনর্জীবিত করার পর তাঁদের ঈমান আনার ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? বিশেষত এ বিষয়ে বর্ণনাও এসেছে।

আর এটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হবে, যে কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।" [94]

[94] আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ ইবনু আবী বাকর ইবনু ফারাহ আল-আনসারী আল-খাযরাজী, শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.), *আত-তাযকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ*, পৃষ্ঠা ১৭০–১৭১; তাহকীক ও গবেষণা: ড. আস-সাদিক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম; প্রকাশক: মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ, রিয়াদ; প্রথম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.; মোট ১৩৫৫ পৃষ্ঠা।

المَسْلَكُ الرَّابِعُ: التَّوَقُّفُ

চতুর্থ মতপন্থা: তাওয়াক্কুফ বা সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা

وَاخْتَارَه تَاجُ الدِّيْنِ الفَاكِهَانِيُّ، هو : عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري ، تاج الدين الفاكهاني ، ولد سنة (654هـ)، وتوفي سنة (734هـ) ، وقيل سنة (731هـ) ، تفقَّه على مذهب الإمام مالك، وله عدة مصنفات.

এ মতটি গ্রহণ করেছেন তাজুদ্দীন আল-ফাকিহানী।

তিনি হলেন: উমার ইবনু আলী ইবনু সালিম ইবনু সাদাকাহ আল-লাখমী আল-ইস্কান্দারী, তাজুদ্দীন আল-ফাকিহানী। তিনি ৬৫৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৩৪ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তবে কারও মতে তাঁর ইন্তিকাল ৭৩১ হিজরিতে হয়েছিল।

তিনি ইমাম মালিক রহ.-এর মাযহাব অনুযায়ী ফিকহ অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে।

সাইয়্যিদুল আবরার ﷺ
এর পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে নির্বাচিত মত

পিতৃপুরুষদের ব্যাপারে নির্বাচিত মত: المَسْلَكُ المُخْتَارُ فِيْ آبَاءِ سَيِّدِ الأَبْرَارِ

كُلُّهُمْ كَانُوا عَلَى إِيمَانٍ وَدِينٍ، لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُشْرِكٌ أَوْ كَافِرٌ عَلَى يَقِينٍ.

তাঁদের সবাই ঈমান ও দ্বীনের ওপর ছিলেন। নিশ্চিতভাবে তাঁদের মধ্যে কোনো মুশরিক বা কাফির ছিলেন না।

মা গণের ব্যাপারে নির্বাচিত মত: **المختار في الأمهات:**

كُلُّهُنَّ كُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، طَاهِرَاتٍ طَيِّبَاتٍ عَفِيفَاتٍ؛ لِأَنَّهُنَّ لِلنَّبِيِّ الْفَاتِحِ الْخَاتَمِ أُمَّهَاتٌ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمَاتِ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ، وَرَفَعَ لَهُنَّ دَرَجَاتٍ، وَأَسْكَنَهُنَّ أَعْلَى فَرَادِيسِ الْجَنَّاتِ.

তাঁদের সবাই মুমিনা, পবিত্র, সচ্চরিত্রা ও নিষ্কলুষ ছিলেন। কারণ তাঁরা ফাতিহ ও খাতাম নবী ﷺ-এর মাতৃপুরুষ। তাঁর ওপর সর্বোত্তম দরূদ ও পূর্ণতম সালাম বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্তরে তাঁদের স্থান দান করুন।

নবী ﷺ-এর পিতার ব্যাপারে নির্বাচিত মত: **المختار في والد النبي ﷺ :**

كَانَ عَلَى إِيمَانٍ، وَمَاتَ عَلَى إِيمَانٍ، لَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ شِرْكٌ أَوْ كُفْرٌ أَوْ طُغْيَانٌ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّأْوِيلِ وَالتَّرْجِيحِ، عَلَى أَنَّهُ فِي النَّارِ أَوْ مُخَلَّدٌ فِيهَا مَعَ الْكُفَّارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ.

তিনি ঈমানের ওপর ছিলেন এবং ঈমানের ওপরই ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর থেকে শিরক, কুফর বা অবাধ্যতা প্রমাণিত নয়। তদুপরি এমন কোনো সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নস প্রমাণিত নয়—যা তা'বীল বা তারজীহের অবকাশ রাখে না—যে তিনি জাহান্নামে আছেন অথবা কাফিরদের সঙ্গে সেখানে চিরস্থায়ী হবেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

নবী ﷺ-এর মায়ের ব্যাপারে নির্বাচিত মত: **المختار في والدة النبي ﷺ :**

كَانَتْ عَلَى إِيمَانٍ، وَمَاتَتْ عَلَى إِيمَانٍ، لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا شِرْكٌ أَوْ كُفْرٌ أَوْ طُغْيَانٌ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا نَصٌّ صَرِيحٌ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّأْوِيلِ وَالتَّرْجِيحِ، عَلَى أَنَّهَا فِي النَّارِ أَوْ مُخَلَّدَةٌ فِيهَا مَعَ الْكُفَّارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا.

তিনি ঈমানের ওপর ছিলেন এবং ঈমানের ওপরই ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর থেকে শিরক, কুফর বা অবাধ্যতা প্রমাণিত নয়। তদুপরি এমন কোনো সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নস প্রমাণিত নয়—যা তা'বীল বা তারজীহের অবকাশ রাখে না—যে তিনি জাহান্নামে আছেন অথবা কাফিরদের সঙ্গে সেখানে চিরস্থায়ী হবেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

المختار في والد سيدنا إبراهيم عليه السلام :

আমাদের সাইয়্যিদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতার ব্যাপারে নির্বাচিত মত:

وَالِدُهُ كَانَ مُؤْمِنًا، لَمْ يَكُنْ مُشْرِكًا أَوْ كَافِرًا، وَآزَرُ عَمُّهُ، وَلَيْسَ وَالِدَهُ.

তাঁর পিতা ছিলেন মুমিন; তিনি মুশরিক বা কাফির ছিলেন না। আর আযর ছিলেন তাঁর চাচা, পিতা নন।

هٰذَا مَعَ احْتِرَامِ مَوْقِفِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِينَ إِذَا وُجِدَ لَهُمْ قَوْلٌ آخَرُ، وَلٰكِنْ أَقُولُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الْبَرْزَنْجِيُّ: لَا تَكُنْ مِمَّنِ اسْتَحْقَرَهَا لِحَقَارَةِ قَائِلِهَا.

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের যেসব আলেম এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন, তাঁদের অবস্থানের প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই এ মত গ্রহণ করা হয়েছে। তবে আমি ইমাম বারযানজী রহ.-এর ভাষায় বলি:

‘‘কোনো মতের বক্তাকে তুচ্ছ মনে করে তার বক্তব্যকেও তুচ্ছ জ্ঞান করো না।’’

القَوْلُ المَنْسُوْبُ إلى الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নামে আরোপিত বক্তব্য

عِبَارَةٌ دُسَّتْ إلى الفِقْهِ الأَكْبَرِ المَنْسُوْبِ إلى الإمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، بِأَنَّ وَالِدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا مَاتَا عَلى إيْمَانٍ، فَقِيْلَ مَا قِيْلَ وَأَرَادُوْا أَنْ يُشِيْعُوْا الكُفْرَانَ، فَخَابُوْا وَخَسِرُوْا لِجُهُوْدِ الأَئِمَّةِ رَحِمَهُمُ الرَّحْمنُ.

ইমাম আবু হানীফা নু'মান রহ.-এর নামে প্রচলিত *আল-ফিকহুল আকবার*-এ একটি বাক্য সংযোজন করা হয়েছে—যাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা-মাতা ঈমানের ওপর ইন্তিকাল করেননি। এরপর এ নিয়ে যা বলার বলা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তারা কুফরানের ধারণা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু ইমামগণের প্রচেষ্টা ও গবেষণার কারণে তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন।

وَالعِبَارَةُ المُحَرَّفَةُ هِيَ:

1. "وَوَالِدَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَاتَا عَلى الْكُفْرِ، وَأَبُوْ طَالِبٍ عَمُّه" [95]
2. وَفِيْ نُسْخَةٍ: "وَوَالِدَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَاتَا كَافِرَيْنِ، وَأَبُوْ طَالِبٍ عَمُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَاتَ كَافِرًا"[96]
3. وَفِيْ نُسْخَةٍ: "وَوَالِدَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَاتَا عَلى الكُفْرِ، وَأَبُوْ طَالِبٍ عَمُّه مَاتَ كَافِرًا"
4. وَفِيْ نُسْخَةٍ: "وَوَالِدَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا مَاتَا عَلى الكُفْرِ، وَأَبُوْ طَالِبٍ عَمُّه مَاتَ كَافِرًا"
5. وَفِيْ نُسْخَةٍ: "وَوَالِدَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَاتَا عَلى الفِطْرَةِ، وَأَبُوْ طَالِبٍ عَمُّه مَاتَ كَافِرًا"
6. وَفِيْ نُسْخَةٍ: "وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَاتَ عَلى الإيْمَانِ وَأَبُوْ طَالِبٍ عَمُّه ﷺ وَأَبُوْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَاتَ كَافِرًا"[97]

বিকৃত পাঠটি হলো:

১. "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা-মাতা কুফরের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, এবং তাঁর চাচা আবু তালিবও।" [98]

---

[95] **الفقه الأكبر** للإمام أبي حنيفة شرحا ودراسة، تاليف محمد بن عبد الرحمن الخميس، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، 1436 هـ ص 281

[96] **القول الفصل شرح الفقه الأكبر** ، ص 422 ، مكتبة الحقيقة ، تركيا

[97] 1. **شرح الملا علي القاري على الفقه الأكبر** ص 108 ، قديمي كتب خانة، أرام باغ ، كراتشي ، باكستان

2. **منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري** ، ص 311 / 312 ، دار البشائر الإسلامية، بيروت لبنان، 1998 م

[98] *আল-ফিকহুল আকবার*—ইমাম আবু হানীফা রহ.; ব্যাখ্যা ও গবেষণা: মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান আল-খুমাইয়্যিস; মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪৩৬ হি., পৃষ্ঠা ২৮১।

২. আরেকটি নুসখায় রয়েছে:
"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা-মাতা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আবু তালিবও কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।" [99]

৩. আরেকটি নুসখায় রয়েছে:
"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা-মাতা কুফরের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর চাচা আবু তালিব কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।"

৪. আরেকটি নুসখায় রয়েছে:
"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা-মাতা কুফরের ওপর মৃত্যুবরণ করেননি এবং তাঁর চাচা আবু তালিব কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।"

৫. আরেকটি নুসখায় রয়েছে:
"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা-মাতা ফিতরাতের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর চাচা আবু তালিব কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।"

৬. আরেকটি নুসখায় রয়েছে:
"রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈমানের ওপর ইন্তিকাল করেছেন; আর তাঁর চাচা আবু তালিব এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।" [100]

وَهَلْ يُعْقَلُ هذَا مِنْ إمَامٍ!!! وَمِنْ إمَامٍ كَأَبِيْ حَنِيْفَةَ!!!

وَالإِمَامُ عَلِيٌّ القَارِي يَعْرِفُ ذلِكَ تَمَامًا أَنَّ ذِكْرَ الوَالِدَيْنِ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ فِيْ الفِقْهِ الأَكْبَرِ، وَالدَّلِيْلُ عَلى ذلِكَ شَرْحُه وَقَوْلُه "عَلى تَقْدِيْرِ صِحَّةِ وُرُوْدِ هذَا الكَلَامِ " وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَاتَ عَلى الإِيْمَانِ" انْظُرُوْا إلى مَنْحِ الرَّوْضِ الأَزْهَرِ:

এ ধরনের কথা কি কোনো ইমামের কাছ থেকে কল্পনা করা যায়?! তাও আবার আবু হানীফা রহ.-এর মতো একজন ইমামের কাছ থেকে?!

ইমাম আলী আল-কারী রহ. এ বিষয়টি ভালোভাবেই জানতেন যে, *আল-ফিকহুল আকবার*-এর মূল পাঠে নবী ﷺ-এর পিতা-মাতার উল্লেখ ছিল না। এর প্রমাণ তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং তাঁর এ বক্তব্য:

---

[99] *আল-কাওলুল ফাসল শরহুল ফিকহিল আকবার*, পৃষ্ঠা ৪২২; মাকতাবাতুল হাকীকাহ, তুরস্ক।

[100]

- মোল্লা আলী আল-কারী, *শরহুল ফিকহিল আকবার*, পৃষ্ঠা ১০৮; কাদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি, পাকিস্তান।
- মোল্লা আলী আল-কারী, *মিনাহুর রাওদিল আযহার শরহুল ফিকহিল আকবার*, পৃষ্ঠা ৩১১–৩১২; দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯৮ খ্রি।

"যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এ বক্তব্যটি সত্যিই বর্ণিত হয়েছে—'রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈমানের ওপর ইন্তিকাল করেছেন'..."

এ বিষয়ে *মিনাহুর রাওদিল আযহার* দেখুন।

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى الإِيمَانِ، ....

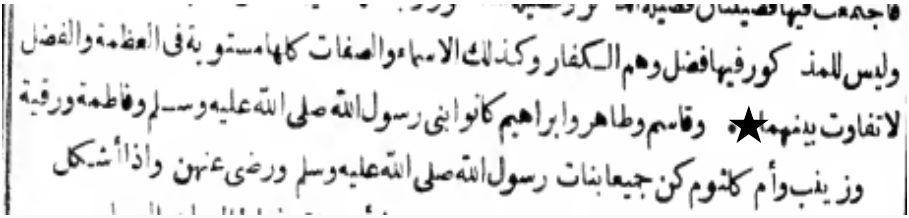
وإشارة إلى الضالّ الآخر وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾، وقول الروافض الأكبر أنه بريء من المصحف الذي فيه نعت الصديق الأكبر][1].

وفي نسخة: زيد قوله: (ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات على الإيمان)، وليس هذا في أصل شارح تصدّر لهذا الميدان لكونه ظاهراً في معرض البيان، ولا يحتاج إلى ذكره لعلوّه صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الشأن، ولعل مرام الإمام على تقدير صحة ورود هذا الكلام أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من حيث كونه نبياً من الأنبياء عليهم السلام وهم كلهم معصومون عن الكفر في الابتداء والانتهاء نعتقد أنه مات على الإيمان. وأما غيره من الأولياء والعلماء والأصفياء بالأعيان فلا نجزم

وَأَبُو طَالِبٍ عَمُّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَاتَ كَافِراً.

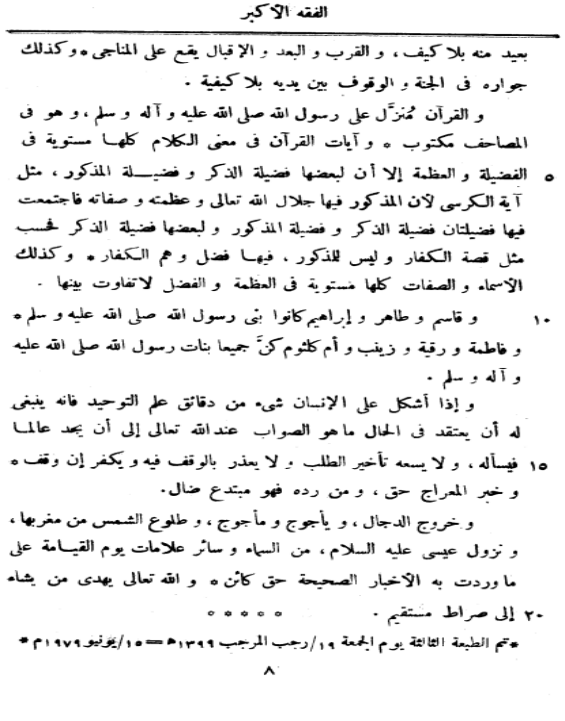
আমার কাছে *আল-ফিকহুল আকবার* ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের এমন কয়েকটি নুসখা রয়েছে, যেগুলোতে উল্লিখিত বাক্যটি পাওয়া যায়নি:

১. একটি নুসখা ১৩২৭ হিজরিতে মিসরের *মাতবা'আতু দারিল কুতুবিল আরাবিয়্যাতিল কুবরা*-তে মুদ্রিত হয়েছিল।


فاجتمعت فيها فضيلتان فضيلة الذكر وفضيلة المذكور ولبعضها فضيلة الذكر دون
وليس للمذكور فيها فضل وهم الكفار وكذلك الاسماء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل
لاتفاوت بينهما ★ وقاسم وطاهر وابراهيم كانوا بني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة ورقية
وزينب وأم كلثوم كن جميعا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن واذا أشكل

২. *আল-ফিকহুল আকবার*-এর একটি নুসখা ১৩৪২ হিজরিতে ভারতে মুদ্রিত হয়েছিল। এ নুসখায় নবী ﷺ-এর পিতা-মাতা এবং আবু তালিবের কোনো উল্লেখই একেবারেই নেই।

৩. আরেকটি নুসখা ভারতের হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্যের *মাতবা'আতু মাজলিসি দায়িরাতিল মা'আরিফিল উসমানিয়্যাহ* থেকে মুদ্রিত হয়। এটি তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি। নুসখাটি দায়িরাতুল মা'আরিফের পরিচালক এবং সাবেক উচ্চ আদালতের বিচারপতি সাইয়্যিদ শরফুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয়েছিল।


الفقه الأكبر

بعيد منه بلا كيف ، و القرب و البعد و الإقبال يقع على المناجي ه وكذلك
جواره في الجنة و الوقوف بين يديه بلا كيفية .
و القرآن مُنزَّل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ، و هو في
المصاحف مكتوب ه و آيات القرآن في معنى الكلام كلها مستوية في
٥ الفضيلة و العظمة إلا أن لبعضها فضيلة الذكر و فضيلة المذكور ، مثل
آية الكرسي لأن المذكور فيها جلال الله تعالى و عظمته و صفاته فاجتمعت
فيها فضيلتان فضيلة الذكر و فضيلة المذكور و لبعضها فضيلة الذكر فحسب
مثل قصة الكفار و ليس للمذكور ، فيها فضل و هم الكفار ه وكذلك
الأسماء و الصفات كلها مستوية في العظمة و الفضل لاتفاوت بينها .
١٠ و قاسم و طاهر و إبراهيم كانوا بني رسول الله صلى الله عليه و سلم ه
و فاطمة و رقية و زينب و أم كلثوم كنَّ جميعا بنات رسول الله صلى الله عليه
و آله و سلم .
و إذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فانه ينبغي
له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى إلى أن يجد عالما
١٥ فيسأله ، و لا يسعه تأخير الطلب و لا يعذر بالوقف فيه و يكفر إن وقف ه
و خبر المعراج حق ، و من رده فهو مبتدع ضال .
و خروج الدجال ، و يأجوج و مأجوج ، و طلوع الشمس من مغربها ،
و نزول عيسى عليه السلام ، من السماء و سائر علامات يوم القيامة على
ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن ه و الله تعالى يهدي من يشاء
٢٠ إلى صراط مستقيم .

* تم الطبعة الثالثة يوم الجمعة ١٩/رجب المرجب ١٣٩٩هـ = ١٥/يونيو ١٩٧٩م *

٨

৪. হানাফী আলেম আল-মাগনীসাওয়ীর *শরহুল ফিকহিল আকবার*-এর একটি নুসখা।

ولبعضها فضيلة الذكر فحسب مثل قصة الكفار، وليس للمذكور فيها فضل وهم الكفار.

وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفاوت بينها.

وقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا بَنِي رسول الله ﷺ، وفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم كن جميعًا بنات رسول الله ﷺ.

وهو الله تعالى وصفاته وأسماؤه، وكذلك الآيات التي يذكر فيها الأنبياء والأولياء فيها فضيلتان (ولبعضها فضيلة الذكر فحسب مثل قصة الكفار) فيها فضيلة القرآن لأنها كلام الله تعالى لا كلامهم (وليس للمذكور فيها فضل وهم الكفار، وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفاوت بينها) يعني لا تفاوت بين أسماء الله تعالى ولا تفاوت بين صفات الله أي لا تفاوت بين أسمائه وصفاته؛ إذ كلها مستوية في العظمة والفضل الذي حصل لها بكونها أسماء الله تعالى وصفاته، وبكونها لا هو ولا غيره، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن هذا الاسم- يعني اسم الله- أعظم الأسماء التسعة والتسعين لأنه دال على الذات الجامعة لصفاته الإلهية، ولأنه أخص الأسماء؛ إذ لا يطلق على غيره تعالى لا حقيقة ولا مجازًا، وسائر الأسماء قد يسمى بها غيره كالقادر والعالم والرحيم وغيره.

(وقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا بني رسول الله ﷺ وفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم كن جميعًا بنات رسول الله ﷺ) هذا رد على من روى أن أولاد رسول الله ﷺ أكثر أو أقل من المذكورين في هذه الرواية وهي لصحيحة؛ كان رسول الله ﷺ تزوج خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة فولد له منها ستة أولاد، وولد له من مارية إبراهيم وهي جارية قبطية، وولد إبراهيم بالمدينة ومات صغيرًا رضيعًا؛ قال البراء رضي الله عنه: لما توفي إبراهيم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام:

মূল পাঠটি ১০৯০ হিজরিতে ইন্তিকালকারী হানাফী আলেম ইমাম আল-মাগনীসাওয়ীর নুসখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

بسم الله الرحمن الرحيم

متن الفقه الأكبر للامام الأعظم رضى الله تعالى عنه

أصل التوحيد ومايصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار حق كله . والله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق انه لاشريك له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . لايشبه شيئا من الاشياء من خلقه ولا يشبهه شئ من خلقه لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والارادة وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والانشاء والابداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل لم يزل ولا يزال باسمائه وصفاته لم يحدث له اسم ولا صفة لم يزل عالما بعلمه والعلم صفة فى الازل وقادرا بقدرته والقدرة صفة فى الازل ومتكلما بكلامه والكلام صفة فى الازل وخالقا بتخليقه والتخليق صفة فى الازل وفاعلا بفعله والفعل صفة فى الازل والفاعل هو الله تعالى والفعل صفة فى الازل والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلوق وصفاته فى الازل غير محدثة ولا مخلوقة فمن قال انها مخلوقة أو محدثة أو وقف أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى . والقرآن كلام الله تعالى فى المصاحف مكتوب وفى القلوب محفوظ وعلى الالسن مقروء وعلى النبى عليه الصلاة والسلام منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق . وماذكر الله تعالى فى القرآن حكاية عن موسى وغيره من الانبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وابليس فان ذلك كله كلام الله تعالى اخبارا عنهم وكلام الله تعالى غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهم . وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام وقد كان الله تعالى خالقا فى الازل وليس كمثله شئ وهو السميع البصير . فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذى هو له صفة فى الازل وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويسمع لا كسمعنا ويتكلم لا ككلامنا . ونحن نتكلم بالآلات

والحروف

والحروف والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق وهو شئ لا كالأشياء ومعنى الشئ اثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له . وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال ان يده قدرته أو نعمته لان فيه ابطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف . خلق الله تعالى الأشياء لا من شئ وكان الله تعالى عالما في الازل بالأشياء قبل كونها وهو الذي قدر الاشياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شئ الا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم . والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الازل بلا كيف يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما ويعلم انه كيف يكون اذا أوجده ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودا ويعلم انه كيف يكون فناؤه ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائما واذا قعد عنه قاعدا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم ولكن التغير والاختلاف يحدث في المخلوقين . خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر والايمان ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم فكفر من كفر بفعله وانكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى اياه وآمن من آمن بفعله واقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى اياه ونصرته له . أخرج ذرية آدم من صلبه على صور الذر فجعلهم عقلاء فخاطبهم وأمرهم بالايمان ونهاهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم ايمانا فهم يولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه ودام . ولم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا على الايمان ولا خلقهم مؤمنا ولا كافرا ولكن خلقهم أشخاصا والايمان والكفر فعل العباد ويعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا فاذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا في حال ايمانه وأحبه من غير أن يتغير علمه وصفته . وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بامره . والانبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح وقد كانت منهم زلات وخطايا ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده ورسوله ونبيه وصفيه ونقيه ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط . وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم علي بن أبي طالب المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عابدين ثابتين

على الحق ومع الحق تتولاهم جميعا . ولا نذكر أحدا من أصحاب رسول الله الا بخير . ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وان كانت كبيرة اذا لم يستحلها ولا نزيل عنه اسم الايمان ونسميه مؤمنا حقيقة ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر . والمسح على الخفين سنة والتراويح فى ليالى شهر رمضان سنة . والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة . ولا نقول ان المؤمن لا تضره الذنوب ولا نقول انه لا يدخل النار ولا نقول انه يخلد فيها وان كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا ولا نقول ان حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة والمعانى المبطلة ولم يبطلها بالكفر والردة حتى خرج من الدنيا مؤمنا فان الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها . وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا فانه فى مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه بالنار وان شاء عفا عنه ولم يعذبه بالنار أصلا . والرياء اذا وقع فى عمل من الاعمال فانه يبطل أجره وكذلك العجب . والآيات ثابتة للأنبياء والكرامات للاولياء حق وأما التى تكون لأعدائه مثل ابليس وفرعون والدجال مما روى فى الاخبار انه كان ويكون لهم لا نسميها آيات ولا كرامات ولكن نسميها قضاء حاجات لهم وذلك لان الله تعالى يقضى حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم فيغترون به ويزدادون طغيانا وكفرا وذلك كله جائز وممكن . وكان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن يرزق . والله تعالى يرى فى الآخرة ويراه المؤمنون وهم فى الجنة بأعين رؤسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة . والايمان هو الاقرار والتصديق وايمان أهل السماء والارض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق . والمؤمنون مستوون فى الايمان والتوحيد متفاضلون فى الأعمال . والاسلام هو التسليم والانقياد لاوامر الله تعالى فمن طريق اللغة فرق بين الايمان والاسلام ولكن لا يكون ايمان بلا اسلام ولا يوجد اسلام بلا ايمان وهما كالظهر مع البطن . ولدين اسم واقع على الايمان والاسلام والشرائع كلها . نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف الله نفسه فى كتابه بجميع صفاته وليس يقدر أحد أن يعبد الله تعالى حق عبادته كما هو أهل له ولكنه يعبده بأمره كما أمر بكتابه وسنة رسوله . ويستوى المؤمنون كلهم فى المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضى والخوف والرجاء والايمان فى ذلك ويتفاوتون فيما دون الايمان فى ذلك كله . والله تعالى متفضل على عباده عادل قد يعطى من الثواب أضعاف ما يستوجبه العبد تفضلا منه وقد يعاقب على الذنب عدلا منه وقد يعفو فضلا منه . وشفاعة الانبياء عليهم الصلاة والسلام حق وشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام للمؤمنين المذنبين ولأهل الكبائر منهم المستوجبين العقاب حق ثابت . ووزن

الأعمال بالميزان يوم القيامة حق وحوض النبي عليه الصلاة والسلام حق والقصاص فيما بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق وان لم تكن لهم الحسنات فطرح السيئات عليهم حق جائز . والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفنيان أبدا ولا تموت الحور العين أبدا ولا يفنى عقاب الله تعالى وثوابه سرمدا . والله تعالى يهدى من يشاء فضلا منه و يضل من يشاء عدلا منه واضلاله خذلانه وتفسير الخذلان أن لا يوفق العبد الى ما يرضاه منه وهو عدل منه وكذا عقوبة المخذول على المعصية . ولا يجوز أن نقول ان الشيطان يسلب الايمان من العبد المؤمن قهرا وجبرا ولكن نقول العبد يدع الايمان فحينئذ يسلبه منه الشيطان . وسؤال منكر ونكير حق كائن فى القبر واعادة الروح الى جسد العبد فى قبره حق وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض عصاة المؤمنين وكل شئ ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله تعالى عز اسمه فجائز القول به سوى اليد بالفارسية و يجوز أن يقال بروى خداى عزوجل بلا تشبيه ولا كيفية . وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها ولكن على معنى الكرامة والهوان والمطيع قريب منه بلا كيف والعاصى بعيد عنه بلا كيف والقرب والبعد والاقبال يقع على المناجى . وكذلك جواره فى الجنة والوقوف بين يديه بلا كيفية . والقرآن منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المصاحف مكتوب وآيات القرآن فى معنى الكلام كلها مستوية فى الفضيلة والعظمة الا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور مثل آية الكرسى لان المذكور فيها جلال الله تعالى وعظمته وصفاته فاجتمعت فيها فضيلتان فضيلة الذكر وفضيلة المذكور ولبعضها فضيلة الذكر فحسب مثل قصة الكفار وليس للمذكور فيها فضل وهم الكفار وكذلك الاسماء والصفات كلها مستوية فى العظمة والفضل لا تفاوت بينهما . وقاسم وطاهر وابراهيم كانوا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم كن جميعا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن واذا أشكل على الانسان شئ من دقائق علم التوحيد فانه ينبغى له أن يعتقد فى الحال ما هو الصواب عند الله تعالى الى أن يجد عالما فيسأله ولا يسعه تأخير الطلب ولا يعذر بالوقف فيه و يكفر ان وقف وخبر المعراج حق ومن رده فهو مبتدع ضال وخروج الدجال و يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الاخبار الصحيحة حق كائن والله تعالى يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

﴿يقول راجي غفران المساوى رئيس لجنة التصحيح (بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى) محمد الزهري الغمراوى﴾

الحمد لله واجب الوجود الحكيم المتصف بالكرم والجود والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤسس قواعد التوحيد وعلى آله وأصحابه ذوى الهداية والتأييد أما بعد فقد تم بحمده تعالى طبع الفقه الاكبر المنسوب للامام الاعظم أبى حنيفة النعمان عليه من الله وافر الاجلال والرضوان مع شرحه للعلامة الشهير والفهامة الكبير ملا على القارى عليه رحمة الباري وهو كتاب أبان عن قواعد العقائد السلفية ومايلزم ان تتحلى به كل طويه من عقائد التنزيه والكمال فى حق مولانا ذى الجلال ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام على حسب ما كانت عليه السلف الصالح من العقائد الصحيحه التى هى أساس الملة الحنيفية الرجيحه وقد أورد من هذا المنهل العذب مايحتاج اليه كل ذى بصيرة فى دينه ومن له أهمية فى صقل مرآة يقينه وقد صار طبع المتن مجردا على حسب مافى النسخة التى شرح عليها العلامة أبو المنتهى أحمد بن محمد المغنيساوى لبرى الواقف مابين النسختين من الاختلاف وذلك (بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى) بمصر التى حازت من الاتقان والدقة مايفوق الحصر مصححا بمعرفة لجنة التصحيح بها وذلك فى شهر رمضان المكرم سنة ١٣٢٧ هجريه على صاحبها أفضل الصلاة والسلام آمين



مَتْنُ الفِقْهِ الأَكْبَرِ لِلْإِمَامِ الأَعْظَمِ رضى الله تعالى عنه

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রহ.-এর *আল-ফিকহুল আকবার*-এর মূল পাঠ

أَصْلُ التَّوْحِيدِ وَمَايَصِحُّ الاعْتِقَادُ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَّقُوْلَ آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ اللهِ تَعَالى.

তাওহীদের মূলনীতি এবং যে বিশ্বাসের ওপর ঈমান সহীহ হয়—তা হলো, একজন ব্যক্তির এ কথা বলা আবশ্যক:

"আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি এবং তাকদীরের ভালো-মন্দ উভয়ই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে—এর প্রতি।"

الحِسَابُ وَالْمِيْزَانُ وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ كُلُّه.

হিসাব, মীযান, জান্নাত ও জাহান্নাম—সবই সত্য।

وَاللهُ تَعَالى وَاحِدٌ لَا مِنْ طَرِيْقِ العَدَدِ، وَلكِنْ مِنْ طَرِيْقِ أَنَّه لَاشَرِيْكَ لَه،

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.﴾

لَا يَشْبَه شَيْئًا مِنَ الأَشْيَاءِ مِنْ خَلْقِه، وَلَا يَشْبَهُه شَيْءٌ مِنْ خَلْقِه.

لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِأَسْمَائِه وَصِفَاتِه الذَّاتِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ.

أَمَّا الذَّاتِيَّةُ فَالْحَيَاةُ وَالقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلَامُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ.

وَأَمَّا الفِعْلِيَّةُ فَالتَّخْلِيْقُ وَالتَّرْزِيْقُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِبْدَاعُ وَالصُّنْعُ وَ غَيْرُ ذلِكَ مِنْ صِفَاتِ الفِعْلِ.

لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِأَسْمَائِه وَصِفَاتِه.

لَمْ يَحْدُثْ لَه اسْمٌ وَلَاصِفَةٌ.

لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِعِلْمِه وَالعِلْمُ صِفَةٌ فِيْ الْأَزَلِ،

وَقَادِرًا بِقُدْرَتِه وَالقُدْرَةُ صِفَةٌ فِيْ الْأَزَلِ،

وَمُتَكَلِّمًا بِكَلَامِه وَالْكَلَامُ صِفَةٌ فِيْ الْأَزَلِ،

وَخَالِقًا بِتَخْلِيْقِه وَالتَّخْلِيْقُ صِفَةٌ فِيْ الْأَزَلِ،

وَفَاعِلًا بِفِعْلِه وَالْفِعْلُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ،

وَالْفَاعِلُ هُوَ اللهُ تَعَالى وَالْفِعْلُ صِفَةٌ فِيْ الْأَزَلِ.

وَالْمَفْعُوْلُ مَخْلُوْقٌ، وَفِعْلُ اللهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوْقٍ.

وَصِفَاتُه فِيْ الْأَزَلِ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ وَلَا مَخْلُوْقَةٍ.

فَمَنْ قَالَ إِنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ أَوْمُحْدَثَةٌ أَوْ وَقَفَ أَوْ شَكَّ فِيْهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ تَعَالى.

আল্লাহ তাআলা এক—সংখ্যাগত অর্থে এক নন; বরং এ অর্থে যে, তাঁর কোনো শরীক নেই।

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"বলুন, তিনি আল্লাহ, একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য নেই এবং সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুও তাঁর সদৃশ নয়।

তিনি চিরকাল তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলিসহ বিদ্যমান ছিলেন এবং চিরকাল বিদ্যমান থাকবেন।

সত্তাগত গুণাবলি হলো: জীবন, ক্ষমতা, জ্ঞান, কালাম, শ্রবণ, দর্শন ও ইচ্ছা।

আর কর্মগত গুণাবলি হলো: সৃষ্টি করা, রিযিক দেওয়া, অস্তিত্ব দান করা, নতুনভাবে সৃষ্টি করা, নির্মাণ করা এবং এ ধরনের অন্যান্য কর্মগত গুণাবলি।

তিনি চিরকাল তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলিসহ বিদ্যমান ছিলেন এবং চিরকাল বিদ্যমান থাকবেন। তাঁর কোনো নাম বা গুণ নতুনভাবে সৃষ্টি হয়নি।

তিনি চিরকাল তাঁর জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী; আর জ্ঞান অনাদিকালীন একটি গুণ।

তিনি চিরকাল তাঁর ক্ষমতার দ্বারা সর্বশক্তিমান; আর ক্ষমতা অনাদিকালীন একটি গুণ।

তিনি চিরকাল তাঁর কালামের দ্বারা কথা বলনেওয়ালা; আর কালাম অনাদিকালীন একটি গুণ।

তিনি চিরকাল তাঁর সৃষ্টিকরণ-গুণের দ্বারা স্রষ্টা; আর সৃষ্টিকরণ অনাদিকালীন একটি গুণ।

তিনি চিরকাল তাঁর কর্মের দ্বারা কর্মসম্পাদনকারী; আর কর্ম অনাদিকালীন একটি গুণ।

কর্মসম্পাদনকারী হলেন আল্লাহ তাআলা এবং কর্ম অনাদিকালীন একটি গুণ।

আর যার ওপর কর্ম সংঘটিত হয়, তা সৃষ্ট; কিন্তু আল্লাহ তাআলার কর্ম সৃষ্ট নয়।

তাঁর গুণাবলি অনাদিকালীন; সেগুলো নতুনভাবে সৃষ্টও নয় এবং মাখলুকও নয়।

অতএব, যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহর গুণাবলি মাখলুক বা নতুনভাবে সৃষ্ট, অথবা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখে, কিংবা সন্দেহ করে—সে আল্লাহ তাআলার প্রতি কুফরকারী।

وَالقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى فِيْ المَصَاحِفِ مَكْتُوْبٌ، وَفِيْ القُلُوْبِ مَحْفُوْظٌ، وَعَلَى الْأَلْسُنِ مَقْرُوْءٌ، وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُنَزَّلٌ، وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ، وَكِتَابَتُنَا لَه مَخْلُوْقَةٌ، وَالقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ.

وَمَا ذَكَرَاللهُ تَعَالَى فِيْ القُرْآنِ حِكَايَةً عَنْ مُوْسَى وَغَيْرِه مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيْسَ فَإِنَّ ذٰلِكَ كُلَّه كَلَامُ اللهِ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْهُمْ، وَكَلَامُ اللهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوْقٍ، وَكَلَامُ مُوْسَى وَغَيْرِه مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ مَخْلُوْقٌ.

وَالقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ قَدِيْمٌ لَا كَلَامُهُمْ.

وَسَمِعَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا﴾.

وَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمًا وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَقَدْكَانَ اللهُ تَعَالَى خَالِقًا فِيْ الْأَزَلِ، وَ﴿لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ﴾.

فَلَمَّا كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى كَلَّمَه بِكَلَامِه الَّذِيْ هُوَ لَه صِفَةٌ فِيْ الْأَزَلِ،

কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম। তা মুসহাফসমূহে লিখিত, অন্তরসমূহে সংরক্ষিত, জিহ্বাসমূহে পঠিত এবং নবী ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ।

কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে আমাদের উচ্চারণ সৃষ্ট, কুরআন লিখতে আমাদের লিখনও সৃষ্ট; কিন্তু কুরআন নিজে সৃষ্ট নয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে মূসা আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য নবী আলাইহিমুস সালাম, এবং ফিরআউন ও ইবলিস সম্পর্কে যে কথাগুলো বর্ণনা করেছেন—সেগুলো সবই তাঁদের সম্পর্কে

আল্লাহ তাআলার বর্ণিত কালাম। আর আল্লাহ তাআলার কালাম সৃষ্ট নয়। তবে মূসা আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের কথা সৃষ্ট।

কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম; অতএব তা অনাদি, তাঁদের কথা অনাদি নয়।

মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কালাম শ্রবণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

"আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।"

আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে কথা বলার পূর্বেও কালাম-গুণের অধিকারী ছিলেন।

আল্লাহ তাআলা অনাদিকাল থেকেই স্রষ্টা ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁর সদৃশ কোনো কিছুই নেই; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

অতএব, যখন আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে কথা বলেছেন, তখন তিনি তাঁর সেই কালামের মাধ্যমেই কথা বলেছেন, যা অনাদিকাল থেকেই তাঁর একটি গুণ।

وَصِفَاتُه كُلُّهَا بِخِلَافِ صِفَاتِ المَخْلُوْقِيْنَ.

يَعْلَمُ لَا كَعِلْمِنَا.

وَيَقْدِرُ لَا كَقُدْرَتِنَا.

وَيَرَى لَا كَرُؤْيَتِنَا.

وَيَسْمَعُ لَا كَسَمْعِنَا.

وَيَتَكَلَّمُ لَا كَكَلَامِنَا.

وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْآلَاتِ وَالْحُرُوْفِ وَاللهُ تَعَالى يَتَكَلَّمُ بِلَا آلَةٍ وَلَا حُرُوْفٍ.

وَالْحُرُوْفُ مَخْلُوْقَةٌ وَكَلَامُ اللهِ تَعَالى غَيْرُ مَخْلُوْقٍ.

আল্লাহ তাআলার সকল গুণ সৃষ্টির গুণাবলির সম্পূর্ণ বিপরীত।

তিনি জানেন, তবে আমাদের জানার মতো নয়।

তিনি ক্ষমতাবান, তবে আমাদের ক্ষমতার মতো নয়।

তিনি দেখেন, তবে আমাদের দেখার মতো নয়।

তিনি শোনেন, তবে আমাদের শোনার মতো নয়।

তিনি কথা বলেন, তবে আমাদের কথার মতো নয়।

আমরা যন্ত্র-উপকরণ ও অক্ষরের মাধ্যমে কথা বলি; কিন্তু আল্লাহ তাআলা কোনো যন্ত্র-উপকরণ এবং কোনো অক্ষর ছাড়াই কথা বলেন।

অক্ষরসমূহ সৃষ্ট; কিন্তু আল্লাহ তাআলার কালাম সৃষ্ট নয়।

وَهُوَ شَيْئٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ.

وَمَعْنَى الشَّيْئِ إِثْبَاتُه بِلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ.

وَلَا حَدَّ لَه وَلَا ضِدَّ لَه وَلَا نِدَّ لَه وَلَا مِثْلَ لَه.

وَلَه يَدٌ وَ وَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالى فِيْ القُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الوَجْهِ وَاليَدِ وَالنَّفْسِ، فَهُوَ لَه صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ.

তিনি 'কিছু'—তবে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মতো কোনো কিছু নন।

আর তাঁকে 'কিছু' বলার অর্থ হলো—তাঁর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা; তবে তিনি দেহ নন, জওহর নন এবং আরযও নন।

তাঁর কোনো সীমা নেই, তাঁর কোনো বিপরীত নেই, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই এবং তাঁর কোনো সদৃশও নেই।

আর তাঁর জন্য 'ইয়াদ', 'ওয়াজহ' ও 'নফস' রয়েছে—যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে ওয়াজহ, ইয়াদ ও নফসের উল্লেখ করেছেন। এগুলো তাঁর গুণাবলি—কোনো কায়ফিয়ত নির্ধারণ ব্যতীত।

وَلَا يُقَالُ إنَّ يَدَه قُدْرَتُه أَوْ نِعْمَتُه، لِأَنَّ فِيْهِ إبْطَالُ الصِّفَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ القَدْرِ وَالِاعْتِزَالِ، وَلكِنْ يَدُه صِفَتُه بِلَا كَيْفٍ، وَغَضَبُه وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِه تَعَالى بِلَا كَيْفٍ.

আর এ কথা বলা হবে না যে, তাঁর 'ইয়াদ' অর্থ তাঁর ক্ষমতা বা তাঁর নিয়ামত।[101] কারণ এতে গুণটিকেই বাতিল করে দেওয়া হয়। আর এটি কদরিয়া ও মু'তাযিলাদের মত।

বরং তাঁর 'ইয়াদ' তাঁর একটি গুণ—কোনো কায়ফিয়ত নির্ধারণ ব্যতীত।

তাঁর গযব ও তাঁর সন্তুষ্টিও তাঁর দুইটি গুণ—কোনো কায়ফিয়ত নির্ধারণ ব্যতীত।

خَلَقَ اللهُ تَعَالى الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْئٍ.

وَكَانَ اللهُ تَعَالَى عَالِمًا فِيْ الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا.

وَهُوَ الَّذِيْ قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا.

আল্লাহ তাআলা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন—কোনো পূর্ববর্তী বস্তু থেকে নয়।

আর সমস্ত কিছু অস্তিত্বে আসার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা অনাদিকাল থেকে সেগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

আর তিনিই সমস্ত কিছুর তাকদীর নির্ধারণ করেছেন এবং সেগুলোর ফয়সালা করেছেন।

وَلَا يَكُوْنُ فِيْ الدُّنْيَا وَلَا فِيْ الْآخِرَةِ شَيْئٌ إلَّا بِمَشِيْئَتِه وَعِلْمِه وَقَضَائِه وَقَدَرِه، وَكَتَبَه فِيْ اللَّوْحِ المَحْفُوْظِ وَلكِنْ كَتَبَه بِالوَصْفِ لَا بِالحُكْمِ.

وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ وَالْمَشِيْئَةُ صِفَاتُه فِيْ الْأَزَلِ بِلَا كَيْفٍ.

يَعْلَمُ اللهُ تَعَالى المَعْدُوْمَ فِيْ حَالِ عَدَمِه مَعْدُوْمًا.

وَيَعْلَمُ أَنَّه كَيْفَ يَكُوْنُ إذَا أَوْجَدَه.

---

[101] আল্লাহর সীফাত ও আয়াতে মুতাশাবিহাতের ব্যাপারে তাবীল ও তাফভীদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দুটি মূলনীতি। এই ইবারত নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। বালাখীর নুসখায় বিভিন্ন ভুল থাকার সম্ভাবনার কথা সকলের জানা। অথবা ওয়ালিদাইন কারীমাইন সম্পর্কিত বিকৃত ইবারতের মত এই ইবারতও হয়তো কেউ বিকৃত করেছে। ওয়াল্লাহু আলামু। - আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

وَيَعْلَمُ اللهُ تَعَالى المَوْجُوْدَ فِيْ حَالِ وُجُوْدِه مَوْجُوْدًا.

وَيَعْلَمُ كَيْفَ يَكُوْنُ فَنَاؤُه.

وَيَعْلَمُ اللهُ تَعَالى القَائِمَ فِيْ حَالِ قِيَامِه قَائِمًا، وَإِذَا قَعَدَ عَلِمَه قَاعِدًا فِيْ حَالِ قُعُوْدِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّتَغَيَّرَ عِلْمُه أَوْ يَحْدُثَ لَه عِلْمٌ وَلكِنَّ التَّغَيُّرَ وَالاخْتِلَافَ يَحْدُثُ فِيْ المَخْلُوْقِيْنَ.

দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না—তাঁর ইচ্ছা, জ্ঞান, ফয়সালা ও তাকদীর ব্যতীত। আর তিনি তা লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। তবে তিনি তা গুণগত বর্ণনা হিসেবে লিখেছেন, বাধ্যতামূলক হুকুম হিসেবে নয়।

কাযা, কদর ও মাশিয়্যাত—এসবই তাঁর অনাদিকালীন গুণাবলি, কোনো কায়ফিয়ত নির্ধারণ ব্যতীত।

আল্লাহ তাআলা অনস্তিত্বশীল বস্তুকে তার অনস্তিত্বের অবস্থায় অনস্তিত্বশীল হিসেবেই জানেন। আর তিনি জানেন, তাকে অস্তিত্ব দান করলে তা কীভাবে হবে।

আল্লাহ তাআলা অস্তিত্বশীল বস্তুকে তার অস্তিত্বের অবস্থায় অস্তিত্বশীল হিসেবেই জানেন। আর তিনি জানেন, তার বিলুপ্তি কীভাবে হবে।

আল্লাহ তাআলা দাঁড়ানো ব্যক্তিকে তার দাঁড়ানো অবস্থায় দাঁড়ানো হিসেবেই জানেন। আর যখন সে বসে, তখন তার বসা অবস্থায় তাকে বসা হিসেবেই জানেন—এতে তাঁর জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন ঘটে না এবং তাঁর জন্য নতুন কোনো জ্ঞানও সৃষ্টি হয় না। বরং পরিবর্তন ও বিভিন্ন অবস্থা কেবল সৃষ্টির মধ্যেই ঘটে।

خَلَقَ اللهُ تَعَالى الْخَلْقَ سَلِيْمًا مِنَ الكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ، ثُمَّ خَاطَبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِه وَإِنْكَارِه وَجُحُوْدِه الحَقَّ بِخُذْلَانِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ، وَآمَنَ مَنْ آمَنَ بِفِعْلِه وَإِقْرَارِه وَتَصْدِيْقِه بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ وَنُصْرَتِه لَه.

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কুফর ও ঈমান—উভয়টি থেকে মুক্ত ও সুস্থ স্বভাবের ওপর। এরপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন, আদেশ দিয়েছেন এবং নিষেধ করেছেন।

অতঃপর যে কুফর করেছে, সে নিজ কর্ম, অস্বীকার এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে কুফর করেছে—আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত করার ফলে।

আর যে ঈমান এনেছে, সে নিজ কর্ম, স্বীকৃতি ও সত্যায়নের মাধ্যমে ঈমান এনেছে—আল্লাহ তাআলার তাওফীক ও সাহায্যের ফলে।

أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ صُلْبِه عَلى صُوَرِ الذَّرِّ فَجَعَلَهُمْ عُقَلَاءَ فَخَاطَبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الكُفْرِ، فَأَقَرُّوْا لَه بِالرُّبُوْبِيَّةِ، فَكَانَ ذلِكَ مِنْهُمْ إِيْمَانًا، فَهُمْ يُوْلَدُوْنَ عَلى تِلْكَ الفِطْرَةِ، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَقَدْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ، وَمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ فَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ وَدَاوَمَ.

আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামের ঔরস থেকে তাঁর বংশধরদেরকে অণু-পরমাণুর আকৃতিতে বের করেছিলেন, তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলেন, অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করেছিলেন, ঈমানের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং কুফর থেকে নিষেধ করেছিলেন।

তখন তারা তাঁর রুবূবিয়্যাত স্বীকার করেছিল। আর তাদের এই স্বীকৃতিই ছিল ঈমান।

অতএব, তারা সেই ফিতরাতের ওপরই জন্মগ্রহণ করে। এরপর যে কুফর করে, সে সেই অবস্থাকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে। আর যে ঈমান আনে ও সত্যায়ন করে, সে সেই ফিতরাতের ওপর অটল ও অবিচল থাকে।

وَلَمْ يُجْبِرْ أَحَدًا مِنْ خَلْقِه عَلَى الكُفْرِ، وَلَا عَلَى الْإِيْمَانِ، وَلَا خَلَقَهُمْ مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا، وَلكِنْ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصًا. وَالْإِيْمَانُ وَالكُفْرُ فِعْلُ العِبَادِ.

وَيَعْلَمُ اللهُ تَعَالى مَنْ يَكْفُرُ فِيْ حَالِ كُفْرِه كَافِرًا، فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذلِكَ عَلِمَه مُؤْمِنًا فِيْ حَالِ إِيْمَانِه، وَأَحَبَّه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُه وَصِفَتُه.

وَجَمِيْعُ أَفْعَالِ العِبَادِ مِنَ الحَرَكَةِ وَالسُّكُوْنِ كَسْبُهُمْ عَلى الحَقِيْقَةِ، وَاللهُ تَعَالَى خَالِقُهَا، وَهِيَ كُلُّهَا بِمَشِيْئَتِه وَعِلْمِه وَقَضَائِه وَقَدَرِه.

আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো সৃষ্টিকে কুফর করতে বাধ্য করেননি এবং ঈমান আনতেও বাধ্য করেননি। আর তিনি তাদেরকে মুমিন বা কাফির হিসেবে সৃষ্টি করেননি; বরং তাদেরকে ব্যক্তি-সত্তা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

ঈমান ও কুফর—এ দুটিই বান্দাদের কর্ম।

আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তি কুফর করে, তাকে তার কুফরের অবস্থায় কাফির হিসেবেই জানেন। অতঃপর সে যদি ঈমান আনে, তবে তার ঈমানের অবস্থায় তিনি তাকে মুমিন হিসেবে জানেন এবং তাকে ভালোবাসেন—এতে তাঁর জ্ঞান ও গুণের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

বান্দাদের সকল কর্ম—চলাফেরা ও স্থির থাকা—প্রকৃত অর্থেই তাদের অর্জন; আর আল্লাহ তাআলাই সেগুলোর স্রষ্টা। আর এসব কিছুই তাঁর ইচ্ছা, জ্ঞান, ফয়সালা ও তাকদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়।

وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً بِأَمْرِ اللهِ تَعَالى وَ بِمَحَبَّتِه وَ بِرِضَائِه وَعِلْمِه وَمَشِيْئَتِه وَقَضَائِه وَتَقْدِيْرِه.

وَالمعاصِي كُلُّهَا بِعِلْمِه وَقَضَائِه وَ تَقْدِيْرِه وَمَشِيْئَتِه، لَابِمَحَبَّتِه وَلَابِرِضَائِه وَلَابِأَمْرِه.

সমস্ত আনুগত্যমূলক কাজ আল্লাহ তাআলার আদেশ, ভালোবাসা, সন্তুষ্টি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ফয়সালা ও তাকদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়।

আর সমস্ত গুনাহ তাঁর জ্ঞান, ফয়সালা, তাকদীর ও ইচ্ছার অধীনেই সংঘটিত হয়; তবে তাঁর ভালোবাসা, সন্তুষ্টি বা আদেশ অনুযায়ী নয়।

وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطَايَا، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَبِيْبُه وَعَبْدُه وَرَسُوْلُه وَنَبِيُّه وَصَفِيُّه وَنَقِيُّه، وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ، وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ، وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً قَطُّ.

সমস্ত নবী আলাইহিমুস সালাম ছোট ও বড় গুনাহ, কুফর এবং সকল ঘৃণ্য কাজ থেকে পবিত্র ও মুক্ত। তবে তাঁদের থেকে অনিচ্ছাকৃত খেলাফে আউলা (যে কাজটি না করাই অধিক উত্তম ছিল এবং যা সগিরা গুনাহও নয়, এমন) কিছু কাজ সংঘটিত হয়েছিল।

আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার প্রিয়তম, তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর নবী, তাঁর মনোনীত ও পবিত্রতম ব্যক্তি। তিনি কখনো কোনো মূর্তির ইবাদত করেননি, এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শরীক করেননি এবং কখনো কোনো ছোট বা বড় গুনাহ করেননি।

وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ الفَارُوْقُ ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ذُوْ النُّوْرَيْنِ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ المُرْتَضَى رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ عَابِدِيْنَ ثَابِتِيْنَ عَلَى الْحَقِّ وَمَعَ الحَقِّ نَتَوَلَّاهُمْ جَمِيْعًا.

নবীগণ আলাইহিমুস সালামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন আবূ বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু; এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব আল-ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু; এরপর উসমান ইবন আফফান যুন-নূরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু; এরপর আলী ইবন আবী তালিব আল-মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু।
আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।
তাঁরা সকলেই ছিলেন ইবাদতকারী, সত্যের ওপর সুদৃঢ় এবং সত্যের সঙ্গী। আমরা তাঁদের সকলকেই ভালোবাসি ও তাঁদের প্রতি আনুগত্য ও সুসম্পর্ক পোষণ করি।

وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَّا بِخَيْرٍ.

আর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো সাহাবী সম্পর্কে ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু বলি না। অর্থাৎ আমরা তাঁদের মন্দ কোনো আলোচনা করি না।

وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِنَ الذُّنُوْبِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيْرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا وَلَانُزِيْلُ عَنْهُ اسْمَ الإِيْمَانِ ، وَنُسَمِّيْهِ مُؤْمِنًا حَقِيْقَةً ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ

কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো গুনাহ করার কারণে—যদিও তা কবীরা গুনাহ হয়—আমরা তাকে কাফির বলি না, যতক্ষণ না সে সেই গুনাহকে হালাল মনে করে।
এবং তার থেকে ঈমানের নামও অপসারণ করি না; বরং প্রকৃত অর্থেই তাকে মুমিন বলি।
আর একজন ব্যক্তি মুমিন হওয়া সত্ত্বেও ফাসিক হতে পারে; তবে সে কাফির নয়।

وَالمَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ سُنَّةٌ،
وَالتَّرَاوِيْحُ فِيْ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ،
وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ جَائِزَةٌ.
وَلَا نَقُوْلُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَضُرُّهُ الذُّنُوْبُ، وَلَا نَقُوْلُ إِنَّه لَا يَدْخُلُ النَّارَ، وَلَا نَقُوْلُ إِنَّه يُخَلَّدُ فِيْهَا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بَعْدَ أَنْ يَّخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا.

খুফের ওপর মাসাহ করা সুন্নাত।
রমযান মাসের রাতগুলোতে তারাবীহর সালাত আদায় করা সুন্নাত।
মুমিনদের মধ্যে প্রত্যেক নেককার ও ফাসিক ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করা জায়েয।

আমরা এ কথা বলি না যে, গুনাহ মুমিনের কোনো ক্ষতি করে না। আর এ কথাও বলি না যে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

আমরা এ কথাও বলি না যে, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে—যদিও সে ফাসিক হয়—যতক্ষণ সে মুমিন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

وَلَانَقُوْلُ إِنَّ حَسَنَاتِنَا مَقْبُوْلَةٌ، وَسَيِّئَاتُنَا مَغْفُوْرَةٌ، كَقَوْلِ الْمُرْجِئَةِ، وَلٰكِنْ نَقُوْلُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً بِجَمِيْعِ شَرَائِطِهَا خَالِيَةً عَنِ الْعُيُوْبِ الْمُفْسِدَةِ وَالْمَعَانِى الْمُبْطِلَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى لَا يُضِيْعُهَا بَلْ قَبِلَهَا مِنْهُ وَ يُثِيْبُه عَلَيْهَا.

وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُوْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ وَلَمْ يَتُبْ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّه فِيْ مَشِيْئَةِ اللهِ تَعَالٰى، إِنْ شَاءَ عَذَّبَه بِالنَّارِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ أَصْلًا.

وَالرِّيَاءُ إِذَا وَقَعَ فِيْ عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنَّه يُبْطِلُ أَجْرَه، وَكَذٰلِكَ العُجْبُ.

আমরা মুরজিয়াদের মতো এ কথা বলি না যে, আমাদের নেক আমলসমূহ অবশ্যই কবুল এবং আমাদের গুনাহসমূহ অবশ্যই ক্ষমাপ্রাপ্ত। বরং আমরা বলি: যে ব্যক্তি কোনো নেক আমল তার সকল শর্ত পূরণ করে, তা নষ্টকারী দোষত্রুটি ও বাতিলকারী কারণসমূহ থেকে মুক্ত রেখে সম্পাদন করে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কুফর ও মুরতাদ হওয়ার মাধ্যমে সেই আমল নষ্ট না করে মুমিন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়—তবে আল্লাহ তাআলা তার সেই আমল নষ্ট করেন না; বরং তা কবুল করেন এবং এর বিনিময়ে তাকে সওয়াব দান করেন।

আর শিরক ও কুফর ব্যতীত অন্যান্য গুনাহের ক্ষেত্রে—যদি কোনো ব্যক্তি তা থেকে তওবা না করেই মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে তাকে আগুনে শাস্তি দেবেন, আর চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে একেবারেই আগুনে শাস্তি দেবেন না।

আর কোনো আমলের মধ্যে রিয়া বা লোকদেখানো প্রবেশ করলে তা সেই আমলের সওয়াব নষ্ট করে দেয়। অনুরূপভাবে আত্মমুগ্ধতা বা নিজের আমল নিয়ে অহংকার করাও সওয়াব নষ্ট করে।

وَالْآيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ.

وَالكَرَامَاتُ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ.

وَأَمَّا الَّتِيْ تَكُوْنُ لِأَعْدَائِه مِثْلِ إِبْلِيْسَ وَفِرْعَوْنَ وَالدَّجَّالِ، مِمَّارُوِيَ فِيْ الْأَخْبَارِ أَنَّه كَانَ وَيَكُوْنُ لَهُمْ، لَانُسَمِّيْهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ، وَلٰكِنْ نُسَمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتٍ لَهُمْ، وَذٰلِكَ لِأَنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقْضِى حَاجَاتِ أَعْدَائِه اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ، وَعُقُوْبَةً لَهُمْ، فَيَغْتَرُّوْنَ بِه، وَيَزْدَادُوْنَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وَذٰلِكَ كُلُّه جَائِزٌ وَمُمْكِنٌ.

নবীগণের জন্য মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন সত্য ও প্রমাণিত।

আর ওলীদের জন্য কারামত সত্য।

তবে আল্লাহর শত্রুদের—যেমন ইবলিস, ফিরআউন ও দাজ্জাল—থেকে যেসব অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে বলে বর্ণনায় এসেছে, সেগুলোকে আমরা মু'জিযা বা কারামত বলি না। বরং আমরা সেগুলোকে তাদের প্রয়োজন পূরণ বলে অভিহিত করি। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর শত্রুদের কিছু প্রয়োজন পূরণ করে দেন তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াওয়ের দিকে নিয়ে

যাওয়ার জন্য এবং তাদের শাস্তি আরও বৃদ্ধি করার জন্য। ফলে তারা এতে প্রতারিত হয় এবং তাদের অবাধ্যতা ও কুফর আরও বেড়ে যায়। আর এ সবই সংঘটিত হওয়া বৈধ ও সম্ভব।

وَكَانَ اللهُ تَعَالى خَالِقًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ، وَرَازِقًا قَبْلَ أَنْ يَّرْزُقَ.

وَاللهُ تَعَالى يُرَى فِيْ الآخِرَةِ، وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ فِيْ الجَنَّةِ بِأَعْيُنِ رُؤُوْسِهِمْ بِلَا تَشْبِيْهٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ، وَلَا يَكُوْنُ بَيْنَه وَبَيْنَ خَلْقِه مَسَافَةٌ.

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার আগেও স্রষ্টা ছিলেন এবং কাউকে রিযিক দেওয়ার আগেও তিনি রিযিকদাতা ছিলেন।

আর আখিরাতে আল্লাহ তাআলাকে দেখা যাবে। মুমিনগণ জান্নাতে অবস্থানরত অবস্থায় নিজেদের চোখ দিয়ে তাঁকে দেখবে—কোনো সাদৃশ্য আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনো কায়ফিয়ত নির্ধারণ করা ছাড়াই। আর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কোনো দূরত্ব নির্ধারিত থাকবে না।

وَالْإِيْمَانُ هُوَ الإقْرَارُ وَالتَّصْدِيْقُ،

وَإِيْمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَايَزِيْدُ وَلَايَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمَنِ بِه، وَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ اليَقِيْنِ وَالتَّصْدِيْقِ.

وَالْمُؤْمِنُوْنَ مُسْتَوُوْنَ فِيْ الْإِيْمَانِ وَالتَّوْحِيْدِ، مُتَفَاضِلُوْنَ فِيْ الْأَعْمَالِ.

ঈমান হলো স্বীকার করা ও সত্য বলে বিশ্বাস করা।

আসমান ও জমিনের অধিবাসীদের ঈমান—যেসব বিষয়ের ওপর ঈমান আনতে হয়, সেই বিষয়গুলোর দিক থেকে—বাড়ে না এবং কমে না। তবে ইয়াকীন ও সত্যায়নের দৃঢ়তার দিক থেকে ঈমান বাড়ে ও কমে।

মুমিনগণ ঈমান ও তাওহীদের মূল ক্ষেত্রে সমান, তবে আমলের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মর্যাদাগত তারতম্য রয়েছে।

وَالْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالانْقِيَادُ لِأَوَامِرِ اللهِ تَعَالَى، فَمِنْ طَرِيْقِ اللُّغَةِ فَرْقٌ بَيْنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ لَايَكُوْنُ إِيْمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ، وَلَايُوْجَدُ إِسْلَامٌ بِلَا إِيْمَانٍ وَهُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ البَطْنِ.

ইসলাম হলো আল্লাহ তাআলার আদেশসমূহের প্রতি আত্মসমর্পণ করা এবং সেগুলোর অনুগত হওয়া।

ভাষাগত দিক থেকে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে ইসলাম ছাড়া ঈমান হতে পারে না এবং ঈমান ছাড়া ইসলামও পাওয়া যায় না। এ দু'টি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্কিত, যেমন পিঠ ও পেট।

وَالدِّيْنُ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلى الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالشَّرَائِعِ كُلِّهَا.

نَعْرِفُ اللهَ تَعَالى حَقَّ مَعْرِفَتِه كَمَا وَصَفَ اللهُ نَفْسَه فِيْ كِتَابِه بِجَمِيْعِ صِفَاتِه.

وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَّعْبُدَ اللهَ تَعَالى حَقَّ عِبَادَتِه كَمَا هُوَ أَهْلٌ لَه، وَلَكِنَّه يَعْبُدُه بِأَمْرِه كَمَا أَمَرَ بِكِتَابِه وَسُنَّةِ رَسُوْلِه.

দীন এমন একটি ব্যাপক নাম, যা ঈমান, ইসলাম এবং সমগ্র শরিয়তকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আমরা আল্লাহ তাআলাকে যথার্থভাবে সেভাবেই জানি, যেভাবে তিনি তাঁর কিতাবে নিজেকে তাঁর সমস্ত সিফাত বা গুণাবলিসহ বর্ণনা করেছেন।
কোনো ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার যথাযোগ্য ইবাদত করার ক্ষমতা রাখে না—যেমন ইবাদত পাওয়ার তিনি প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত। বরং বান্দা তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর ইবাদত করে, যেভাবে তিনি তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহতে নির্দেশ দিয়েছেন।

وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ فِيْ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِيْنِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرِّضَى وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْإِيْمَانِ فِيْ ذٰلِكَ، وَيَتَفَاوَتُوْنَ فِيْمَا دُوْنَ الْإِيْمَانِ فِيْ ذٰلِكَ كُلِّه.

সকল মুমিন মারিফাত, ইয়াকীন, তাওয়াক্কুল, মহব্বত, সন্তুষ্টি, ভয়, আশা এবং এসব বিষয়ে ঈমানের ক্ষেত্রে সমান। তবে এসব ক্ষেত্রে ঈমানের অতিরিক্ত বিষয়সমূহে তাদের মধ্যে তারতম্য হয়ে থাকে।

وَاللهُ تَعَالٰى مُتَفَضِّلٌ عَلٰى عِبَادِه عَادِلٌ، قَدْ يُعْطِي مِنَ الثَّوَابِ أَضْعَافَ مَايَسْتَوْجِبُه العَبْدُ تَفَضُّلًا مِنْهُ، وَقَدْ يُعَاقِبُ عَلَى الذَّنْبِ عَدْلًا مِنْهُ وَقَدْ يَعْفُ فَضْلًامِنْهُ.

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি নিজ অনুগ্রহে বান্দাকে তার প্রাপ্য সওয়াবের চেয়ে বহুগুণ বেশি সওয়াব দান করতে পারেন। আবার তিনি নিজ ন্যায়বিচার অনুযায়ী গুনাহের কারণে শাস্তি দিতে পারেন এবং নিজ অনুগ্রহে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

وَشَفَاعَةُ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقٌّ، وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُذْنِبِيْنَ وَلِأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْهُمُ الْمُسْتَوْجِبِيْنَ العِقَابَ حَقٌّ ثَابِتٌ.

নবীগণ আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের শাফাআত সত্য।
আর আমাদের নবী ﷺ-এর গুনাহগার মুমিনদের জন্য এবং তাদের মধ্যকার কবিরা গুনাহে লিপ্ত—যারা শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়েছে—তাদের জন্য শাফাআত করা সত্য ও সুপ্রমাণিত।

وَوَزْنُ الْأَعْمَالِ بِالْمِيْزَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَقٌّ،
وَحَوْضُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقٌّ،
وَالقِصَاصُ فِيْمَا بَيْنَ الخُصُوْمِ بِالحَسَنَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَقٌّ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمُ الحَسَنَاتُ فَطَرْحُ السَّيِّئَاتِ عَلَيْهِمْ حَقٌّ جَائِزٌ.

কিয়ামতের দিন মীযানের মাধ্যমে আমলসমূহ ওজন করা সত্য।
নবী ﷺ-এর হাউযে কাওসার সত্য।
কিয়ামতের দিন বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে নেক আমলের মাধ্যমে হক আদায় ও প্রতিশোধ গ্রহণ সত্য। আর যদি তাদের নেক আমল না থাকে, তাহলে হকদার ব্যক্তির গুনাহ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়াও সত্য ও সম্ভব।

وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوْقَتَانِ اليَوْمَ لَاتَفْنَيَانِ أَبَدًا، وَلَا تَمُوْتُ الحُوْرُ العِيْنُ أَبَدًا، وَلَا يَفْنَى عِقَابُ اللهِ تَعَالى وَثَوَابُه سَرْمَدًا.

জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানেই সৃষ্ট। এ দু'টি কখনো ধ্বংস হবে না।
হুরে আইনগণও কখনো মৃত্যুবরণ করবে না।
আর আল্লাহ তাআলার শাস্তি ও পুরস্কার চিরস্থায়ী—তা কখনো শেষ হবে না।

وَاللهُ تَعَالَى يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ فَضْلًا مِنْه، وَيُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ عَدْلًا مِنْهُ، وَإِضْلَالُه خُذْلَانُه، وَتَفْسِيْرُ الخُذْلَانِ أَنْ لَّا يُوَفَّقَ العَبْدُ إلى مَا يَرْضَاهُ مِنْهُ، وَهُوَ عَدْلٌ مِنْهُ، وَكَذَا عُقُوْبَةُ المَخْذُوْلِ عَلَى المَعْصِيَةِ.

আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং নিজ ন্যায়বিচার অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন।
তাঁর পথভ্রষ্ট করার অর্থ হলো বান্দাকে তাওফীক থেকে বঞ্চিত করা। আর তাওফীক থেকে বঞ্চিত করার অর্থ হলো—বান্দাকে এমন কাজের তাওফীক না দেওয়া, যে কাজে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ন্যায়বিচার।
অনুরূপভাবে, তাওফীক থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিকে তার অবাধ্যতার কারণে শাস্তি দেওয়াও আল্লাহ তাআলার ন্যায়বিচার।

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ نَقُوْلَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْلُبُ الْإِيْمَانَ مِنَ العَبْدِ المُؤْمِنِ قَهْرًا أَوْ جَبْرًا، وَلكِنْ نَقُوْلُ العَبْدُ يَدَعُ الْإِيْمَانَ فَحِيْنَئِذٍ يَسْلُبُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

এ কথা বলা বৈধ নয় যে, শয়তান কোনো মুমিন বান্দার ঈমান জোরপূর্বক বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেয়।
বরং আমরা বলি, বান্দা নিজেই ঈমান পরিত্যাগ করে; তখন শয়তান তার কাছ থেকে ঈমান ছিনিয়ে নেয়।

وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَ نَكِيْرٍ حَقٌّ كَائِنٌ فِيْ القَبْرِ، وَإِعَادَةُ الرُّوْحِ إلى جَسَدِ العَبْدِ فِيْ قَبْرِه حَقٌّ، وَضَغْطَةُ القَبْرِ وَعَذَابُه حَقٌّ كَائِنٌ لِلْكُفَّارِ كُلِّهِمْ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَكُلُّ شَيْءٍ ذَكَرَه العُلَمَاءُ بِالفَارِسِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالى عَزَّ اسْمُه فَجَائِزُ القَوْلِ بِه سِوَى اليَدِ بِالفَارِسِيَّةِ. وَيَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ بروى خداى عز وجل بِلَا تَشْبِيْهٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ.
وَلَيْسَ قُرْبُ اللهِ تَعَالَى وَلَا بُعْدُه مِنْ طَرِيْقِ طُوْلِ المَسَافَةِ وَقِصَرِهَا، وَلكِنْ عَلَى مَعْنَى الكَرَامَةِ وَالهَوَانِ، وَالمُطِيْعُ قَرِيْبٌ مِنْهُ بِلَا كَيْفٍ وَالعَاصِى بَعِيْدٌ عَنْهُ بِلَا كَيْفٍ، وَالقُرْبُ وَالبُعْدُ وَالْإِقْبَالُ يَقَعُ عَلَى المُنَاجِى.
وَكَذلِكَ جِوَارُه فِيْ الجَنَّةِ وَالْوُقُوْفُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا كَيْفِيَّةٍ.

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন করা সত্য এবং তা কবরে সংঘটিত হবে। কবরে বান্দার দেহে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া সত্য। কবরের চাপ ও কবরের আযাবও সত্য; তা সকল কাফির এবং কিছু গুনাহগার মুমিনের ক্ষেত্রে সংঘটিত হবে।
আল্লাহ তাআলার সিফাত সম্পর্কে আলেমগণ ফারসি ভাষায় যেসব শব্দ উল্লেখ করেছেন, সেগুলো দ্বারা তাঁর গুণাবলি প্রকাশ করা বৈধ—তবে ফারসি ভাষায় 'হাত' শব্দ ব্যবহার করা ব্যতীত।

আর কোনো প্রকার সাদৃশ্য আরোপ ও কায়ফিয়ত নির্ধারণ ছাড়াই «بِرُؤْيِ خُدَايِ عَزَّ وَجَلَّ» (আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার চেহারা) বলা বৈধ।

আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হওয়া কিংবা তাঁর থেকে দূরে হওয়া দূরত্বের দীর্ঘতা বা স্বল্পতার অর্থে নয়; বরং তা সম্মান ও অসম্মানের অর্থে। আনুগত্যশীল ব্যক্তি কোনো কায়ফিয়ত ছাড়াই তাঁর নিকটবর্তী এবং অবাধ্য ব্যক্তি কোনো কায়ফিয়ত ছাড়াই তাঁর থেকে দূরবর্তী।

অনুরূপভাবে, মুনাজাতকারী বান্দার ক্ষেত্রে নিকটবর্তী হওয়া, দূরবর্তী হওয়া ও অভিমুখী হওয়ার অর্থ প্রযোজ্য হয়।

একইভাবে জান্নাতে আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকা এবং তাঁর সম্মুখে দাঁড়ানোও কোনো কায়ফিয়ত নির্ধারণ ছাড়াই সত্য।

وَالقُرْآنُ مُنَزَّلٌ عَلى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ المَصَاحِفِ مَكْتُوْبٌ، وَآيَاتُ القُرْآنِ فِيْ مَعْنَى الْكَلَامِ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِيْ الفَضِيْلَةِ وَالْعَظَمَةِ، إِلَّا أَنَّ لِبَعْضِهَا فَضِيْلَةَ الذِّكْرِ وَفَضِيْلَةَ المَذْكُوْرِ، مِثْلِ آيَةِ الكُرْسِيِّ، لِأَنَّ المَذْكُوْرَ فِيْهَا جَلَالُ اللهِ تَعَالى وَعَظَمَتُه وَصِفَاتُه، فَاجْتَمَعَتْ فِيْهَا فَضِيْلَتَانِ، فَضِيْلَةُ الذِّكْرِ وَفَضِيْلَةُ المَذْكُوْرِ، وَلِبَعْضِهَا فَضِيْلَةُ الذِّكْرِ فَحَسْب، مِثْلِ قِصَّةِ الكُفَّارِ وَلَيْسَ لِلْمَذْكُوْرِ فِيْهَا فَضْلٌ وَهُمُ الكُفَّارُ، وَكَذلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِيْ العَظَمَةِ وَالفَضْلِ، لَاتَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا. [102]

কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা মুসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আল্লাহর কালাম হিসেবে কুরআনের সকল আয়াতই মর্যাদা ও মহত্ত্বের দিক থেকে সমান। তবে কোনো কোনো আয়াতের ক্ষেত্রে উল্লেখের মর্যাদা এবং যাঁর বা যে বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর বা তার মর্যাদা—উভয়টিই রয়েছে। যেমন আয়াতুল কুরসী। কারণ এতে আল্লাহ তাআলার মহিমা, মহত্ত্ব ও সিফাতসমূহের আলোচনা রয়েছে। তাই এতে দুটি মর্যাদা একত্রিত হয়েছে—উল্লেখের মর্যাদা এবং উল্লেখিত সত্তার মর্যাদা।

আবার কোনো কোনো আয়াতের ক্ষেত্রে কেবল উল্লেখের মর্যাদা রয়েছে। যেমন কাফিরদের ঘটনাবলি সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। এসব আয়াতে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ কাফিরদের, তাদের নিজেদের কোনো মর্যাদা নেই।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার সকল নাম ও সিফাত মহত্ত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে সমান; এগুলোর মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। [103]

وَقَاسِمٌ وَطَاهِرٌ وَإِبْرَاهِيْمُ كَانُوْا بَنِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، وَفَاطِمَةُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُوْمٍ كُنَّ جَمِيْعًا بَنَاتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهُنَّ،

কাসিম, তাহির ও ইবরাহীম ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র।

আর ফাতিমা, রুকাইয়্যা, যয়নাব ও উম্মে কুলসুম—তাঁরা সকলেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

---

[102] هُنَا أَضِيْفَتِ العِبَارَةُ المُحَرَّفَةُ

[103] এখানে বিকৃত/পরিবর্তিত বাক্যটি সংযোজন করা হয়েছে।

وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْءٌ مِنْ دَقَائِقِ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ فَإِنَّه يَنْبَغِي لَه أَنْ يَعْتَقِدَ فِيْ الحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ اللهِ تَعَالى إِلَى أَنْ يَجِدَ عَالِمًا فَيَسْأَلَه، وَلَايَسَعُه تَأْخِيْرُ الطَّلَبِ، وَلَايُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِيْهِ، وَيَكْفُرُ إِنْ وَقَفَ،

মানুষের কাছে যদি ইলমুত তাওহীদের কোনো সূক্ষ্ম বিষয় দুর্বোধ্য বা সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়ে, তাহলে তার কর্তব্য হলো—কোনো আলেমের সন্ধান পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা পর্যন্ত সে বিষয়ে আপাতত আল্লাহ তাআলার নিকট যা সঠিক, সেটিকেই সঠিক বলে বিশ্বাস করা।

এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অনুসন্ধানে বিলম্ব করার সুযোগ তার নেই এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাও তার জন্য গ্রহণযোগ্য অজুহাত নয়। যদি সে এতে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখে, তবে সে কুফরিতে পতিত হবে।

وَخَبَرُ المعرَاجِ حَقٌّ، وَمَنْ رَدَّه فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ.

وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوْلُ عِيْسَى عَلَيْه السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ، وَسَائِرُ عَلَامَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ عَلَى مَاوَرَدَتْ بِه الأَخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ حَقٌّ كَائِنٌ.

وَاللهُ تَعَالى يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. (انتهى مَتْنُ الفِقْهِ الأَكْبَرِ)

মিরাজের ঘটনা সত্য। যে ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করে, সে বিদআতী ও পথভ্রষ্ট।

দাজ্জালের আবির্ভাব, ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়া, সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া, ঈসা আলাইহিস সালামের আসমান থেকে অবতরণ এবং কিয়ামতের অন্যান্য যেসব আলামত সহীহ বর্ণনায় এসেছে—এসবই সত্য এবং অবশ্যই সংঘটিত হবে।

আর আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে হিদায়াত দান করেন।

(আল-ফিকহুল আকবারের মূল পাঠ সমাপ্ত)

يَقُولُ رَاجِي غُفْرَانِ الْمَسَاوِي:

رَئِيسُ لَجْنَةِ التَّصْحِيحِ (بِمَطْبَعَةِ دَارِ الْكُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ الْكُبْرَى) مُحَمَّدٌ الزُّهْرِيُّ الْغَمْرَاوِيُّ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاجِبِ الْوُجُودِ، الْحَكِيمِ الْمُتَّصِفِ بِالْكَرَمِ وَالْجُودِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الْمُؤَسِّسِ قَوَاعِدَ التَّوْحِيدِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ذَوِي الْهِدَايَةِ وَالتَّأْيِيدِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ تَمَّ بِحَمْدِهِ تَعَالَى «الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ» الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ، عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَافِرُ الْإِجْلَالِ وَالرِّضْوَانِ، مَعَ شَرْحِهِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّهِيرِ وَالْفَهَّامَةِ الْكَبِيرِ مُلَّا عَلِيّ الْقَارِي، عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْبَارِي.

وَهُوَ كِتَابٌ أَبَانَ عَنْ قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ السَّلَفِيَّةِ، وَمَا يَلْزَمُ أَنْ تَتَحَلَّى بِهِ كُلُّ طَوِيَّةٍ مِنْ عَقَائِدِ التَّنْزِيهِ وَالْكَمَالِ فِي حَقِّ مَوْلَانَا ذِي الْجَلَالِ، وَرُسُلِهِ الْكِرَامِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، عَلَى حَسَبِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنَ الْعَقَائِدِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي هِيَ أَسَاسُ الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ الرَّجِيحَةِ.

وَقَدْ أَوْرَدَ مِنْ هَذَا الْمَنْهَلِ الْعَذْبِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ ذِي بَصِيرَةٍ فِي دِينِهِ، وَمَنْ لَهُ أَهَمِّيَّةٌ فِي صَقْلِ مِرْآةِ يَقِينِهِ.

وَقَدْ صَارَ طَبْعُ الْمَتْنِ مُجَرَّدًا عَلَى حَسَبِ مَا فِي النُّسْخَةِ الَّتِي شَرَحَ عَلَيْهَا الْعَلَّامَةُ أَبُو الْمُنْتَهَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَغْنِيسَاوِيُّ، لِيَرَى الْوَاقِفُ مَا بَيْنَ النُّسْخَتَيْنِ مِنَ الِاخْتِلَافِ.

وَذَلِكَ (بِمَطْبَعَةِ دَارِ الْكُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ الْكُبْرَى) الَّتِي حَازَتْ مِنَ الْإِتْقَانِ وَالدِّقَّةِ مَا يَفُوقُ الْحَصْرَ، مُصَحَّحًا بِمَعْرِفَةِ لَجْنَةِ التَّصْحِيحِ بِهَا، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُكَرَّمِ سَنَةَ ١٣٢٧ هِجْرِيَّةً، عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، آمِينَ.

انْتَهَى.

বিভিন্ন ভুলত্রুটি ক্ষমার প্রত্যাশী, দারুল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা প্রেসের সংশোধন কমিটির প্রধান মুহাম্মাদ আয-যুহরী আল-গামরাওয়ী বলেন:

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য; যিনি প্রজ্ঞাময় এবং দয়া ও উদারতার গুণে গুণান্বিত। দরূদ ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যিনি তাওহীদের ভিত্তিসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছেন; এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিগণের ওপর, যাঁরা হিদায়াত ও আল্লাহর সাহায্যের অধিকারী।

অতঃপর, আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় ইমাম আযম আবু হানীফা নু'মান রহ.-এর প্রতি সম্বন্ধিত 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটি সম্পন্ন হলো—এর সঙ্গে প্রসিদ্ধ আল্লামা ও মহান পণ্ডিত মুল্লা আলী আল-কারী রহ.-এর ব্যাখ্যাসহ। এ গ্রন্থটি সালাফের আকীদার মূলনীতি স্পষ্ট করে এবং মহান আল্লাহ ও তাঁর সম্মানিত রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের ব্যাপারে তানযীহ ও পূর্ণতার যে আকীদা প্রত্যেক অন্তরে ধারণ করা আবশ্যক, তা বর্ণনা করে। এগুলো সেই বিশুদ্ধ আকীদা, যার ওপর সালাফে সালেহীন ছিলেন এবং যা সুদৃঢ় হানীফী মিল্লাতের ভিত্তি।

এই মধুর উৎস থেকে এমন বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে, যা দ্বীনের ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন এবং যার কাছে নিজের ইয়াকীনের আয়না পরিশুদ্ধ করার গুরুত্ব রয়েছে।

এছাড়াও মূল মতনটি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয়েছে সেই নুসখা অনুসারে, যার ওপর আল্লামা আবুল মুনতাহা আহমদ ইবন মুহাম্মাদ আল-মাগনীসাওয়ী [104] ব্যাখ্যা লিখেছেন, যাতে পাঠক দুই নুসখার মধ্যকার পার্থক্য দেখতে পারেন।

এ মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে দারুল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা প্রেসে, যা নিখুঁততা ও সূক্ষ্মতার এমন মান অর্জন করেছে যা বর্ণনার অতীত। প্রেসের সংশোধন কমিটির তত্ত্বাবধানে গ্রন্থটি সংশোধিত হয়ে ১৩২৭ হিজরির সম্মানিত রমযান মাসে মুদ্রিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আমীন।

সমাপ্ত।

[104] আল-মাগনীসাওয়ী আল-হানাফী ১০৯০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

নবী ﷺ-এর ওয়ালিদাইন (পিতা-মাতা) নাজাতপ্রাপ্ত

وَالِدَا النَّبِيِّ ﷺ نَاجِيَانِ وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَهُوَ اعْتِقَادُنَا، وَهُوَ المَنْقُوْلُ عَنِ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فِيْمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ مُحَمَّد زَاهِدُ الْكَوْثَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِيْ مُقَدِّمَتِه عَلى كُتُبِ الإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ الخَمْسَةِ الَّتِيْ طُبِعَتْ بِعِنَايَتِه.

وَالكُتُبُ الخَمْسَةُ هِيَ:

1. العالم والمتعلم،
2. والفقه الأكبر،
3. والفقه الأبسط،
4. والرسالة،
5. والوصية.

নবী ﷺ-এর পিতা-মাতা উভয়েই নাজাতপ্রাপ্ত এবং তাঁরা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত—এটাই আমাদের আকীদা। আর ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর পক্ষ থেকেও এ মতই বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি ইমাম মুহাম্মাদ যাহিদ আল-কাওসারী রহ. তাঁর তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর পাঁচটি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

পাঁচটি গ্রন্থ হলো:

1. আল-আলিম ওয়াল-মুতাআল্লিম
2. আল-ফিকহুল আকবার
3. আল-ফিকহুল আবসাত
4. আর-রিসালাহ
5. আল-ওসিয়্যাহ

ইমাম আল-কাওসারী রহ. (মৃত্যু ১৩৭১ হি.) আল-আলিম ওয়াল-মুতাআল্লিম গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন:

وَفِيْ مَكْتَبَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ العَلَّامَةِ عَارِفْ حِكْمَتْ بِالمَدِيْنَةِ المُنَوَّرَةِ (أَشْهَرُ مَكْتَبَةٍ تَارِيْخِيَّةٍ فِيْ المَدِيْنَةِ وَهِيَ مَكْتَبَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عَارِفْ حِكْمَتْ) نُسْخَتَانِ مِنَ الفِقْهِ الْأَكْبَرِ رِوَايَةُ حَمَّادٍ قَدِيْمَتَانِ وَصَحِيْحَتَانِ، فَيَا لَيْتَ بَعْضَ الطَّابِعِيْنَ قَامَ بِإِعَادَةِ طَبْعِ الفِقْهِ الْأَكْبَرِ مِنْ هَاتَيْنِ النُّسْخَتَيْنِ مَعَ المُقَابَلَةِ بِنُسَخِ دَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ.

মদিনা মুনাওয়ারায় শাইখুল ইসলাম আল্লামা আরিফ হিকমত-এর গ্রন্থাগারে—যা মদিনার অন্যতম প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থাগার এবং শাইখুল ইসলাম আরিফ হিকমত লাইব্রেরি নামে পরিচিত—আল-ফিকহুল আকবারের হাম্মাদের রেওয়ায়াতের দুটি প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য নুসখা রয়েছে।

আহা! কোনো প্রকাশক যদি এই দুটি নুসখার ভিত্তিতে আল-ফিকহুল আকবার পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নিতেন এবং সেগুলোকে দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ-এর নুসখাগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে তুলনামূলকভাবে যাচাই করতেন।

فَفِيْ بَعْضِ تِلْكَ النُّسَخِ: وَأَبَوَا النَّبِيِّ ﷺ مَاتَا عَلى الفِطْرَةِ – (وَالفِطْرَةُ سَهْلَةُ التَّحْرِيْفِ إِلَى الكُفْرِ فِيْ الخَطِّ الكُوْفِيِّ)، وَفِيْ أَكْثَرِهَا: (مَا مَاتَا عَلى الْكُفْرِ)، كَأَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ يُرِيْدُ بِه الرَّدَّ عَلى مَنْ يَرْوِيْ حَدِيْثَ (أَبِيْ وَأَبُوْكَ فِيْ النَّارِ) وَيَرَى كَوْنَهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. لِأَنَّ إِنْزَالَ المَرْءِ فِيْ النَّارِ لَا يَكُوْنُ إِلَّا بِدَلِيْلٍ يَقِيْنِيٍّ، وَهذَا المَوْضُوْعُ لَيْسَ بِمَوْضُوْعٍ عَمَلِيٍّ حَتَّى يَكْتَفِيْ فِيْهِ بِالدَّلِيْلِ الظَّنِيِّ.

এসব নুসখার কোনো কোনো নুসখায় রয়েছে: "নবী ﷺ-এর পিতা-মাতা উভয়েই ফিতরাতের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন।"

— আর কূফী লিপিতে الفطرة শব্দটি সহজেই বিকৃত হয়ে الكفر হয়ে যেতে পারে।

আর অধিকাংশ নুসখায় রয়েছে: "তাঁরা দু'জন কুফরের ওপর মৃত্যুবরণ করেননি।"

মনে হয়, ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. এর মাধ্যমে তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন, যারা "আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে" এই হাদিসটি বর্ণনা করে নবী ﷺ-এর পিতা-মাতাকে জাহান্নামবাসী মনে করে।

কারণ কোনো ব্যক্তিকে জাহান্নামবাসী সাব্যস্ত করা কেবল অকাট্য ও নিশ্চিত প্রমাণের মাধ্যমেই সম্ভব। আর এ বিষয়টি কোনো আমল-সংক্রান্ত মাসআলা নয় যে, এখানে যান্নী বা অনুমানভিত্তিক দলিল যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

وَيَقُوْلُ الحَافِظُ مُحَمَّدٌ المُرْتَضَى الزَّبِيْدِيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ 1205هـ شَارِحُ الْإِحْيَاءِ وَالقَامُوْسِ فِيْ رِسَالَتِه (الانْتِصَارُ لِوَالِدَيِ النَّبِيِّ المُخْتَارِ) - وَكُنْتُ رَأَيْتُهَا بِخَطِّه عِنْدَ شَيْخِنَا أَحْمَدَ بْنِ مُصْطَفَى العُمَرِيِّ الْحَلَبِيِّ مُفْتِي العَسْكَرِ العَامِ المُعَمَّرُ - مَا مَعْنَاهُ : إِنَّ النَّاسِخَ لَمَّا رَأَى تَكْرَارَ (مَا) فِيْ (مَا مَاتَا) ظَنَّ أَنَّ إِحْدَاهُمَا زَائِدَةٌ فَحَذَفَهَا فَذَاعَتْ نُسْخَتُه الخَاطِئَةُ، وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلى ذلِكَ سِيَاقُ الخَبَرِ لِأَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَالْأَبَوَيْنِ لَوْ كَانُوْا جَمِيْعًا عَلى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَجَمَعَ الثَّلَاثَةَ فِيْ الحُكْمِ بِجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بِجُمْلَتَيْنِ مَعَ عَدَمِ التَّخَالُفِ بَيْنَهُمْ فِيْ الحُكْمِ.

হাফিয মুহাম্মাদ মুরতাদা আয-যাবীদী রহ. (মৃত্যু ১২০৫ হি.), যিনি *ইহইয়া* ও *আল-কামূস*-এর ব্যাখ্যাকার, তাঁর «الانتصار لوالدي النبي المختار» নামক রিসালায় বলেন—আমি তাঁর নিজহাতে লেখা সেই রিসালাটি আমাদের শাইখ আহমদ ইবন মুস্তফা আল-উমারী আল-হালাবী, সামরিক বাহিনীর প্রধান মুফতি, দীর্ঘায়ু আলেম—এর কাছে দেখেছিলাম—এর সারমর্ম হলো:

নকলকারী যখন «مَا مَاتَا» বাক্যে «مَا»-এর পুনরাবৃত্তি দেখলেন, তখন তিনি ধারণা করলেন যে, দুটির একটি অতিরিক্ত। ফলে তিনি সেটি বাদ দিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর সেই ভুল নুসখাটিই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

এর একটি প্রমাণ হলো, বর্ণনাটির বাক্যবিন্যাস ও প্রসঙ্গ। কারণ আবু তালিব এবং নবী ﷺ-এর পিতা-মাতা—যদি তিনজনই একই অবস্থায় থাকতেন—তাহলে একই হুকুমের অধীনে তিনজনকে একটিমাত্র বাক্যে একত্রে উল্লেখ করা হতো; দুইটি পৃথক বাক্যে নয়, বিশেষত যখন হুকুমের দিক থেকে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই না থাকে।

وَهٰذَا رَأْيٌ وَجِيْهٌ مِنَ الحَافِظِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا أَنَّه لَمْ يَكُنْ رَآى النُّسْخَةَ الَّتِيْ فِيْهَا (مَا مَاتَا) وَإِنَّمَا حَكَى ذٰلِكَ عَمَّنْ رَآهَا ، وإِنِّيْ بِحَمْدِ اللهِ رَأَيْتُ لَفْظَ (مَا مَاتَا) فِيْ نُسْخَتَيْنِ بِدَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ قَدِيْمَتَيْنِ كَمَا رَآى بَعْضُ أَصْدِقَائِيْ لَفْظَيْ (مَا مَاتَا) وَ (عَلى الفِطْرَةِ) فِيْ نُسْخَتَيْنِ قَدِيْمَتَيْنِ بِمَكْتَبَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ المَذْكُوْرَةِ "[105]

হাফিয যুবাইদী রহ.-এর এ মতটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য। তবে তিনি নিজে এমন কোনো নুসখা দেখেননি, যাতে «مَا مَاتَا» (তাঁরা দুজন কুফরের ওপর মৃত্যুবরণ করেননি) কথাটি রয়েছে; বরং যিনি এমন নুসখা দেখেছেন, তাঁর কাছ থেকে তিনি তা বর্ণনা করেছেন।
আর আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ বলছি, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহর দুটি প্রাচীন নুসখায় আমি নিজে «مَا مَاتَا» শব্দদ্বয় দেখেছি।

অনুরূপভাবে, আমার কয়েকজন বন্ধু পূর্বে উল্লিখিত শাইখুল ইসলাম আরিফ হিকমত লাইব্রেরির দুটি প্রাচীন নুসখায় যথাক্রমে «مَا مَاتَا» এবং «عَلَى الْفِطْرَةِ» (ফিতরাতের ওপর)—এই দুই পাঠ দেখেছেন।[106]

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: مَعْلُوْمَةٌ أُخْرَى

هُنَاكَ رِوَايَتَانِ لِلْفِقْهِ الْأَكْبَرِ مَنْسُوْبَتَانِ إِلى أَبِيْ حَنِيْفَةَ، الْأَوَّلُ: مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَهُوَ وَرَقَاتٌ وَجِيْزَاتٌ، وَقَدْ أَثْبَتَهَا جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: الذَّهَبِيُّ، كَمَا فِيْ (السِّيَرِ) وَ (الْمُشْتَبَه)، وَهِيَ كَمَا يَبْدُوْ النُّسْخَةُ الْمُعْتَمَدَةُ، الثَّانِيْ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِيْ مُطِيْعٍ البَلَخِيِّ، (أَبُوْ مُطِيْعٍ الحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَلَخِيُّ الحَنَفِيُّ، رَاوِي الفِقْهِ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (199 ه)، وَقِيْلَ إِنَّ الْأَخْطَاءَ الَّتِيْ وُجِدَتْ إِنَّمَا هِيَ فِيْ نُسْخَةِ الْبَلَخِيِّ وَهِيَ مَا أَضَافَهَا هُوَ مِنْ عِنْدِه، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ صَرَّحَ بِنَفْيِ نِسْبَتِهَا إِلى أَبِيْ حَنِيْفَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَالذَّهَبِيِّ.

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর প্রতি সম্বন্ধিত আল-ফিকহুল আকবার-এর দুটি রেওয়ায়াত রয়েছে।
প্রথমটি হলো, হাম্মাদ ইবন আবু হানীফা-এর রেওয়ায়াত। এটি কয়েক পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত একটি রচনা। একাধিক আলেম এর অস্তিত্ব ও বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম যাহাবী রহ. অন্যতম; তিনি *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* এবং *আল-মুশতাবিহ* গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। বাহ্যত এ রেওয়ায়াতটিই অধিক নির্ভরযোগ্য নুসখা বলে প্রতীয়মান হয়।
দ্বিতীয়টি হলো, আবু মুতী' আল-বালখী-এর রেওয়ায়াত। তাঁর পূর্ণ নাম আবু মুতী' আল-হাকাম ইবন আবদুল্লাহ আল-বালখী আল-হানাফী। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে *আল-ফিকহুল আকবার* বর্ণনা করেছেন এবং ১৯৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।
কেউ কেউ বলেছেন, গ্রন্থে যেসব ভুল পাওয়া যায়, সেগুলো মূলত আল-বালখীর নুসখায় রয়েছে এবং সেগুলো তিনি নিজ পক্ষ থেকে সংযোজন করেছিলেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।
আর একাধিক ইমাম স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এ রেওয়ায়াতটি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর প্রতি নির্ভরযোগ্যভাবে সম্বন্ধিত নয়। তাঁদের মধ্যে ইমাম যাহাবী রহ.-ও রয়েছেন।

---

[105] الإمام أبو حنيفة، العالم والمتعلم ص 7

[106] ইমাম আবু হানীফা রহ., *আল-আলিম ওয়াল-মুতাআল্লিম*, পৃ. ৭।

وَأَمَّا عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ شِرْكٌ، بَلْ ثَبَتَ عَكْسُه، قَالَ لِأَبْرَهَةَ: "وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيْه".

আর আবদুল মুত্তালিবের ব্যাপারে: তাঁর থেকে শিরক প্রমাণিত হয়নি; বরং এর বিপরীতটাই প্রমাণিত। তিনি আবরাহাকে বলেছিলেন: "এই ঘরের একজন রব আছেন, যিনি একে রক্ষা করবেন।"

وَ أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ آزَرُ فَكَانَ مُشْرِكاً، وَأَمَّا وَالِدُه فَكَانَ مُؤْمِنًا بِدَلِيْلِ الْقُرْآنِ ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (سورة إبراهيم 41)

وَهذَا الدُّعَاءُ كَانَ فِيْ أَوَاخِرِ أَيَّامِه، وَالَّذِيْ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَانَ أَبًا، بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَلَمْ يَكُنْ وَالِدًا ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾

আর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের 'আব' আযর মুশরিক ছিল। তবে তাঁর 'ওয়ালিদ' ছিলেন মুমিন। এর দলিল কুরআনের এই আয়াত:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

"হে আমাদের রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।" —সূরা ইবরাহীম, ৪১

এই দোয়াটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জীবনের শেষভাগের দোয়া।

আর কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী, যাঁর সঙ্গে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁর 'আব', কিন্তু 'ওয়ালিদ' ছিলেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾

"ইবরাহীমের তাঁর 'আব'-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে ছিল, যা তিনি তাকে দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তিনি তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন। নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ও সহনশীল।"

وَالوَالِدُ يُطْلَقُ عَلى مَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ الْأَبُ الْمُبَاشِرُ، وَالْأَبُ يُطْلَقُ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ فِيْ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ.

'ওয়ালিদ' (الوالد) শব্দটি একটি মাত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়; আর তা হলো সরাসরি জন্মদাতা পিতা। অন্যদিকে, পবিত্র কুরআনে **'আব'** (الأب) শব্দটি ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন:

قَالَ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، وَسُئِلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيّ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :إِنْ أَبَا النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّارِ، فَأَجَابَ بِأَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ قَالَ: وَلَا أَذًى أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُقَالَ عَنْ أَبِيهِ إِنَّهُ فِي النَّارِ.

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়...।"

মালিকী মাযহাবের অন্যতম ইমাম কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ.-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে বলেছে: "নবী ﷺ-এর পিতা জাহান্নামে।"

তিনি উত্তরে বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলে, সে অভিশপ্ত। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেছেন।"

তিনি বলেন:

"তাঁর পিতা সম্পর্কে 'তিনি জাহান্নামে' বলার চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক আর কিছু হতে পারে না।" [107]

السُّؤَالُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ :فَجَوَابُهُ أَنَّهُ مَنْ قَالَ مِنَ الْعَوَامِّ أَوْ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِحَضْرَةِ الْعَوَامِّ فِي حَقِّ أَبَوَيِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، أَوْ أَنَّهُمَا كَانَا كَافِرَيْنِ -أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّعْزِيرُ الْبَلِيغُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .وَقَدْ سُئِلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ فِي حَقِّ وَالِدِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهُ كَافِرٌ، فَأَجَابَ بِأَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ مَلْعُونٌ ; لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ يُؤْذِي النَّبِيَّ ﷺ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ (الأحزاب: ٥٧)

একান্নতম প্রশ্ন: এর উত্তর হলো—সাধারণ মানুষ হোক অথবা কোনো ফকীহ, যদি সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে নবী ﷺ-এর পিতা-মাতা সম্পর্কে বলে যে, তাঁরা জাহান্নামে অথবা তাঁরা কাফির ছিলেন, তাহলে তার ওপর কঠোর তাআযীর বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে; বরং এর চেয়েও অধিক শাস্তি হতে পারে।

মালিকী মাযহাবের অন্যতম ইমাম কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ.-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে নবী ﷺ-এর পিতা সম্পর্কে বলেছিল: "তিনি কাফির ছিলেন।" তিনি উত্তরে বলেন, এ কথা বলনেওয়া ব্যক্তি অভিশপ্ত। কারণ এ বক্তব্য নবী ﷺ-কে কষ্ট দেয়। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেছেন।" —সূরা আল-আহযাব, ৫৭ [108]

ইবন আসাকির রহ. তাঁর 'তারীখে' নিজ সনদে ইয়াহইয়া ইবন আবদিল মালিক ইবন আবী গানিয়্যাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا نوفل بن الفرات - وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ :

---

[107] ইমাম সুয়ূতী, *আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ২৭৯; রিসালা: *মাসালিকুল হুনাফা ফী ওয়ালিদাই আল-মুস্তফা* ﷺ।

[108] *আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৩৮৩; *তা'রীফুল ফিয়াহ বি-আজওয়িবাতিল আসইলাতিল মিয়াহ*; দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.

كَانَ رَجُلٌ مِنْ كُتَّابِ الشَّامِ مَأْمُونًا عِنْدَهُمُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى كُورَةِ الشَّامِ، وَكَانَ أَبُوهُ يَزِنُ بِالْمَنَانِيَّةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

فَقَالَ :مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَسْتَعْمِلَ رَجُلًا عَلَى كُورَةٍ مَنْ كُوَرِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَبُوهُ يَزِنُ بِالْمَنَانِيَّةِ؟ قَالَ :أَصْلَحَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا عَلَيَّ! كَانَ أَبُو النَّبِيِّ ﷺ مُشْرِكًا، فَقَالَ عمر :آهٍ، ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ :أَأَقْطَعُ لِسَانَهُ؟ أَأَقْطَعُ يَدَهُ وَرِجْلَهُ؟ أَأَضْرِبَ عُنُقَهُ؟ ثُمَّ قَالَ :لَا تَلِي لِي شَيْئًا مَا بَقِيتُ.

নওফল ইবন ফুরাত আমাদের বর্ণনা করেছেন—তিনি উমর ইবন আবদুল আযীয রহ.-এর একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বলেন:

শামের প্রশাসনিক লেখকদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তাদের কাছে বিশ্বস্ত বলে বিবেচিত হতেন। তিনি শামের একটি অঞ্চলের দায়িত্বে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন, যার পিতা মানানিয়্যাহ মতবাদের অনুসারী ছিলেন।

এ সংবাদ উমর ইবন আবদুল আযীয রহ.-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন:

"তুমি মুসলমানদের একটি অঞ্চলের দায়িত্বে এমন একজন ব্যক্তিকে কেন নিয়োগ করলে, যার পিতা মানানিয়্যাহ মতবাদের অনুসারী ছিল?"

লোকটি বলল:

"আল্লাহ আমীরুল মুমিনীনকে সংশোধিত ও কল্যাণময় রাখুন! এতে আমার কী আসে যায়? নবী ﷺ-এর পিতাও তো মুশরিক ছিলেন!"

এ কথা শুনে উমর ইবন আবদুল আযীয রহ. বললেন: "আহ্!"

এরপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন:

"আমি কি তার জিহ্বা কেটে দেব? আমি কি তার হাত-পা কেটে দেব? আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব?"

অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন:

"আমি যতদিন বেঁচে আছি, তুমি আমার অধীনে আর কোনো দায়িত্বে নিযুক্ত হবে না।" [109]

[109] আবুল কাসিম আলী ইবনুল হাসান ইবন হিবাতুল্লাহ, প্রসিদ্ধ ইবন আসাকির (মৃ. ৫৭১ হি.), *তারীখু দিমাশক*, খণ্ড ৪৫, পৃ. ২২২; তাহকীক: আমর ইবন গারামাহ আল-আমরাওয়ী; দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত «أَبِي وَ أَبَاكَ فِي النَّارِ» হাদীস প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ " فِي النَّارِ " . فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ " إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ "

আবু বকর ইবন আবী শাইবা আমাদের বর্ণনা করেছেন, আফফান আমাদের বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবন সালামা আমাদের বর্ণনা করেছেন, সাবিতের সূত্রে, তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন:

এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কোথায়?"

তিনি ﷺ বললেন: فِي النَّارِ "জাহান্নামে।"

লোকটি যখন ফিরে যেতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে বললেন:

إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ "নিশ্চয় আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে।" [110]

এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন: হাদীসটি দুটি কারণে ত্রুটিযুক্ত (معلول)

مَعْلُولٌ بِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ. فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ عَنِ الْبُخَارِيِّ، وَفِي إِفْرَادِ مُسْلِمٍ أَحَادِيثُ تُكُلِّمَ فِيهَا، يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْهَا.

প্রথম কারণ: সনদের দিক থেকে।

ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ হাদীসটি হাম্মাদ ইবন সালামা ⟶ সাবিত ⟶ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কোথায়?" তিনি বললেন, "জাহান্নামে।" লোকটি ফিরে যেতে লাগলে তিনি তাকে ডেকে বললেন:

إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ

"নিশ্চয় আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে।"

এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন; ইমাম বুখারী তা বর্ণনা করেননি। আর মুসলিমের এককভাবে বর্ণিত কিছু হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন। সম্ভবত এটিও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

(أَمَّا أَوَّلًا) فَثَابِتٌ، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا ثِقَةً، فَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ فِي الضُّعَفَاءِ، وَقَالَ: إِنَّهُ وَقَعَ فِي أَحَادِيثِهِ نُكْرَةٌ، وَذَلِكَ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ رَوَى عَنْهُ الضُّعَفَاءُ، وَأَوْرَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ.

প্রথমত: সাবিত যদিও একজন ইমাম ও বিশ্বস্ত রাবী, তবুও ইবন আদী তাঁর *আল-কামিল ফিদ-দু'আফা* গ্রন্থে তাঁকে উল্লেখ করে বলেছেন, তাঁর কিছু হাদীসে মুনকার বর্ণনা পাওয়া গেছে। তবে এর কারণ তাঁর থেকে বর্ণনাকারীরা; কেননা কিছু দুর্বল রাবীও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছে। ইমাম যাহাবীও তাঁকে *আল-মীযান*-এ উল্লেখ করেছেন।

---

[110] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২০৩।

(وَأَمَّا ثَانِيًا) فَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا عَابِدًا عَالِمًا، فَقَدْ تَكَلَّمَ جَمَاعَةٌ فِي رِوَايَتِهِ، وَسَكَتَ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ، فَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُ شَيْئًا فِي صَحِيحِهِ.

দ্বিতীয়ত: হাম্মাদ ইবন সালামা যদিও একজন ইমাম, আবিদ ও আলেম ছিলেন, তথাপি একদল মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণনা সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর ব্যাপারে নীরব থেকেছেন এবং তাঁর *সহীহ*-এ তাঁর থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি।

وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْمَدْخَلِ: مَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ لِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي الْأُصُولِ إِلَّا حَدِيثًا عَنْ ثَابِتٍ، وَقَدْ خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الشَّوَاهِدِ عَنْ طَائِفَةٍ...

হাকিম *আল-মাদখাল* গ্রন্থে বলেন: ইমাম মুসলিম মূল বর্ণনাসমূহে হাম্মাদ ইবন সালামা থেকে সাবিতের সূত্রে একটি হাদীস ছাড়া আর কিছু বর্ণনা করেননি; তবে শাওয়াহিদের ক্ষেত্রে একদল রাবীর সূত্রে তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: حَمَّادٌ ثِقَةٌ، لَهُ أَوْهَامٌ، وَلَهُ مَنَاكِيرُ كَثِيرَةٌ، وَكَانَ لَا يَحْفَظُ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّهَا دُسَّتْ فِي كُتُبِهِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ كَانَ رَبِيبَهُ، وَكَانَ يَدُسُّ فِي كُتُبِهِ.

ইমাম যাহাবী বলেন: হাম্মাদ বিশ্বস্ত; তবে তাঁর কিছু ভুল এবং অনেক মুনকার বর্ণনা রয়েছে। তিনি মুখস্থ সংরক্ষণ করতেন না। তাই বলা হতো, তাঁর কিতাবসমূহে কিছু বর্ণনা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ কথাও বলা হয়েছে যে, ইবন আবিল আওজার পুত্র তাঁর প্রতিপালিত সন্তান ছিল এবং সে তাঁর কিতাবে বর্ণনা ঢুকিয়ে দিত।

وَمِنْ مَنَاكِيرِهِ مَا رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾، قَالَ: أَخْرَجَ طَرَفَ خِنْصَرِهِ، وَضَرَبَ عَلَى إِبْهَامِهِ، فَسَاخَ الْجَبَلُ. هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَثْبُتُ، وَإِنَّهُ مِمَّا دَسَّهُ رَبِيبُهُ عَلَيْهِ، وَالْمَنَاكِيرُ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ كَثِيرَةٌ.

তাঁর মুনকার বর্ণনাগুলোর মধ্যে একটি হলো—সাবিত ⟶ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ পাঠ করে বলেছেন, "তিনি তাঁর কনিষ্ঠ আঙুলের এক প্রান্ত প্রকাশ করলেন"—এ সময় তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপর আঘাত করলেন—"ফলে পাহাড়টি ধসে গেল।"

হাদীসটি আহমদ, তিরমিযী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। হাকিম একে মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ বলেছেন। আর ইবনুল জাওযী এটিকে *আল-মাওদূ'আত*-এ উল্লেখ করে বলেছেন, এটি প্রমাণিত নয় এবং তাঁর প্রতিপালিত সন্তান তাঁর কিতাবে এটি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। হাম্মাদের বর্ণনায় এ ধরনের মুনকার বর্ণনা অনেক রয়েছে।

وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُ هَذَا لِأَنَّهُ بِسَنَدِ الْحَدِيثِ الَّذِي نَحْنُ فِي تَعْلِيلِهِ، وَمِنْ أَنْكَرِ رِوَايَاتِهِ مَا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: رَأَيْتُ جَعْدًا أَمْرَدَ عَلَيْهِ خُضْرٌ. وَهَذَا أَيْضًا أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ.

আমি এ বর্ণনাটি এখানে উল্লেখ করেছি, কারণ এর সনদ সেই হাদীসটিরই সনদ, যার ত্রুটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি।

তাঁর অধিক আপত্তিকর বর্ণনাগুলোর মধ্যে আরেকটি হলো—কাতাদা → ইকরিমা → ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে মারফূ'ভাবে: رَأَيْتُ جَعْدًا أَمْرَدَ عَلَيْهِ خُضْرٌ

"আমি কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট দাড়িবিহীন এক যুবককে দেখেছি, যার গায়ে সবুজ পোশাক ছিল।" ইবনুল জাওযী এটিকেও *আল-মাওদূ'আত*-এ উল্লেখ করেছেন।

فَبَانَ بِهَذَا أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُنْكَرًا، وَقَدْ وُصِفَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي مُسْلِمٍ بِأَنَّهَا مُنْكَرَةٌ.

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য হাদীসটি মুনকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সহীহ মুসলিমের আরও কিছু হাদীসকেও মুনকার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

الْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ: مِنْ حَيْثُ الْمَتْنِ، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مُقَدِّمَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ، وَخَافَ مِنْ إِفْصَاحِ الْجَوَابِ لَهُ فِتْنَتَهُ وَاضْطِرَابَ قَلْبِهِ، أَجَابَهُ بِجَوَابٍ فِيهِ تَوْرِيَةٌ وَإِبْهَامٌ، كَالْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: أَنَّهُ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ السَّاعَةِ، فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًّا، فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِدْ هَذَا عُمُرَهُ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

দ্বিতীয় কারণ: মতনের দিক থেকে

এটি একটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে। তা হলো—কোনো বেদুঈন নবী ﷺ-কে কোনো প্রশ্ন করলে এবং সরাসরি উত্তর দিলে তার ফিতনায় পড়া বা অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, নবী ﷺ কখনো এমন ভাষায় উত্তর দিতেন যাতে তাওরিয়াহ (توربة) ও ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থ থাকত।

যেমন বুখারীর হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন তিনি উপস্থিতদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন: "এই ব্যক্তি যদি তার পূর্ণ জীবনকাল পায়, তবে তার মৃত্যু হওয়ার আগেই তোমাদের কিয়ামত সংঘটিত হবে।"

.....

إِذَا عُرِفَ ذَلِكَ، فَالَّذِي عِنْدِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»، لَيْسَ رِوَايَةً بِاللَّفْظِ، بَلْ رَوَاهُ الرَّاوِي بِالْمَعْنَى فَوَهِمَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلَامٍ مُوَرًّى، فَفَهِمَ مِنْهُ السَّامِعُ مَا قَالَهُ.

এ বিষয়টি জানা গেলে, إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ —"আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে"—এই হাদীস সম্পর্কে আমার অভিমত হলো: এটি নবী ﷺ-এর হুবহু শব্দে বর্ণিত হয়নি; বরং রাবী অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ভুল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নবী ﷺ তাওরিয়াহপূর্ণ কোনো কথা বলেছিলেন, আর শ্রোতা তা থেকে এই অর্থ বুঝে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

وَقَدْ وَضَحَ لَنَا مِنْ ذَلِكَ طَرِيقٌ آخَرُ لِلْحَدِيثِ، رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»، وَهَذَا اللَّفْظُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى وَالِدِهِ ﷺ بِأَمْرٍ الْبَتَّةَ، وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةِ؛ فَإِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يُتَكَلَّمْ فِي حِفْظِهِ، وَلَا اسْتُنْكِرَ شَيْءٌ مِنْ حَدِيثِهِ، وَاتَّفَقَ عَلَى التَّخْرِيجِ لَهُ الشَّيْخَانِ، فَكَانَ لَفْظُهُ أَثْبَتَ.

এ বিষয়টি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয় হাদীসটির অন্য একটি সূত্র থেকে। মা'মার সাবিতের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সেখানে إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ কথাটি উল্লেখ করেননি। সেই বর্ণনার শব্দে নবী ﷺ-এর পিতা সম্পর্কে আদৌ কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই।

বর্ণনার বিচারে মা'মারের রেওয়ায়াতটি অধিক শক্তিশালী। কারণ তাঁর স্মৃতিশক্তি নিয়ে সমালোচনা করা হয়নি এবং তাঁর কোনো হাদীস মুনকার হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। বুখারী ও মুসলিম উভয়েই তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে তাঁর বর্ণিত শব্দই অধিক সুপ্রতিষ্ঠিত।

ثُمَّ وَجَدْنَا الْحَدِيثَ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِمِثْلِ لَفْظِ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ» بِسَنَدٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ. قَالَ: فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: حَيْثُ مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ.

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ فَوَائِدُ.

এরপর আমরা দেখতে পাই, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও হাদীসটি মা'মার → সাবিত → আনাসের বর্ণনার অনুরূপ শব্দে এসেছে। বাযযার তাঁর *মুসনাদ*-এ এবং তাবারানী *আল-মু'জামুল কাবীর*-এ এমন সনদে এটি বর্ণনা করেছেন, যার রাবীগণ সহীহের রাবী। সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কোথায়?"

তিনি বললেন: "জাহান্নামে।"

সে বলল: "তাহলে আপনার পিতা কোথায়?"

তিনি বললেন: حَيْثُ مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ

"যখনই তুমি কোনো কাফিরের কবরের পাশ দিয়ে যাবে, তাকে জাহান্নামের সংবাদ দেবে।"

ইমাম সুয়ূতী বলেন, এটি একটি সহীহ হাদীস এবং এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে।

مِنْهَا: بَيَانُ أَنَّ السَّائِلَ كَانَ أَعْرَابِيًّا، وَهُوَ مَظِنَّةُ خَشْيَةِ الْفِتْنَةِ وَالرِّدَّةِ.

এক. এতে স্পষ্ট হয়েছে যে প্রশ্নকারী একজন বেদুঈন ছিল। আর তার ক্ষেত্রে ফিতনা ও ধর্মত্যাগের আশঙ্কা থাকার সম্ভাবনা ছিল।

وَمِنْهَا: بَيَانُ جَوَابٍ فِيهِ إِبْهَامٌ وَتَوْرِيَةٌ؛ إِذْ لَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ بِأَنَّ الْأَبَ الشَّرِيفَ فِي النَّارِ، إِنَّمَا قَالَ: «حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ». وَهَذِهِ جُمْلَةٌ لَا تَدُلُّ بِالْمُطَابَقَةِ عَلَى ذَلِكَ، إِنَّمَا قَدْ يُفْهَمُ مِنْهَا ذَلِكَ بِحَسَبِ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ.

দুই. এতে এমন একটি উত্তর রয়েছে যাতে ইঙ্গিত ও তাওরিয়াহ আছে। কারণ নবী ﷺ সরাসরি বলেননি যে, তাঁর সম্মানিত পিতা জাহান্নামে। বরং বলেছেন:

"যখনই তুমি কোনো কাফিরের কবরের পাশ দিয়ে যাবে, তাকে জাহান্নামের সংবাদ দেবে।"

বাক্যটি সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে নবী ﷺ-এর পিতা সম্পর্কে সেই অর্থ নির্দেশ করে না; তবে প্রসঙ্গ ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে এমন অর্থ বোঝা যেতে পারে।

وَهَذَا شَأْنُ التَّوْرِيَةِ وَالْإِيهَامَاتِ، فَكَرِهَ ﷺ أَنْ يُفْصِحَ لَهُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ وَمُخَالَفَةِ أَبِيهِ لِأَبِيهِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ فِيهِ، خَشْيَةَ ارْتِدَادِهِ، لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النَّفْسُ مِنْ كَرَاهَةِ الِاسْتِئْثَارِ عَلَيْهَا، وَلِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْأَعْرَابُ مِنْ غِلَظِ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءِ، فَأَوْرَدَ لَهُ جَوَابًا مُوهِمًا تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ.

আর এটিই তাওরিয়াহ ও ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য। নবী ﷺ প্রকৃত অবস্থা সরাসরি প্রকাশ করতে এবং তাঁর পিতার অবস্থা ও প্রশ্নকারীর পিতার অবস্থার পার্থক্য স্পষ্ট করতে পছন্দ করেননি—তার ধর্মত্যাগের আশঙ্কায়। কারণ মানুষের স্বভাব হলো, নিজের বিপরীতে অন্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হলে তা অপছন্দ করা। বিশেষত বেদুঈনদের মধ্যে হৃদয়ের কঠোরতা ও রূঢ়তা ছিল। তাই তার মনকে শান্ত রাখার জন্য নবী ﷺ এমন একটি উত্তর দিয়েছিলেন, যাতে অন্য অর্থ বোঝার অবকাশ ছিল।

فَكَانَتْ هَذِهِ الطَّرِيقُ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ فِي غَايَةِ الْإِتْقَانِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ: لَوْ لَمْ نَكْتُبِ الْحَدِيثَ مِنْ سِتِّينَ وَجْهًا مَا عَقَلْنَاهُ، يَعْنِي اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادِهِ وَأَلْفَاظِهِ .انْتَهَى.

এভাবে হাদীসটির এই বর্ণনাপথটি অত্যন্ত সুসংহত হয়ে ওঠে। এ কারণেই কোনো কোনো হাফিয বলেছেন:

"আমরা যদি একটি হাদীস ষাটটি সূত্রে না লিখতাম, তাহলে সেটি যথাযথভাবে বুঝতে পারতাম না।"

অর্থাৎ হাদীসের সনদ ও শব্দাবলিতে বিভিন্ন রাবীর বর্ণনাগত পার্থক্যগুলো একত্রে বিচার করা প্রয়োজন। [111]

যখনই তুমি কোনো কাফিরের কবরের পাশ দিয়ে যাবে—হাদীসটি ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَكَانَ وَكَانَ. فَأَيْنَ هُوَ قَالَ " فِي النَّارِ " . قَالَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَبُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . " حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ " . قَالَ فَأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ بَعْدُ وَقَالَ لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . تَعِبًا مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلاَّ بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ

সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং তিনি অমুক অমুক ভালো কাজ করতেন। তাহলে তিনি এখন কোথায়?"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: «فِي النَّارِ» "জাহান্নামে।"

বর্ণনাকারী বলেন, এতে লোকটি যেন মনে কষ্ট পেল। তখন সে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আপনার পিতা কোথায়?"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: «حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ»

"যখনই তুমি কোনো কাফিরের কবরের পাশ দিয়ে যাবে, তাকে জাহান্নামের সংবাদ দেবে।"

---

111 ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আত-তা'যীম ওয়াল-মিন্নাহ ফী আন্না আবাওয়াই রাসূলিল্লাহ ﷺ ফিল জান্নাহ*, পৃ. ৪৬–৫০; তাহকীক: মিসরের সাবেক মুফতি ও জামা'আতু কিবারিল উলামার সদস্য শাইখ হাসানাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ; প্রকাশক: দারু জাওয়ামি' আল-কালিম।

বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীতে সেই বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করল। সে বলত:
"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বেশ কষ্টসাধ্য একটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি যখনই কোনো কাফিরের কবরের পাশ দিয়ে গিয়েছি, তখনই তাকে জাহান্নামের সংবাদ দিয়েছি।" [112]

ইমাম সুয়ূতী রহ. সুনান ইবন মাজাহর ব্যাখ্যায় বলেন:

قَوْلُهُ :حَيْثُ مَا مَرَرْتَ إِلَخْ، هَذَا مِنْ مَحَاسِنِ الْأَجْوِبَةِ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا وَجَدَ الْأَعْرَابِيُّ فِي نَفْسِهِ، لَاطَفَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَعَدَلَ إِلَى جَوَابٍ عَامٍّ فِي كُلِّ مُشْرِكٍ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ وَالِدِهِ ﷺ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ.

তাঁর ﷺ বাণী, حَيْثُ مَا مَرَرْتَ...—"যখনই তুমি অতিক্রম করবে..." ইত্যাদি—এটি অত্যন্ত চমৎকার উত্তরগুলোর একটি। কারণ বেদুঈন ব্যক্তি যখন মনে কষ্ট অনুভব করল, তখন নবী ﷺ তার সঙ্গে কোমল আচরণ করলেন এবং নির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে প্রত্যেক মুশরিকের ব্যাপারে একটি সাধারণ উত্তরের দিকে ফিরে গেলেন। আর তিনি ﷺ তাঁর নিজের পিতা সম্পর্কে না নেতিবাচক, না ইতিবাচক—কোনোটিই স্পষ্টভাবে বললেন না।

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَبِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ؛ فَإِنَّهُ رَبَّاهُ يَتِيمًا، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: أَبُوهُ، تَكَرَّرَ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ.

আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এখানে যে 'পিতা' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার দ্বারা তাঁর চাচা আবু তালিব উদ্দেশ্য। কারণ তিনি নবী ﷺ-কে এতিম অবস্থায় লালন-পালন করেছিলেন এবং তাঁকে তাঁর পিতা বলা হতো। হাদীসসমূহে এ ধরনের ব্যবহার বারবার এসেছে।

وَلَمْ يَعْرِفْ وَالِدَهُ ﷺ حَالَةَ شِرْكٍ، مَعَ صِغَرِ سِنِّهِ جِدًّا؛ فَإِنَّهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً.

আর নবী ﷺ তাঁর জন্মদাতা পিতাকে শিরকের অবস্থায় দেখেননি; কেননা তখন তাঁর বয়স ছিল অত্যন্ত কম। তাঁর পিতা যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোলো বছর।

وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، حِكَايَةً عَنِ السَّيِّدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ مَا عَبَدَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ صَنَمًا قَطُّ.

সুফিয়ান ইবন উয়াইনা রহ. আল্লাহ তাআলার বাণীতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়া—﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ "আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন"—এর ব্যাখ্যায় বলেছেন:
"ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধরদের কেউ কখনো কোনো মূর্তির পূজা করেনি।"

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْيَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَالِدَيْهِ حَتَّى آمَنَا بِهِ، وَالَّذِي نَقْطَعُ بِهِ أَنَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَلِي فِي ذَلِكَ عِدَّةُ مُؤَلَّفَاتٍ.

---

[112] *সুনান ইবন মাজাহ*, হাদীস নং ১৫৭৩। শাইখ আলবানী *সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ*, হাদীস নং ১৮-তে এটিকে সহীহ বলেছেন।

আর এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা নবী ﷺ-এর জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে পুনর্জীবিত করেছিলেন, অতঃপর তাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন:

"আর যে বিষয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত দিই তা হলো—তাঁরা দুজন জান্নাতে রয়েছেন। এ বিষয়ে আমার একাধিক রচনা রয়েছে।" [113]

ইমাম সিন্ধী হানাফী রহ. বলেন:

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ. قَالَ السُّيُوطِيُّ: وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ فَلَمْ يَذْكُرْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: إِذَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ.

وَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا اللَّفْظِ عَلَى حَالِ الْوَالِدِ، وَهُوَ أَثْبَتُ؛ فَإِنَّ مَعْمَرًا أَثْبَتُ مِنْ حَمَّادٍ، فَإِنَّ حَمَّادًا تُكُلِّمَ فِي حِفْظِهِ، وَوَقَعَ فِي أَحَادِيثِهِ مَنَاكِيرُ، وَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَا خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْأُصُولِ إِلَّا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ ثَابِتٍ. وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَلَمْ يُتَكَلَّمْ فِي حِفْظِهِ، وَلَا اسْتُنْكِرَ شَيْءٌ مِنْ حَدِيثِهِ، وَاتَّفَقَ عَلَى التَّخْرِيجِ لَهُ الشَّيْخَانِ، فَكَانَ لَفْظُهُ أَثْبَتَ.

ثُمَّ وَجَدْنَا الْحَدِيثَ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِمِثْلِ لَفْظِ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَكَذَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، فَتَعَيَّنَ الِاعْتِمَادُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، وَتَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ، فَعُلِمَ أَنَّ رِوَايَةَ مُسْلِمٍ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ بِالْمَعْنَى عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ، يُحْمَلُ فِيهِ الْأَبُ عَلَى الْعَمِّ.

সহীহ মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, নবী ﷺ তাকে বলেছেন: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ "নিশ্চয় আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে।"

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন: এই শব্দগুলো কেবল হাম্মাদ ইবন সালামা, সাবিতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মা'মার, সাবিতের সূত্রে তাঁর বিরোধিতা করেছেন এবং এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বর্ণনা করেছেন: إِذَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ "যখন তুমি কোনো কাফিরের কবরের পাশ দিয়ে যাবে, তখন তাকে জাহান্নামের সংবাদ দেবে।"

এই শব্দের মধ্যে নবী ﷺ-এর পিতার অবস্থা সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা নেই। আর এই বর্ণনাটিই অধিক সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ মা'মার হাম্মাদের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ়। হাম্মাদের স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাঁর কিছু হাদীসে মুনকার বর্ণনা পাওয়া গেছে। ইমাম বুখারী তাঁর থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি। আর ইমাম মুসলিমও মূল বর্ণনাসমূহে সাবিতের সূত্রে তাঁর বর্ণনা ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করেননি।

পক্ষান্তরে মা'মারের স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে কোনো সমালোচনা করা হয়নি এবং তাঁর কোনো হাদীস মুনকার বলে গণ্য হয়নি। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তাঁর বর্ণিত শব্দই অধিক সুপ্রতিষ্ঠিত।

---

[113] ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), *মিসবাহুয যুজাজাহ, সুনান ইবন মাজাহ*-এর ব্যাখ্যা।

এরপর আমরা দেখতে পাই, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও হাদীসটি মা'মার ⟶ সাবিত ⟶ আনাসের বর্ণনার অনুরূপ শব্দে এসেছে। এটি বাযযার, তাবারানী ও বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকেও এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে; ইবন মাজাহ তা বর্ণনা করেছেন।

অতএব, এই শব্দের বর্ণনার ওপর নির্ভর করা এবং অন্য বর্ণনার ওপর একে অগ্রাধিকার দেওয়াই নির্ধারিত হয়।

এর দ্বারা জানা গেল যে, সহীহ মুসলিমের বর্ণনাটি রাবীদের অর্থগত বর্ণনা (الرواية بالمعنى)— অর্থাৎ কোনো রাবী নিজের বুঝ অনুযায়ী অর্থ বর্ণনা করেছেন।

আর যদি إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ বর্ণনাটিকে সহীহ বলেও গ্রহণ করা হয়, তাহলে এখানে الأب— 'পিতা' শব্দ দ্বারা চাচাকে বোঝানো হবে। [114]

আবু আবদিল্লাহ বলেন:

يَنْبَغِي أَنْ نَخْتَارَ مِنْ مَعَانِي كَلِمَةِ "أب" مَا يُوَافِقُ النَّصَّ القِطْعِيَّ، فَيَتِمُّ التَّوْفِيْقُ، وَهُوَ عَمُّه أَبُوْ لَهَبٍ الَّذِيْ هُوَ فِيْ النَّارِ بِالنَّصِّ القِطْعِيِّ. قَالَ تَعَالَى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ﴾

"أب" শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্য থেকে আমাদের এমন অর্থ গ্রহণ করা উচিত, যা অকাট্য দলিলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তাহলে উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে। আর এখানে উদ্দেশ্য হলেন তাঁর চাচা আবু লাহাব, যে অকাট্য কুরআনী দলিল অনুযায়ী জাহান্নামী।

আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ "আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক, আর সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে।"

---

[114] ইমাম আবুল হাসান আল-হানাফী, যিনি আস-সিন্ধী নামে প্রসিদ্ধ (মৃ. ১১৩৮ হি.), *শরহু সুনানি ইবন মাজাহ*, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, লেবানন।

لَمْ يَعْبُدْ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ صَنَمًا

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের কেউ মূর্তিপূজা করেনি

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾ سورة إبراهيم 35

كان مجاهد يقول :حدثني المثنى، قال :ثنا أبو حُذيفة، قال :ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ ﴾قال: فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده، قال :فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته.

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ "আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বলেছিলেন: হে আমার রব! এই নগরীকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।" সূরা ইবরাহীম: ৩৫

মুজাহিদ রহ. বলতেন:

মুসান্না আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু হুযাইফা আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: শিবল আমাদের বর্ণনা করেছেন, ইবন আবী নাজীহ থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে বর্ণনা করেন:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾

তিনি বলেন: "আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তাঁর সন্তানদের ব্যাপারে করা দোয়া কবুল করেছেন।"

তিনি আরও বলেন: "তাঁর এ দোয়ার পর তাঁর বংশধরদের কেউ কোনো মূর্তির পূজা করেনি।" [115]

আবদুল মুত্তালিব

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন: হাফিয ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন:

وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَدْخُلَ عبد المطلب وَآلُ بَيْتِهِ فِي جُمْلَةِ مَنْ يَدْخُلُهَا طَائِعًا فَيَنْجُوَ، إِلَّا أبا طالب؛ فَإِنَّهُ أَدْرَكَ الْبَعْثَةَ وَلَمْ يُؤْمِنْ، وَثَبَتَ أَنَّهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ،

"আমরা আশা করি যে, আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর আহলে বাইত তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যারা আনুগত্যের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং নাজাত লাভ করবেন। তবে আবু তালিব ব্যতীত; কারণ তিনি নবী ﷺ-এর নবুওয়াতের যুগ পেয়েছিলেন, কিন্তু ঈমান আনেননি। আর প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি জাহান্নামের অগভীর অংশে থাকবেন।" [116]

---

115 ইমাম তাবারী, *তাফসীর আত-তাবারী*।

116

- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), *আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ২৪৫, *মাসালিকুল হুনাফা ফী ওয়ালিদাই আল-মুস্তফা*; দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.
- হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি.), *আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ*, খণ্ড ৭, পৃ. ২০১, "আবু তালিব ইবন আবদুল মুত্তালিব"; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি.

সাইয়্যিদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের "ওয়ালিদ" / জন্মদাতা-পিতা

আযর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্মদাতা পিতা ছিল না; বরং সে তাঁর চাচা ছিল। কুরআনে কারীমও এর প্রমাণ বহন করে।

পবিত্র কুরআনে **"لِأَبِيهِ"** শব্দটিঃ

এটি নয়বার এসেছে; আটবার ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে এবং একবার ইউসুফ আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً﴾

"আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা আযরকে বলেছিলেন: তুমি কি মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছ?" —সূরা আল-আন'আম, ৬:৭৪

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ﴾

"ইবরাহীমের তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কেবল একটি প্রতিশ্রুতির কারণেই ছিল।" —সূরা আত-তাওবা, ৯:১১৪

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾

"যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেন: হে আমার পিতা! আপনি এমন কিছুর ইবাদত করেন কেন, যা শোনে না এবং দেখে না?" —সূরা মারইয়াম, ১৯:৪২

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ﴾

"যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: এসব মূর্তি কী?" —সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৫২

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾

"যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: তোমরা কিসের ইবাদত কর?" —সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৭০

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾

"যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: তোমরা কিসের ইবাদত করছ?"
—সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:৮৫

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾

"আর যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: তোমরা যাদের ইবাদত কর, আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।" —সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:২৬

﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾

"তবে ইবরাহীমের তাঁর পিতাকে এই কথা বলা ব্যতীত: আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।" —সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৪

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾

"যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বললেন: হে আমার পিতা! আমি এগারোটি নক্ষত্র দেখেছি।"
—সূরা ইউসুফ, ১২:৪

যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তিনি তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾

"ইবরাহীমের তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে ছিল, যা তিনি তাকে দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তিনি তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের, সহনশীল।" —সূরা আত-তাওবা, ৯:১১৪

অতএব তিনি তাঁর 'পিতা' আযর থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন—যিনি, সামনে আলোচনা অনুযায়ী, তাঁর চাচা ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর –

ওয়ালিদ / জন্মদাতা পিতার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করেননি, জীবনের শেষ দিকেও তিনি তাঁর ওয়ালিদাইন বা জন্মদাতা পিতা-মাতার জন্য দোয়া অব্যাহত রেখেছেন:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে।" —সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪১

পবিত্র কুরআনে "أب" শব্দের ছয়টি অর্থ

1. আবুন — সরাসরি জন্মদাতা পিতা:
﴿وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ﴾ "তার মা ও তার পিতা।"—সূরা আবাসা, ৮০:৩৫
2. আবুন — জন্মদাত্রী মাতাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন:
﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ "আর তার পিতা-মাতা তার উত্তরাধিকারী হলে।" —সূরা আন-নিসা, ৪:১১
3. আবুন — দূরবর্তী পূর্বপুরুষ:
﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ﴾ "তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত।" —সূরা আল-হজ্জ, ২২:৭৮
4. আবুন — নিকটবর্তী পূর্বপুরুষ বা দাদা:
﴿نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ﴾ "আমরা আপনার উপাস্য এবং আপনার পূর্বপুরুষদের উপাস্যের ইবাদত করব।"—সূরা আল-বাকারা, ২:১৩৩
5. আবুন — চাচা:
﴿نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ﴾ "আমরা আপনার উপাস্য এবং আপনার পূর্বপুরুষদের উপাস্যের ইবাদত করব।" —সূরা আল-বাকারা, ২:১৩৩
6. আবুন — খালা অথবা পিতার স্ত্রী / সৎ মা:
﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾ "আর তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনের ওপর উঠালেন।" —সূরা ইউসুফ, ১২:১০০

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন

فَعُرِفَ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ أَجْدَادَ النَّبِيِّ - ﷺ - كَانُوا مُؤْمِنِينَ بِيَقِينٍ مِنْ آدَمَ إِلَى زَمَنِ نمرود، وَفِي زَمَنِهِ كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وآزر، فَإِنْ كَانَ آزر وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ فَيُسْتَثْنَى مِنْ سِلْسِلَةِ النَّسَبِ، وَإِنْ كَانَ عَمَّهُ فَلَا اسْتِثْنَاءَ،

وَهَذَا الْقَوْلُ - أَعْنِي أَنَّ آزر لَيْسَ أَبَا إِبْرَاهِيمَ - وَرَدَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ، أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ﴾ (الأنعام: ٧٤) قَالَ :إِنَّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ آزر وَإِنَّمَا كَانَ اسْمُهُ تارح،

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وابن المنذر وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طُرُقٍ - بَعْضُهَا صَحِيحٌ - عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :لَيْسَ آزر أَبَا إِبْرَاهِيمَ.

وَأَخْرَجَ ابن المنذر بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ﴾ (الأنعام: ٧٤) ، قَالَ :لَيْسَ آزر بِأَبِيهِ إِنَّمَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ تَيْرَحَ - أَوْ تَارَحَ - بْنِ شَارُوخَ بْنِ نَاحُورَ بْنِ فَالِخٍ،

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ السُّدِّيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ اسْمُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ آزر، فَقَالَ :بَلِ اسْمُهُ تارح،

وَقَدْ وُجِّهَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ لَفْظَ الْأَبِ عَلَى الْعَمِّ إِطْلَاقًا شَائِعًا وَإِنْ كَانَ مَجَازًا، وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ (البقرة: ١٣٣) فَأَطْلَقَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ لَفْظَ الْأَبِ وَهُوَ عَمُّ يَعْقُوبَ، كَمَا أَطْلَقَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ جَدُّهُ،
أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :الْجَدُّ أَبٌ، وَيَتْلُو ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ﴾ البقرة: ١٣٣ الْآيَةَ

.وَأَخْرَجَ عَنْ أبي العالية فِي قَوْلِهِ : ﴿وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾البقرة: ١٣٣ قَالَ: سُمِّيَ الْعَمُّ أَبًا،

وَأَخْرَجَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ :الْخَالُ وَالِدٌ وَالْعَمُّ وَالِدٌ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ.

فَهَذِهِ أَقْوَالُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي ذَلِكَ،

وَيُرَشِّحُهُ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ ابن المنذر فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ قَالَ :لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُلْقُوا إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ جَعَلُوا يَجْمَعُونَ الْحَطَبَ حَتَّى أَنْ كَانَتِ الْعَجُوزُ لَتَجْمَعُ الْحَطَبَ، فَلَمَّا أَنْ أَرَادُوا أَنْ يُلْقُوهُ فِي

النَّارِ قَالَ :حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَلَمَّا أَلْقَوْهُ قَالَ اللَّهُ : ﴿يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ الأنبياء: ٦٩ فَقَالَ عَمُّ إِبْرَاهِيمَ: مِنْ أَجْلِي دَفَعَ عَنْهُ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَرَارَةً مِنَ النَّارِ فَوَقَعَتْ عَلَى قَدَمِهِ فَأَحْرَقَتْهُ، فَقَدْ صَرَّحَ فِي هَذَا الْأَثَرِ بِعَمِّ إِبْرَاهِيمَ، وَفِيهِ فَائِدَةٌ أُخْرَى، وَهُوَ أَنَّهُ هَلَكَ فِي أَيَّامِ إِلْقَاءِ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الْقُرْآنِ بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ تَرَكَ الِاسْتِغْفَارَ لَهُ لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، وَوَرَدَتِ الْآثَارُ بِأَنَّ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَهُ لَمَّا مَاتَ مُشْرِكًا وَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :مَا زَالَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِيهِ حَتَّى مَاتَ، فَلَمَّا مَاتَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ فَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ، وَأَخْرَجَ عَنْ محمد بن كعب وقتادة وَمُجَاهِدٍ والحسن وَغَيْرِهِمْ قَالُوا :كَانَ يَرْجُوهُ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا مَاتَ عَلَى شِرْكِهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ثُمَّ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَقِبَ وَاقِعَةِ النَّارِ إِلَى الشَّامِ كَمَا نَصَّ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ مُهَاجِرِهِ دَخَلَ مِصْرَ وَاتُّفِقَ لَهُ فِيهَا مَعَ الْجَبَّارِ مَا اتُّفِقَ بِسَبَبِ سارة وَأَخْدَمَهُ هَاجَرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الشَّامِ ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَنْقُلَهَا وَوَلَدَهَا إِسْمَاعِيلَ إِلَى مَكَّةَ فَنَقَلَهُمَا وَدَعَا فَقَالَ : ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ إبراهيم: ٣٧ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ إبراهيم: ٤١، فَاسْتَغْفَرَ لِوَالِدَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكِ عَمِّهِ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، فَيُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذَا أَنَّ الذِّكْرَ فِي الْقُرْآنِ بِالْكُفْرِ وَالتَّبَرِّي مِنَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ هُوَ عَمُّهُ لَا أَبُوهُ الْحَقِيقِي، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَلْهَمَ.

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ عَنِ الكلبي قَالَ :هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بَابِلَ إِلَى الشَّامِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، فَأَتَى حَرَّانَ فَأَقَامَ بِهَا زَمَانًا، ثُمَّ أَتَى الْأُرْدُنَ فَأَقَامَ بِهَا زَمَانًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِصْرَ فَأَقَامَ بِهَا زَمَانًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الشَّامِ فَنَزَلَ السَّبْعَ - أَرْضًا بَيْنَ إِيلْيَاءَ وَفِلَسْطِينَ - ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَلَدِ آذَوْهُ فَتَحَوَّلَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَنَزَلَ مَنْزِلًا بَيْنَ الرَّمْلَةِ وَإِيلْيَاءَ،

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ :وُلِدَ لِإِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ سَنَةً، فَعُرِفَ مِنْ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ أَنَّ بَيْنَ هِجْرَتِهِ مِنْ بَابِلَ عَقِبَ وَاقِعَةِ النَّارِ وَبَيْنَ الدَّعْوَةِ الَّتِي دَعَا بِهَا بِمَكَّةَ بِضْعًا وَخَمْسِينَ سَنَةً.

উপর্যুক্ত সকল আসার একত্রে বিবেচনা করলে জানা যায় যে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে নমরূদের যুগ পর্যন্ত নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষগণ নিশ্চিতভাবে মুমিন ছিলেন। আর নমরূদের যুগেই ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও আযর। অতএব, যদি আযর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্মদাতা পিতা হয়ে থাকেন, তবে তাঁকে এ বংশধারা থেকে ব্যতিক্রম গণ্য করা হবে। আর যদি তিনি তাঁর চাচা হয়ে থাকেন, তবে কোনো ব্যতিক্রমই থাকবে না।

আর এ মত—অর্থাৎ আযর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্মদাতা পিতা ছিলেন না—সালাফের একদল আলেম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ইবন আবী হাতিম দুর্বল সনদে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী— ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ﴾ "আর যখন ইবরাহীম তাঁর 'পিতা' আযরকে বললেন।" —সূরা আল-আন'আম, ৬:৭৪ —এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

"ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতার নাম আযর ছিল না; বরং তাঁর নাম ছিল তারিহ।"

ইবন আবী শাইবা, ইবনুল মুনযির ও ইবন আবী হাতিম বিভিন্ন সূত্রে—যার কিছু সহীহ—মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আযর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা ছিলেন না।"

ইবনুল মুনযির সহীহ সনদে ইবন জুরাইজ রহ. থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী—﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ﴾—এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

"আযর তাঁর পিতা নন। বরং তিনি ইবরাহীম ইবন তীরাহ—অথবা তারাহ—ইবন শারূখ ইবন নাহূর ইবন ফালিখ।"

ইবন আবী হাতিম সহীহ সনদে আস-সুদ্দী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁকে বলা হয়েছিল, "ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতার নাম আযর।" তিনি বললেন: "বরং তাঁর নাম ছিল তারিহ।"

ভাষাগত দিক থেকেও এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যে, আরবরা 'পিতা' শব্দটি চাচার ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে, যদিও তা রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾

—সূরা আল-বাকারা, ২:১৩৩ এখানে ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে 'পিতা' বলা হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন ইয়াকূব আলাইহিস সালামের চাচা। অনুরূপভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও 'পিতা' বলা হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন তাঁর দাদা।

ইবন আবী হাতিম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলতেন: "দাদাও পিতা।" এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ﴾—সূরা আল-বাকারা, ২:১৩৩

আর আবূল আলিয়াহ রহ. থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী—﴿وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾—এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "চাচাকে পিতা বলা হয়েছে।"

মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাযী রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "মামা পিতার মর্যাদাসম্পন্ন এবং চাচাও পিতার মর্যাদাসম্পন্ন।" এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন।

অতএব, এ বিষয়ে এগুলোই সাহাবা ও তাবিঈনদের বক্তব্য।

এ মতকে আরও সমর্থন করে ইবনুল মুনযির তাঁর তাফসীরে সহীহ সনদে সুলাইমান ইবন সুরাদ রহ. থেকে যে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

যখন তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করতে চাইল, তখন তারা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে লাগল। এমনকি বৃদ্ধ নারীরাও কাঠ সংগ্রহ করত। যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলো, তখন তিনি বললেন:

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।"

অতঃপর যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন আল্লাহ তাআলা বললেন:

﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾

"হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।" —সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৬৯

তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের চাচা বলল: "আমার কারণেই তাঁকে আগুন থেকে রক্ষা করা হয়েছে।" তখন আল্লাহ আগুন থেকে একটি স্ফুলিঙ্গ তার দিকে পাঠালেন; তা তার পায়ে পড়ল এবং তাকে পুড়িয়ে দিল।

এই আসারে স্পষ্টভাবে 'ইবরাহীম আলাইহিস সালামের চাচা' বলা হয়েছে।

এতে আরেকটি উপকারও রয়েছে। তা হলো, ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপের সময়েই সে মৃত্যুবরণ করেছিল।

অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনে জানিয়েছেন যে, যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে স্পষ্ট হলো যে সে আল্লাহর শত্রু, তখন তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা পরিত্যাগ করেন। আর বিভিন্ন আসারে বর্ণিত হয়েছে যে, সে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার পরই এ বিষয়টি তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হয়েছিল; এরপর তিনি আর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি।

ইবন আবী হাতিম সহীহ সনদে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

"ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর 'পিতা'র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন, যতক্ষণ না সে মারা যায়। যখন সে মারা গেল, তখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হলো যে সে আল্লাহর শত্রু; অতঃপর তিনি আর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি।"

আর মুহাম্মাদ ইবন কা'ব, কাতাদাহ, মুজাহিদ, হাসান এবং অন্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা বলেন:

"জীবিত থাকাকালে তিনি তার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। অতঃপর যখন সে শিরকের ওপর মৃত্যুবরণ করল, তখন তিনি তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।"

এরপর আগুনের ঘটনার পরপরই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম শামের দিকে হিজরত করেন, যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে তা স্পষ্ট করেছেন।

এর কিছুদিন পর তিনি মিসরে প্রবেশ করেন। সেখানে সারাহ আলাইহাস সালামকে কেন্দ্র করে সেই জালিম শাসকের সঙ্গে তাঁর যে ঘটনা ঘটেছিল, তা সংঘটিত হয়। ওই শাসক হাজেরা আলাইহাস সালামকে তাঁর সেবায় প্রদান করে। এরপর তিনি আবার শামে ফিরে আসেন।

তারপর আল্লাহ তাঁকে হাজেরা আলাইহাস সালাম ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাঁদের সেখানে নিয়ে গেলেন এবং দুআ করলেন:

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে অনাবাদি এক উপত্যকায় বসবাস করিয়েছি..." —সূরা ইবরাহীম, ১৪:৩৭

এরপর তাঁর দুআর শেষে তিনি বলেন:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে।" —সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪১

অতএব, তিনি তাঁর পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, অথচ তাঁর চাচার মৃত্যুর বহু বছর পরে এ দুআ করেছেন।

এ থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, কুরআনে যাকে কুফরের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন, সে ছিল তাঁর চাচা, তাঁর প্রকৃত জন্মদাতা পিতা নয়।

আল্লাহরই সকল প্রশংসা, যিনি এ বিষয়টি অনুধাবনের তাওফীক দিয়েছেন।

ইবন সা'দ *আত-তাবাকাত*-এ আল-কালবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বাবিল থেকে শামের উদ্দেশে হিজরত করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল সাঁইত্রিশ বছর। তিনি হাররানে এসে কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর জর্দানে যান এবং সেখানে কিছুদিন থাকেন। তারপর মিসরে যান এবং সেখানেও কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর পুনরায় শামে ফিরে এসে আস-সাব' নামক স্থানে অবতরণ করেন, যা ইলিয়া ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল। পরবর্তীতে সেখানকার কিছু লোক তাঁকে কষ্ট দিলে তিনি তাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে রামলা ও ইলিয়ার মধ্যবর্তী এক স্থানে বসবাস করেন।

ইবন সা'দ আল-ওয়াকিদী থেকে আরও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

"ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বয়স যখন নব্বই বছর, তখন তাঁর পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন।"

এই দুই আসার থেকে জানা যায় যে, আগুনের ঘটনার পর বাবিল থেকে তাঁর হিজরত এবং মক্কায় তাঁর ওই দুআ করার মধ্যবর্তী সময় ছিল পঞ্চাশ বছরেরও কিছু বেশি। [117]

তাফসীরে কুরতুবীতে

قَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ صُرَدَ وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ: لَمَّا أَرَادُوا إِلْقَاءَ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ جَعَلُوا يَجْمَعُونَ لَهُ الْحَطَبَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ الْعَجُوزُ تَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهَا وَتَقُولُ: أَذْهَبُ بِهِ إِلَى هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَنَا، فَلَمَّا ذُهِبَ بِهِ لِيُطْرَحَ فِي النَّارِ "قَالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي ."فَلَمَّا طُرِحَ فِي النَّارِ قَالَ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يا

117 ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া, *মাসালিকুল হুনাফা ফী ওয়ালিদাই আল-মুস্তফা*, খণ্ড ২, পৃ. ২৫৮–২৬০; প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত-তিবা'আতি ওয়ান-নাশর, বৈরুত, লেবানন; প্রকাশকাল: ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.; মোট খণ্ড: ২।

نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً﴾ الأنبياء، فَقَالَ أَبُو لُوطٍ وَكَانَ ابْنَ عَمِّهِ: إِنَّ النَّارَ لَمْ تُحْرِقْهُ مِنْ أَجْلِ قَرَابَتِهِ مِنِّي. فَأَرْسَلَ اللَّهُ عُنُقًا مِنَ النَّارِ فَأَحْرَقَهُ.

সুলাইমান ইবন সুরাদ রহ.—যিনি নবী ﷺ-এর যুগ পেয়েছিলেন—বলেন:

যখন তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করল, তখন তাঁর জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে লাগল। এমনকি বৃদ্ধ নারীরাও পিঠে করে কাঠ বহন করত এবং বলত: "আমি এটি ওই ব্যক্তির জন্য নিয়ে যাচ্ছি, যে আমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে।"

অতঃপর যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তিনি বললেন:

﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾

"নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতিপালকের দিকে যাচ্ছি।"

যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন তিনি বললেন:

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।"

তখন আল্লাহ তাআলা বললেন:

﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾

"হে আগুন! তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।"

তখন লূত আলাইহিস সালামের পিতা—যিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের চাচাতো ভাই ছিলেন—বলল:

"আমার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কারণেই আগুন তাঁকে পোড়ায়নি।"

তখন আল্লাহ তাআলা আগুনের একটি শিখা তার দিকে প্রেরণ করলেন, যা তাকে পুড়িয়ে দিল।[118]

[118] আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.), আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, খণ্ড ১৫, পৃ. ৯৮, সূরা আস-সাফফাত; তাহকীক: আহমাদ আল-বারদূনী ও ইবরাহীম আতফীশ; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.; মোট ২০ খণ্ড, ১০ মুজাল্লাদে।

সাইয়িদুনা ইবরাহীম খলীল আলাইহিস সালামের জন্মদাতা পিতার নাম কী?

সাইয়িদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্মদাতা পিতার নাম জানা কি অবশ্যই প্রয়োজনীয় বিষয়? প্রত্যেক নবীর নাম জানা কি আদৌ সম্ভব?

ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمِ الْمُرْسَلُونَ؟ قَالَ" :ثَلَاثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، جَمًّا غَفِيرًا" ، وَقَالَ مَرَّةً" :خَمْسَةَ عَشَرَ إسْنَادُه ضعيف

ইমাম আহমাদের *মুসনাদ*-এ আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:
আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলের সংখ্যা কত?"
তিনি বললেন: "তিনশত দশের কিছু বেশি—বিপুল সংখ্যক।"
আর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন: "তিনশত পনেরোজন।" [119] এ বর্ণনার সনদ দুর্বল।

وَعَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ وَفَّى عِدَّةُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ " :مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا إسْنَادُه ضعيف

আবূ উমামাহ আল-বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! নবীগণের মোট সংখ্যা কত?"
তিনি বললেন: "এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তাঁদের মধ্যে রাসূল ছিলেন তিনশত পনেরোজন—এক বিপুল সংখ্যক।" [120] এ বর্ণনার সনদ দুর্বল।

আমরা কি সকল নবীর প্রত্যেকের নাম জানি? উত্তর হলো—না।

সাইয়িদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতার নাম কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনায় তারিখ, তারিহ কিংবা এজাতীয় অন্য কোনো নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আমরা বলি, নামটি এটাই হোক বা অন্য কিছু হোক—নামটি জানা মূল বিষয় নয়।

বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তিনি মুশরিক ছিলেন না; বরং ঈমান ও তাওহীদের ওপর ছিলেন। কারণ তিনি নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত।

---

[119] ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (১৬৪–২৪১ হি.), মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদুল আনসার*, আবূ যার আল-গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, খণ্ড ৩৫, পৃ. ৪৩১, হাদীস নং ২১৫৪৬; প্রকাশক: মু'আসসাসাতুর রিসালাহ; প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.; মোট খণ্ড: ৫০ (শেষ ৫ খণ্ড সূচিপত্র)।

[120] ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (১৬৪–২৪১ হি.), মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদুল আনসার*, খণ্ড ৩৬, পৃ. ৬১৯, হাদীস নং ২২২৮৮; প্রকাশক: মু'আসসাসাতুর রিসালাহ; প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.; মোট খণ্ড: ৫০ (শেষ ৫ খণ্ড সূচিপত্র)।

নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষগণ

১. আবদুল মুত্তালিব

আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদে মানাফ ইবন কুসাই (আনুমানিক ১২৭ হিজরি-পূর্ব—৪৫ হিজরি-পূর্ব; আনুমানিক ৫০০–৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ)।

তিনি রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাদা এবং আবদুল্লাহ, আবু তালিব ও হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা।

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন: হাফিয ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন:

وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَدْخُلَ عبد المطلب وَآلُ بَيْتِهِ فِي جُمْلَةِ مَنْ يَدْخُلُهَا طَائِعًا فَيَنْجُوَ، إِلَّا أبا طالب؛ فَإِنَّهُ أَدْرَكَ الْبَعْثَةَ وَلَمْ يُؤْمِنْ، وَثَبَتَ أَنَّهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ،

“আমরা আশা করি যে, আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর আহলে বাইত তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যারা আনুগত্যের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং নাজাত লাভ করবেন। তবে আবু তালিব ব্যতীত; কারণ তিনি নবী ﷺ-এর নবুওয়াতের যুগ লাভ করেছিলেন, কিন্তু ঈমান আনেননি। আর প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি জাহান্নামের অগভীর অংশে থাকবেন।” [121]

জন্ম ও শৈশব

আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদে মানাফ ইবন কুসাই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানিত দাদা। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল শাইবা।

তিনি ইয়াসরিবে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে—কেউ আনুমানিক ৪৮০ খ্রিস্টাব্দ, আবার কেউ ৪৯৭ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করেছেন। তাঁর পিতা হাশিম ইবন আবদে মানাফ ব্যবসায়িক সফরে গাযায় ইন্তিকাল করলে তিনি মাতুলালয় বনু নাজ্জার গোত্রে বেড়ে ওঠেন।

পরবর্তীতে তাঁর চাচা মুত্তালিব ইবন আবদে মানাফ তাঁকে ইয়াসরিব থেকে মক্কায় নিয়ে আসেন। তিনি তাঁকে নিজের উটের পেছনে বসিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলে কুরাইশের লোকেরা তাঁকে মুত্তালিবের দাস মনে করে বলেছিল, “আবদুল মুত্তালিব”—মুত্তালিবের দাস। মুত্তালিব তখন বলেছিলেন, “সে আমার দাস নয়; বরং আমার ভাতিজা শাইবা।” কিন্তু এরপর থেকেই তিনি আবদুল মুত্তালিব নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান।

যমযম কূপ পুনঃখনন

আবদুল মুত্তালিব নেতৃত্ব, আভিজাত্য ও সম্মানের পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। যমযম কূপ পুনঃখননের ঐতিহাসিক ঘটনার পর আরবদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

121

- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), *আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ২৪৫, *মাসালিকুল হুনাফা ফী ওয়ালিদাই আল-মুস্তফা*; দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি।
- হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি.), *আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ*, খণ্ড ৭, পৃ. ২০১, “আবু তালিব ইবন আবদুল মুত্তালিব”; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি.

দীর্ঘকাল যমযম কূপের অবস্থান হারিয়ে গিয়েছিল এবং তা মাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল। আবদুল মুত্তালিব পুনরায় তা খনন করেন। খননের সময় সেখান থেকে মূল্যবান সামগ্রী, স্বর্ণের দুটি হরিণ, তরবারি ও বর্ম পাওয়া যায়। সেগুলোর কিছু তিনি পবিত্র কাবার সৌন্দর্য ও সেবায় ব্যবহার করেন।

এর ফলে কুরাইশের মধ্যে তাঁর নেতৃত্ব ও সম্মান আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আসহাবে ফীলের ঘটনা ও তাঁর মর্যাদা

আসহাবে ফীলের ঘটনার সময় আবদুল মুত্তালিব ছিলেন মক্কার প্রধান নেতাদের অন্যতম। আবরাহার বাহিনী যখন কাবা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব, সাহস ও আল্লাহর ঘরের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা প্রকাশ পায়।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার পর আরবদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়।

সাইফ ইবন যী ইয়াযানের সঙ্গে সাক্ষাৎ

দক্ষিণ আরবে হাবশীদের আধিপত্যের অবসান ঘটার পর ইয়ামানের রাজা সাইফ ইবন যী ইয়াযানকে অভিনন্দন জানাতে আবদুল মুত্তালিব কুরাইশের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে তাঁর কাছে যান।

রাজা তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন, কাছে বসান, উপহার প্রদান করেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করেন। বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি আবদুল মুত্তালিবকে তাঁর বংশে আগমনকারী মহান নবীর সুসংবাদও প্রদান করেন।

কুরাইশের অবিসংবাদিত নেতা

আবদুল মুত্তালিব ছিলেন বিচক্ষণ, ধীরস্থির, সাহসী, প্রাঞ্জলভাষী ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। কুরাইশ তাঁকে গভীরভাবে সম্মান করত। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মক্কার অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কাবা শরীফের পাশে তাঁর জন্য বিশেষ বৈঠকের স্থান ছিল। সেখানে তিনি বসতেন এবং কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁর চারপাশে সমবেত হতো। তাঁর কথা তারা মনোযোগ দিয়ে শুনত এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে বিশেষ গুরুত্ব দিত।

তাঁর দানশীলতার কারণে তাঁকে আল-ফাইয়্যাদ (الْفَيَّاضُ)—'অত্যন্ত দানশীল'—উপাধিতেও অভিহিত করা হতো।

হাজী-মুসাফিরদের সেবা

হাজী, যিয়ারতকারী, মুসাফির ও অভাবীদের আপ্যায়নে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। মানুষের পাশাপাশি বন্যপ্রাণী ও পাখিদের জন্যও খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন বলে তাঁকে মানুষ, বন্যপ্রাণী ও পাখিদের খাদ্যদাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাঁর বহু উট ছিল এবং সেগুলোর একটি অংশ তিনি বাইতুল্লাহিল হারামের সেবার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।

জাহিযের ভাষায় আবদুল মুত্তালিব

জাহিয আবদুল মুত্তালিবের চরিত্রের বৈচিত্র্য ও পূর্ণতার প্রশংসা করে বলেন—তাঁকে কেবল একটি বিশেষ গুণ দিয়ে চিহ্নিত করা কঠিন ছিল। কারণ তাঁর মধ্যে সহনশীলতা, বিচক্ষণতা, নেতৃত্ব, সাহস, দানশীলতা ও মর্যাদা—সব গুণই সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

অর্থাৎ, কোনো একটি গুণ তাঁর অন্যান্য মহৎ গুণকে ছাপিয়ে যায়নি; বরং বহু মহৎ গুণের সমন্বয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করেছিল।

প্রিয় নাতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অভিভাবক

আবদুল মুত্তালিবের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যগুলোর একটি ছিল তাঁর প্রিয় নাতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর লালন-পালন ও অভিভাবকত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পিতৃহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সে তাঁর সম্মানিত মা আমিনা বিনত ওয়াহব ইন্তিকাল করলে দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করেন। তিনি শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তাঁর প্রতি বিশেষ স্নেহ ও সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাঁর মধ্যে অসাধারণ ভবিষ্যতের নিদর্শন দেখতে পেতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স যখন প্রায় আট বছর, তখন আবদুল মুত্তালিব ইন্তিকাল করেন। এরপর তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সংক্ষেপে

আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ছিলেন কুরাইশের সম্মানিত নেতা, যমযম কূপের পুনঃখননকারী, হাজীদের সেবক, অসাধারণ দানশীল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি—সাইয়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সম্মানিত দাদা ও শৈশবের স্নেহময় অভিভাবক।

তাঁর তাওহীদ ও হানীফ ধর্মের অনুসরণ

ইমাম বারযানজী, ইমাম সুয়ূতী এবং অন্যান্য যেসব আলেম নবী করীম ﷺ-এর পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের নাজাত এবং তাঁদের সকলের তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা এ বিষয়ে বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। এমনকি তাঁরা নবী ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের প্রত্যেকের জীবন ও অবস্থার ওপর পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন।

বিভিন্ন বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এসেছে:

لَمْ أَزَلْ أُنْقَلُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ

"আমি সর্বদা পবিত্র পুরুষদের ঔরস থেকে পবিত্র নারীদের গর্ভে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছি।"

কোনো কোনো আলেম এ অর্থেই আল্লাহ তাআলার বাণী—

﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾

"এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থানান্তর।" —এর ব্যাখ্যা করেছেন।

তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ—"পবিত্র পুরুষদের ঔরস থেকে পবিত্র নারীদের গর্ভে"—এর অর্থ হলো, আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম পর্যন্ত নবী ﷺ-

এর পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কাফির ছিলেন না। কারণ কাফিরকে 'পবিত্র' বলে আখ্যায়িত করা হয় না।

আর আবু তালিব যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন:

هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

"তিনি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর আছেন।"

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বপুরুষগণ হানীফিয়্যাত তথা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের ওপর ছিলেন।

আবদুল মুত্তালিবের তাওহীদ

আবদুল মুত্তালিব মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করতেন এবং আল্লাহ তাআলার একত্ব স্বীকার করতেন। তিনি প্রায়ই হেরা গুহায় নির্জনে অবস্থান করে আল্লাহ তাআলার গুণাবলি ও তাঁর সৃষ্টিজগতের নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করতেন।

কুরাইশ যখন কঠিন অনাবৃষ্টির সম্মুখীন হতো, তখন তারা আবদুল মুত্তালিবের কাছে আসত এবং তাঁকে অবলম্বন করে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করত। অতঃপর তারা বৃষ্টি লাভ করত।

আসহাবে ফীলের ঘটনায় আল্লাহর প্রতি তাঁর আস্থা

আসহাবে ফীল যখন পবিত্র কাবা ধ্বংস করতে এসেছিল, তখন আবদুল মুত্তালিব আবরাহা আল-আশরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার বাহিনী কর্তৃক নিয়ে যাওয়া নিজের উটগুলো ফেরত চান।

আবরাহা বিস্মিত হয়ে বলল, "তোমরা তো এই ঘরকে অত্যন্ত সম্মান করো। অথচ তুমি আমার কাছে কাবার ব্যাপারে কিছু না বলে নিজের উটের কথা বলছ?"

তখন আবদুল মুত্তালিব আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থার সঙ্গে তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেন:

أَنَا رَبُّ الْإِبِلِ، وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ

"আমি উটগুলোর মালিক; আর এই ঘরেরও একজন রব আছেন, তিনিই একে রক্ষা করবেন।"

এরপর তিনি কাবার কাছে গিয়ে তার পর্দা আঁকড়ে ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন:

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ يَمْنَعُ رَحْلَهُ فَامْنَعْ رِحَالَكَ

হে আল্লাহ! একজন বান্দাও যদি নিজের ঘর-সম্পদ রক্ষা করে, তবে আপনিও আপনার ঘরকে রক্ষা করুন।

وَانْصُرْ عَلَى آلِ الصَّلِيبِ وَعَابِدِيهِ الْيَوْمَ آلَكَ

ক্রুশের অনুসারী ও তার পূজারীদের বিরুদ্ধে আজ আপনার আপনজনদের সাহায্য করুন।

جَاءُوا بِخَيْلِهِمْ وَإِبِلِهِمْ لِيَسْبُوا عِيَالَكَ

তারা তাদের ঘোড়া ও উট নিয়ে এসেছে আপনার আশ্রিতদের বন্দী ও লাঞ্ছিত করতে।

وَالْأَمْرُ مِنْكَ وَبِكَ وَلَكَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ

সকল কর্তৃত্ব আপনারই, আপনারই সাহায্যে এবং আপনারই জন্য; অতএব আপনার যা ইচ্ছা, তাই করুন।

তাঁর স্ত্রীগণ

আবদুল মুত্তালিবের একাধিক স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের নাম ও তাঁদের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের বিবরণ নিম্নরূপ:

১. সাফিয়্যাহ বিনত জুনদুব ইবন হুজাইর

তিনি বনু আমির ইবন সা'সা'আ গোত্রের নারী ছিলেন। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন: হারিস ও কুসাম।

২. নুতাইলা বিনত জানাব ইবন কুলাইব

তিনি বনু নামির ইবন কাসিত গোত্রের নারী ছিলেন। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন: দিরার ও আব্বাস। কারও মতে, আওয়ামও তাঁর সন্তান ছিলেন। তবে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, আওয়ামের মা ছিলেন হালা বিনত ওহাইব।

৩. ফাতিমা বিনত আমর ইবন আয়িয ইবন ইমরান ইবন মাখযূম আল-কুরাশিয়্যাহ

তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন: আবু তালিব, আবদুল্লাহ, যুবাইর, আতিকা, বাররাহ, উমাইমাহ, আরওয়া ও উম্মে হাকীম। উম্মে হাকীমের নাম ছিল বাইদা এবং তিনি আবদুল্লাহর যমজ বোন ছিলেন।

৪. হালা বিনত ওহাইব ইবন আবদে মানাফ ইবন যুহরা ইবন কিলাব আল-কুরাশিয়্যাহ

তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন: মুকাওয়িম, হামযা, হাজল ও সাফিয়্যাহ। কারও মতে, আওয়ামও তাঁর সন্তান ছিলেন।

৫. লুবনা বিনত হাজির ইবন আবদে মানাফ আল-খুযাঈয়্যাহ

তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আবু লাহাব।

৬. মুমান্না'আ বিনত আমর ইবন মালিক আল-খুযাঈয়্যাহ

তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন গাইদাক।

তাঁর পুত্রগণ

১. হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব

তিনি আবদুল মুত্তালিবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন: আওফ, আবদুল্লাহ, আবু সুফিয়ান, উমাইয়্যাহ, রবীআহ, নাওফাল, আবদুল মুত্তালিব ও আরওয়া।

২. আবু তালিব ইবন আবদুল মুত্তালিব

তাঁর প্রকৃত নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে ইমরান, কারও মতে আবদে মানাফ; আবার কারও মতে আবু তালিবই তাঁর নাম বা কুনিয়াহ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। পিতার ইন্তিকালের পর তিনি কুরাইশের নেতৃত্ব লাভ করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন: তালিব, আকীল, জাফর, আলী, উম্মে হানী ও জুমানাহ।

৩. দিরার ইবন আবদুল মুত্তালিব

তিনি নবুওয়াত প্রকাশের আগেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর কোনো বংশধর ছিল না।

৪. যুবাইর ইবন আবদুল মুত্তালিব

তিনি কুরাইশের একজন কবি ছিলেন। নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্থায়ী

কোনো বংশধারা অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন: তাহির, আবদুল্লাহ, হাজল, কুররাহ ও দুবা'আহ।

৫. আবদুল উযযা ইবন আবদুল মুত্তালিব—আবু লাহাব

তিনি আবু লাহাব নামে প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত প্রকাশের পর কুফর অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তার সন্তানদের মধ্যে ছিলেন: উতবা, উতাইবা, মু'আত্তিব ও দুররাহ।

৬. গাইদাক ইবন আবদুল মুত্তালিব

'গাইদাক' তাঁর উপাধি—এ বিষয়ে ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাঁর প্রকৃত নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে; কারও মতে নাওফাল, আবার কারও মতে মুস'আব। তাঁর কোনো বংশধর ছিল না। নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

৭. মুকাওয়িম ইবন আবদুল মুত্তালিব

তাঁর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন: আবদুল্লাহ, বকর, আরওয়া ও হিন্দ। তাঁর বংশধরদের মধ্যে সর্বশেষ জীবিত ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন বকর ইবন মুকাওয়িম। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

৮. কুসাম ইবন আবদুল মুত্তালিব

তিনি অল্প বয়সে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর কোনো বংশধর ছিল না।

৯. হাজল ইবন আবদুল মুত্তালিব

তাঁর নাম 'হাজল' না 'জাহল'—এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মুগীরাহ। তাঁর কুররাহ ইবন হাজল নামে এক পুত্র ছিল এবং তার নামেই তাঁর কুনিয়াহ প্রচলিত হয়।

১০. আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব

তিনি হলেন সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানিত পিতা। তাঁরই ঔরসে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন।

১১. আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

তাঁর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন: ফযল, আবদুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ, কুসাম, মা'বাদ, আবদুর রহমান, কাসীর, হারিস, তাম্মাম, উম্মে হাবীব, সাফিয়্যাহ ও আমিনা।

১২. হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি আসাদুল্লাহ—আল্লাহর সিংহ নামে প্রসিদ্ধ। উহুদের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন: ইয়া'লা, উমারাহ, আমির ও ফাতিমা।

১৩. আওয়াম ইবন আবদুল মুত্তালিব

কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁকে আবদুল মুত্তালিবের পুত্রদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মা হিসেবে হালা বিনত ওহাইবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪. আবদুল কা'বা ইবন আবদুল মুত্তালিব

তিনি ইসলামের যুগ লাভ করেননি এবং তাঁর কোনো বংশধরও ছিল না।

আবদুল মুত্তালিবের পুত্রসংখ্যা সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

সাইয়্যিদ জাফর মুরতাদা আল-আমিলী তাঁর *আস-সহীহ মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল আ'যম* গ্রন্থে এ বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন:

আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিমের সন্তানসংখ্যা সম্পর্কে যে আলোচনা রয়েছে—তাঁর পুত্র ছিল তেরোজন এবং হামযা ও আব্বাস পরবর্তীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—এ বিষয়ে আমাদের কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হাজল (حَجْل) প্রকৃতপক্ষে গাইদাকের (الغَيْدَاق) উপাধি এবং মুকাওয়িম (المُقَوِّم) হলো আবদুল কা'বার (عَبْدُ الْكَعْبَة) উপাধি। আর কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে কুসাম (قُثَم) নামে তাঁর কোনো পুত্রের অস্তিত্বই ছিল না।

পরিশেষে উল্লেখ্য, ইয়াকুবী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আবদুল মুত্তালিবের পুত্রের সংখ্যা ছিল দশজন। কিন্তু তিনি যখন তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তখন এগারোজনের নাম উল্লেখ করেছেন। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো—হয়তো একই ব্যক্তির নাম ও উপাধি উভয়টিই আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ফলে একজনকেই দুজন বলে মনে হয়েছে।

তাঁর কন্যাগণ

১. উম্মে হাকীম আল-বাইদা বিনত আবদুল মুত্তালিব

তিনি মাতৃসূত্রে আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নানী ছিলেন।

২. আতিকা বিনত আবদুল মুত্তালিব

তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবী উমাইয়্যার মা। বদর যুদ্ধের পূর্বে তাঁর দেখা একটি স্বপ্ন প্রসিদ্ধ। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

৩. বাররাহ বিনত আবদুল মুত্তালিব

তিনি আবু সালামা ইবন আবদুল আসাদ আল-মাখযূমীর মা।

৪. উমাইমাহ বিনত আবদুল মুত্তালিব

তিনি আবদুল্লাহ ইবন জাহশ এবং উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনত জাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহার মা।

৫. আরওয়া বিনত আবদুল মুত্তালিব

তিনি তুলাইব ইবন আমরের মা।

৬. সাফিয়্যাহ বিনত আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহা

তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী যুবাইর ইবন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করেন।

৭. জুমানাহ বিনত আবদুল মুত্তালিব

সমসাময়িক লেখক জালাল মা'আশ তাঁকে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফু এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত। তবে ঐতিহাসিক উৎসসমূহে তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

যাঁদের মাধ্যমে আবদুল মুত্তালিবের বংশধারা অব্যাহত রয়েছে

আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিমের যেসব পুত্রের মাধ্যমে বংশধারা অব্যাহত হয়েছে তাঁরা হলেন: আবু তালিব, হারিস, আব্বাস, আবু লাহাব এবং আবদুল্লাহ।

আবদুল্লাহর সন্তান ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ। আর নবী ﷺ-এর বংশধারা তাঁর কন্যার দুই পুত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে।

আবদুল মুত্তালিবের কাব্য

আবদুল মুত্তালিব তাঁর মাতুলালয় ইয়াসরিববাসীদের কাব্যধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর কবিতা কুরাইশের উৎকৃষ্ট ও সুমধুর কবিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর কাব্যের ভাষা ছিল সহজ ও সাবলীল, অর্থ সুস্পষ্ট এবং প্রকাশভঙ্গি শক্তিশালী ও উৎকৃষ্ট।

পরবর্তীকালে তাঁর কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে।

ইন্তিকাল

আবদুল মুত্তালিব আনুমানিক ৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। বর্ণনা অনুযায়ী, তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৯৮ বছর। তাঁকে মক্কায় দাফন করা হয়।

তাঁর ইন্তিকালে তাঁর কন্যা উম্মে হাকীম বিনত আবদুল মুত্তালিব শোকগাথা রচনা করে বলেন:

أَلَا يَا عَيْنُ جُودِي وَاسْتَهِلِّي

وَبَكِّي ذَا النَّدَى وَالْمَكْرُمَاتِ

হে আমার চোখ! অশ্রু ঢেলে দাও, অবিরাম বর্ষণ করো; আর কাঁদো সেই দানশীল ও মহৎ গুণের অধিকারীর জন্য।

عَقِيلَ بَنِي كِنَانَةَ وَالْمُرَجَّى

إِذَا مَا الدَّهْرُ أَقْبَلَ بِالْهَنَاتِ

কাঁদো বনু কিনানার সেই বিচক্ষণ নেতার জন্য, যাঁর কাছেই আশা করা হতো, যখন যুগ নিয়ে আসত বিপদ-আপদ।

২. হাশিম ইবন আবদে মানাফ

হাশিম ইবন আবদে মানাফ (আনুমানিক ১২৭ হিজরি-পূর্ব—১০২ হিজরি-পূর্ব; আনুমানিক ৫০০–৫২৪ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বিতীয় ঊর্ধ্বতন দাদা (প্রপিতামহ)। তাঁর দিকেই সম্মানিত বনু হাশিম বা হাশিমী বংশের নিসবত করা হয়।

নাম ও 'হাশিম' উপাধি

ইবন ইসহাকের মতে, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আমর (عَمْرٌ)। পরবর্তীতে তিনি হাশিম (هَاشِمٌ) নামে প্রসিদ্ধ হন।

দুর্ভিক্ষের সময় তিনি মক্কার অধিবাসীদের জন্য রুটি টুকরো টুকরো করে মাংসের ঝোলে মিশিয়ে সারীদ (الثَّرِيد) প্রস্তুত করে খাওয়াতেন। আরবি هَشَمَ অর্থ রুটি ভাঙা বা টুকরো করা। এ কারণেই তাঁকে হাশিম বলা হয়।

কুরাইশের নেতৃত্ব ও জনসেবা

পিতা আবদে মানাফের পর হাশিমের মর্যাদা ও নেতৃত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি ছিলেন ধনী, সচ্ছল ও সফল ব্যবসায়ী।

কাবা শরীফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দুটি দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল—

সিকায়াহ (السِّقَايَة)—হাজীদের পানি পান করানোর ব্যবস্থা করা এবং

রিফাদাহ (الرِّفَادَة)—হাজীদের খাদ্য ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করা।

দানশীলতা ও জনসেবার জন্য তিনি কুরাইশের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন।

শীত ও গ্রীষ্মের বাণিজ্যিক সফর

হাশিমই কুরাইশের জন্য প্রসিদ্ধ শীত ও গ্রীষ্মের দুটি বাণিজ্যিক সফরের প্রচলন করেন।

শীতকালে তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়ামান এবং গ্রীষ্মকালে শাম অঞ্চলে সফর করত। এই নিয়মিত বাণিজ্যিক যাত্রা কুরাইশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও আরবের বাইরের অঞ্চলগুলোর সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইয়াসরিবে বিবাহ

ব্যবসায়িক সফরের সূত্রে হাশিম ইয়াসরিবে যান এবং সেখানকার বনু নাজ্জার গোত্রে বিবাহ করেন।

তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন:

সালমা বিনত আমর ইবন যায়দ ইবন লাবীদ আন-নাজ্জারিয়্যাহ আল-খাযরাজিয়্যাহ।

তাঁর গর্ভে হাশিমের দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করেন:

আবদুল মুত্তালিব এবং শিফা।

আবদুল মুত্তালিব ইয়াসরিবেই জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবের একটি অংশ মাতুলালয় বনু নাজ্জারের মধ্যে অতিবাহিত করেন।

তাঁর সম্মানিত মা:

আতিকা বিনত মুররাহ ইবন হিলাল ইবন ফালিজ ইবন যাকওয়ান ইবন সা'লাবাহ ইবন বাহসাহ ইবন সুলাইম ইবন মানসূর ইবন ইকরিমাহ ইবন খাসাফাহ ইবন কাইস ইবন আইলান ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

ঐতিহাসিক ও বংশবিশারদগণ তাঁর এই বংশপরিচয়ের ব্যাপারে একমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি সেই সম্মানিত 'আওয়াতিক' (العَوَاتِك) নারীদের একজন, যাঁদের বংশধারায় রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন। বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ তাঁদের কথা উল্লেখ করতেন।

ইন্তিকাল ও গাযা হাশিম

হাশিম ব্যবসায়িক সফরে শাম অঞ্চলে গমনকালে ফিলিস্তিনের গাযা নগরীতে ইন্তিকাল করেন। সেখানে কুরাইশের আত্মীয় বনু আমর ইবন কিনানার এলাকায় তাঁর ইন্তিকাল হয়।

গাযায় তাঁর কবর প্রসিদ্ধ এবং সেখানে মসজিদ আস-সাইয়্যিদ হাশিম (مَسْجِدُ السَّيِّدِ هَاشِمٍ) নামে একটি ঐতিহাসিক মসজিদ পরিচিত।

তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের কারণেই গাযা নগরী ঐতিহাসিকভাবে غَزَّةُ هَاشِمٍ — 'গাযা হাশিম' নামেও পরিচিত হয়েছে।

তাঁর বংশধারা

হাশিমের পুত্র আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিমের মাধ্যমেই সেই সম্মানিত বংশধারা অগ্রসর হয়, যে বংশে পরবর্তীতে জন্মগ্রহণ করেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল— সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদ ﷺ।

৩. আবদে মানাফ ইবন কুসাই

আবদে মানাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররাহ ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর তৃতীয় ঊর্ধ্বতন দাদা। তিনি ছিলেন মক্কা ও কুরাইশের অন্যতম সম্মানিত ও প্রভাবশালী নেতা। তাঁর দিকেই বনু আবদে মানাফ (بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ) বংশের নিসবত করা হয় এবং তাঁর বংশধরগণ এ নামেই পরিচিত।

কুরাইশের নেতৃত্ব ও 'ঈলাফ'

আবদে মানাফ কুরাইশের জন্য ঈলাফ (الإِيلَاف) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এর মাধ্যমে কুরাইশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়।

পরবর্তীকালে তাঁর সন্তান ও বংশধরগণ মক্কার নেতৃত্ব, হাজীদের সেবা এবং কুরাইশের সামাজিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তাঁর মা

আবদে মানাফের মা ছিলেন:

হুব্বা বিনত হুলাইয়িল ইবন হুবশিয়্যাহ ইবন সালূল ইবন কা'ব ইবন আমর—যিনি খুযা'আ—ইবন রবী'আহ—যিনি লুহাই—ইবন আমির ইবন উমাইর (কাম'আহ) ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

তিনি খুযা'আ গোত্রের সম্মানিত বংশের নারী ছিলেন।

তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন:

আতিকা বিনত মুররাহ ইবন হিলাল ইবন ফালিজ ইবন যাকওয়ান ইবন সা'লাবাহ ইবন বাহসাহ ইবন সুলাইম ইবন মানসূর ইবন ইকরিমাহ ইবন খাসাফাহ ইবন কাইস ইবন আইলান ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান আস-সুলামিয়্যাহ।

তাঁর গর্ভে আবদে মানাফের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন:

হাশিম, আবদে শামস ও মুত্তালিব।

তাঁর অন্যতম পুত্র ছিলেন:

হাশিম ইবন আবদে মানাফ।

হাশিমের মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানিত পিতৃবংশের ধারা অগ্রসর হয়:

আবদে মানাফ → হাশিম → আবদুল মুত্তালিব → আবদুল্লাহ → মুহাম্মাদ ﷺ

আর হাশিমের দিকেই নবী ﷺ-এর সম্মানিত বংশ বনু হাশিম (بَنُو هَاشِمٍ)-এর নিসবত করা হয়।

৪. কুসাই ইবন কিলাব

কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররাহ (আনুমানিক ৪০০–৪৮০ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন শাইবা ইবন হাশিম—যিনি আবদুল মুত্তালিব নামে প্রসিদ্ধ—তাঁর দ্বিতীয় ঊর্ধ্বতন দাদা এবং রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর চতুর্থ ঊর্ধ্বতন দাদা।

তিনি মক্কায় ব্যাপক প্রভাব ও কর্তৃত্ব অর্জন করেছিলেন। ইসলাম-পূর্ব যুগে তাঁকে কুরাইশের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী নেতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

মক্কায় কুরাইশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

কুসাই ইবন কিলাব কুরাইশের নেতৃত্বে মক্কার ওপর তাদের কর্তৃত্ব সুসংহত করেন। তিনি অন্যান্য কিনানা ও খুযা'আ গোত্রের মোকাবিলায় কুরাইশকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং মক্কায় কুরাইশের অবস্থানকে শক্তিশালী করেন।

পরবর্তীতে মক্কার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দায়িত্ব তাঁর হাতে একত্রিত হয়েছিল। যথা—

সিদানাহ (السِّدَانَة) — কাবা শরীফের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ।

সিকায়াহ (السِّقَايَة) — হাজীদের পানি পান করানোর ব্যবস্থা।

রিফাদাহ (الرِّفَادَة) — হাজীদের খাদ্য ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা।

নাদওয়াহ (النَّدْوَة) — কুরাইশের পরামর্শসভা পরিচালনা।

লিওয়াউল হারব (لِوَاءُ الْحَرْب) — যুদ্ধের পতাকা ও সামরিক নেতৃত্বের দায়িত্ব।

তাঁর নাম 'কুসাই' হওয়ার কারণ

বর্ণিত আছে যে, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল যায়দ (زَيْد)। পরবর্তীতে তিনি কুসাই (قُصَيّ) নামে প্রসিদ্ধ হন।

তাঁর পিতা কিলাব ইবন মুররাহ আল-কুরাশী ইন্তিকাল করার পর তাঁর মা রবী'আহ ইবন হারাম ইবন সা'দ ইবন যায়দ আল-কুদা'ঈকে বিবাহ করেন। এরপর তিনি স্বামীর সঙ্গে কুসাইকেও নিয়ে শাম অঞ্চলে চলে যান।

নিজ পরিবার ও স্বজনদের থেকে দূরে থাকার কারণে তাঁর নাম হয় কুসাই—অর্থাৎ 'স্বজনদের থেকে দূরে অবস্থানকারী'।

নিজের বংশপরিচয় জানা ও মক্কায় প্রত্যাবর্তন

কুসাই তাঁর মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন এবং তাঁকেই নিজের পিতা বলে মনে করতেন।

একসময় বনু উযরা—অথবা কোনো বর্ণনা অনুযায়ী বনু খুযা'আর—কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হলে তারা তাঁকে নিজেদের গোত্রের বহিরাগত বলে তিরস্কার করে।

এরপর তিনি তাঁর মায়ের কাছে নিজের প্রকৃত বংশপরিচয় জানতে চান। মা তাঁকে জানান যে, তিনি কুরাইশ বংশের সন্তান এবং মক্কায় তাঁর ভাই যুহরা ইবন কিলাব ও তাঁর চাচাতো ভাইয়েরা বসবাস করেন।

নিজের প্রকৃত বংশপরিচয় জানার পর কুসাই মক্কায় ফিরে আসেন।

কাবা শরীফের তত্ত্বাবধান লাভ

মক্কায় ফিরে তিনি আবু গুবশান থেকে কাবা শরীফের সিদানাহ তথা তত্ত্বাবধানের অধিকার লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি কুরাইশ, বনু কিনানা ও কুদা'আ গোত্রকে একত্রিত করে খুযা'আর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও প্রাণহানির পর আমর ইবন আওফকে সালিশ নিযুক্ত করা হয়।

তিনি পূর্বের রক্তপাতের দাবি বাতিল করে বাইতুল্লাহর কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধান কুসাইয়ের হাতে অর্পণের রায় দেন।

ফলে কুসাইয়ের হাতে কাবা শরীফকেন্দ্রিক প্রধান তিনটি দায়িত্ব একত্রিত হয়:
সিদানাহ, সিকায়াহ ও রিফাদাহ।

কুরাইশকে ঐক্যবদ্ধ করা

কুসাইয়ের অন্যতম বড় কৃতিত্ব ছিল কুরাইশের বিভিন্ন শাখা-গোত্রকে মক্কার বিভিন্ন এলাকায় একত্রিত করে বসতি স্থাপন করানো।

এর ফলে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী কুরাইশ একটি সুসংগঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং মক্কার নেতৃত্বে তাদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়।

কাবা পুনর্নির্মাণ ও দারুন নাদওয়াহ

বর্ণনা অনুযায়ী, কুসাই ইবন কিলাব কাবা শরীফ পুনর্নির্মাণ করেন।

তিনি মক্কায় দারুন নাদওয়াহ (دَارُ النَّدْوَة) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল কুরাইশের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্র। গোত্রের নেতৃবৃন্দ এখানে সমবেত হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

তাঁর মা

কুসাই ইবন কিলাবের মা ছিলেন:

ফাতিমা বিনত সা'দ ইবন সাইল ইবন খাইর ইবন হামালাহ ইবন আওফ ইবন গানম ইবন আমির ইবন আমর ইবন জু'সুমাহ ইবন জু'সুমাহ ইবন ইয়াশকুর ইবন মুবাশশির ইবন সা'ব ইবন দাহমান ইবন নাসর ইবন যাহরান ইবন কা'ব ইবন হারিস ইবন কা'ব ইবন আবদুল্লাহ ইবন মালিক ইবন নাসর ইবন আযদ ইবন গাওস ইবন নাবত ইবন মালিক ইবন যায়দ ইবন কাহলান ইবন সাবা ইবন ইয়াশজুব ইবন ইয়া'রুব ইবন কাহতান।

তাঁর বিবাহ ও সন্তান

কুসাই ইবন কিলাব বিবাহ করেন:

হুব্বা বিনত হুলাইয়িল ইবন সালূল ইবন আমর আল-খুযাঈয়্যাহকে।

তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের অন্যতম ছিলেন:

আবদে মানাফ ইবন কুসাই, যাঁর প্রকৃত নাম ছিল মুগীরাহ (الْمُغِيرَة)।

তাঁর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানিত পিতৃবংশের ধারা অগ্রসর হয়:

কুসাই ⟶ আবদে মানাফ ⟶ হাশিম ⟶ আবদুল মুত্তালিব ⟶ আবদুল্লাহ ⟶ মুহাম্মাদ ﷺ

৫. কিলাব ইবন মুররাহ

কিলাব ইবন মুররাহ (كِلَابُ بْنُ مُرَّةَ), যাঁর কুনিয়াত ছিল আবু যুহরা (أَبُو زُهْرَةَ), তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পঞ্চম ঊর্ধ্বতন দাদা।

তাঁর পুত্র কুসাই ইবন কিলাব মক্কার কর্তৃত্ব লাভ করার পূর্বে তিনি বনু কিনানার সঙ্গে মক্কার আশপাশের এলাকায় বসবাস করতেন।

তাঁর মা

কিলাব ইবন মুররাহর মা ছিলেন:

হিন্দ বিনত সুরাইর ইবন সা'লাবাহ ইবন হারিস ইবন মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান। তিনি কিনানা গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত নারী ছিলেন। বনু কিনানা ছিল কুরাইশের নিকটাত্মীয় বংশ। তিনি কিলাব ইবন মুররাহর মা ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি ইয়াকযাহ (يَقَظَة)-এরও মা ছিলেন।

তাঁর সন্তান

তাঁর সন্তানদের অন্যতম ছিলেন:

কুসাই ইবন কিলাব (قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ)।

কুসাই পরবর্তীকালে মক্কার ওপর ব্যাপক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং কুরাইশকে ঐক্যবদ্ধ করে মক্কার নেতৃত্বে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেন।

তাঁর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানিত পিতৃবংশের ধারা অগ্রসর হয়:

কিলাব ⟶ কুসাই ⟶ আবদে মানাফ ⟶ হাশিম ⟶ আবদুল মুত্তালিব ⟶ আবদুল্লাহ ⟶ মুহাম্মাদ ﷺ

৬. মুররাহ ইবন কা'ব

মুররাহ ইবন কা'ব (مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ষষ্ঠ ঊর্ধ্বতন দাদা।

তাঁর মা

মুররাহ ইবন কা'বের মা ছিলেন:
মাখশিয়্যাহ অথবা ওয়াহশিয়্যাহ বিনত শাইবান ইবন মুহারিব ইবন ফিহর ইবন মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান আল-ফিহরিয়্যাহ আল-কুরাশিয়্যাহ।
তিনি ফিহরী কুরাইশী বংশের একজন নারী ছিলেন।

তাঁর স্ত্রীগণ

১. হিন্দ বিনত সুরাইর ইবন সা'লাবাহ ইবন হারিস ইবন মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।
তিনি কিনানা গোত্রের নারী ছিলেন। এই গোত্র ছিল কুরাইশের নিকটাত্মীয় বংশ। তিনি কিলাব ইবন মুররাহর মা ছিলেন।
২. আসমা বিনত আদী ইবন হারিসাহ আল-বারিকিয়্যাহ।
তিনি আযদ গোত্রের বারিক শাখার নারী ছিলেন। তিনি তাইম ও ইয়াকযাহ ইবন মুররাহর মা ছিলেন।

তাঁর পুত্রগণ

মুররাহ ইবন কা'বের তিন পুত্র ছিলেন:
১. কিলাব ইবন মুররাহ
কিলাব ইবন মুররাহর বংশধারায় জন্মগ্রহণ করেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদ ﷺ।
এ একই বংশধারায় আরও জন্মগ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই, বিশিষ্ট সাহাবী ও আমীরুল মুমিনীন আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং বিশিষ্ট সাহাবী ও আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু।
এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানিত স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুও এই বংশধারার অন্তর্ভুক্ত।
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃবংশের ধারা হলো:
মুররাহ ⟶ কিলাব ⟶ কুসাই ⟶ আবদে মানাফ ⟶ হাশিম ⟶ আবদুল মুত্তালিব ⟶ আবদুল্লাহ ⟶ মুহাম্মাদ ﷺ
২. তাইম ইবন মুররাহ
তাইম ইবন মুররাহ (تَيْمُ بْنُ مُرَّةَ)-এর বংশ থেকেই প্রসিদ্ধ বনু তাইম গোত্রের উদ্ভব।

তাঁর বংশধরদের মধ্যে ছিলেন প্রথম খলীফা, বিশিষ্ট সাহাবী আমীরুল মুমিনীন আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু।

একইভাবে বিশিষ্ট সাহাবী তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ আত-তাইমী রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর বংশধর ছিলেন।

৩. ইয়াকযাহ ইবন মুররাহ

ইয়াকযাহ ইবন মুররাহ (يَقَظَةُ بْنُ مُرَّةَ)-এর পুত্র ছিলেন মাখযূম। তাঁর দিকেই প্রসিদ্ধ কুরাইশী শাখা বনু মাখযূম (بَنُو مَخْزُومٍ)-এর নিসবত করা হয়।

এই বংশেরই অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহান সাহাবী ও সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৭. কা'ব ইবন লুআই

কা'ব ইবন লুআই (كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর সপ্তম ঊর্ধ্বতন দাদা। তিনি কিনানা গোত্রের একজন সম্মানিত নেতা ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু হুসাইস (أَبُو هُصَيْصٍ)।

তাঁর মা

কা'ব ইবন লুআইয়ের মা ছিলেন:

মাওয়িয়্যাহ বিনত কা'ব ইবন আল-কাইন ইবন জাসর ইবন শাই'উল্লাহ ইবন আসাদ ইবন ওয়াবারাহ ইবন তাগলিব ইবন হুলওয়ান ইবন ইমরান ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'আহ।

তাঁর পুত্রগণ

কা'ব ইবন লুআইয়ের পুত্রদের মধ্যে ছিলেন:

১. হুসাইস ইবন কা'ব

হুসাইস ইবন কা'ব (هُصَيْصُ بْنُ كَعْبٍ)।

তাঁর মা ছিলেন:

ওয়াহশিয়্যাহ বিনত শাইবান ইবন মুহারিব ইবন ফিহর ইবন মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

২. মুররাহ ইবন কা'ব

মুররাহ ইবন কা'ব (مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সরাসরি পূর্বপুরুষদের একজন।

তাঁর মা-ও ছিলেন:

ওয়াহশিয়্যাহ বিনত শাইবান ইবন মুহারিব ইবন ফিহর ইবন মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

তাঁর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃবংশের ধারা অগ্রসর হয়:

কা'ব → মুররাহ → কিলাব → কুসাই → আবদে মানাফ → হাশিম → আবদুল মুত্তালিব → আবদুল্লাহ → মুহাম্মাদ ﷺ

৩. আদী ইবন কা'ব

আদী ইবন কা'ব (**عَدِيُّ بْنُ كَعْبٍ**)।

তাঁর মা ছিলেন:

রাকাশ বিনত রাকাবাহ ইবন বালবালাহ ইবন কা'ব ইবন হারব ইবন তাইম ইবন সা'দ ইবন ফাহম ইবন আমর ইবন কাইস আইলান ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

৪. লুআই ইবন গালিব

লুআই ইবন গালিব (لُؤَيُّ بْنُ غَالِبٍ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর অষ্টম ঊর্ধ্বতন দাদা।

তাঁর মা

লুআই ইবন গালিবের মায়ের নাম সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে প্রধানত দুটি মত পাওয়া যায়:

১. আতিকা বিনত ইয়াখলুদ ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

২. সালমা বিনত আমর ইবন লুহাই ইবন কাম'আহ ইবন খিনদিফ ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

তাঁর স্ত্রীগণ

১. মাওয়িয়্যাহ বিনত কা'ব

মাওয়িয়্যাহ বিনত কা'ব ইবন আল-কাইন ইবন জাসর ইবন শাই'উল্লাহ ইবন আসাদ ইবন ওয়াবারাহ ইবন তাগলিব ইবন হুলওয়ান ইবন ইমরান ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'আহ।

২. আল-বারিদাহ বিনত আওফ

আল-বারিদাহ বিনত আওফ ইবন তামীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন আফফান ইবন আওফ ইবন গানম ইবন আবদুল্লাহ ইবন গাতফান ইবন সা'দ ইবন কাইস আইলান ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

তাঁর পুত্রগণ

লুআই ইবন গালিবের সন্তানদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে:

১. কা'ব ইবন লুআই

কা'ব ইবন লুআই (كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সরাসরি পূর্বপুরুষদের একজন। তাঁর মাধ্যমেই নবী করীম ﷺ-এর পিতৃবংশের ধারা অগ্রসর হয়:

লুআই ⟶ কা'ব ⟶ মুররাহ ⟶ কিলাব ⟶ কুসাই ⟶ আবদে মানাফ ⟶ হাশিম ⟶ আবদুল মুত্তালিব ⟶ আবদুল্লাহ ⟶ মুহাম্মাদ ﷺ

২. আমির ইবন লুআই

তাঁর আরেক পুত্র ছিলেন আমির ইবন লুআই (عَامِرُ بْنُ لُؤَيٍّ)।

৩. আমর ইবন লুআই

তাঁর আরেক পুত্র ছিলেন আমর ইবন লুআই (عَمْرُو بْنُ لُؤَيٍّ)। বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি শৈশবে সাপের দংশনে মৃত্যুবরণ করেন।

আরও যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে

কোনো কোনো বংশবিষয়ক বর্ণনায় লুআই ইবন গালিবের আরও কয়েকজন পুত্রের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন:

৪. সামাহ ইবন লুআই (سَامَةُ بْنُ لُؤَيّ)

৫. সা'দ ইবন লুআই (سَعْدُ بْنُ لُؤَيٍّ)

৬. আওফ ইবন লুআই (عَوْفُ بْنُ لُؤَيّ)

৭. খুযাইমাহ ইবন লুআই (خُزَيْمَةُ بْنُ لُؤَيّ)

৮. হারিস ইবন লুআই (الْحَارِثُ بْنُ لُؤَيٍّ)।

৯. গালিব ইবন ফিহর

গালিব ইবন ফিহর (غَالِبُ بْنُ فِهْرٍ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর নবম ঊর্ধ্বতন দাদা।

তাঁর মা

গালিব ইবন ফিহরের মায়ের নাম সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে দুটি মত উল্লেখ করা হয়েছে:

১. লায়লা বিনত হারিস ইবন তামীম ইবন সা'দ ইবন হুযাইল ইবন মুদরিকাহ ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

২. আতিকা বিনত ইয়াখলুদ ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

তাঁর পুত্রগণ

গালিব ইবন ফিহরের তিন পুত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে:

১. লুআই ইবন গালিব

লুআই ইবন গালিব (لُؤَيُّ بْنُ غَالِبٍ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সরাসরি পূর্বপুরুষদের একজন। তাঁর মাধ্যমেই নবী করীম ﷺ-এর সম্মানিত পিতৃবংশের ধারা অগ্রসর হয়:

গালিব ⟶ লুআই ⟶ কা'ব ⟶ মুররাহ ⟶ কিলাব ⟶ কুসাই ⟶ আবদে মানাফ ⟶ হাশিম ⟶ আবদুল মুত্তালিব ⟶ আবদুল্লাহ ⟶ মুহাম্মাদ ﷺ

২. তাইম আল-আদরাম ইবন গালিব

তাঁর আরেক পুত্র ছিলেন তাইম আল-আদরাম ইবন গালিব (تَيْمُ الْأَدْرَمِ بْنُ غَالِبٍ)।

৩. কাইস ইবন গালিব

তাঁর তৃতীয় পুত্র ছিলেন কাইস ইবন গালিব (قَيْسُ بْنُ غَالِبٍ)।

১০. ফিহর ইবন মালিক

ফিহর ইবন মালিক (فِهْرُ بْنُ مَالِكٍ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর দশম ঊর্ধ্বতন দাদা। তিনি তাঁর যুগে বনু কিনানা গোত্রের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

তাঁর বংশপরিচয়

তাঁর পূর্ণ বংশপরিচয় হলো:

ফিহর ইবন মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

'কুরাইশ' কার উপাধি?

কোনো কোনো ঐতিহাসিক ফিহর ইবন মালিককেই 'কুরাইশ' (قُرَيْش) বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর দিকেই কুরাইশ গোত্রের নিসবত করেছেন।

তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও বংশবিশারদ এ মত গ্রহণ করেননি। তাঁদের মতে, কুরাইশ বলতে ফিহরের দাদা নাদর ইবন কিনানাকে বোঝানো হয় এবং তাঁর দিকেই কুরাইশ গোত্রের নিসবত। এ মতের পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণী দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে:

نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ

"আমরা নাদর ইবন কিনানার বংশধর।"

কুরাইশ আল-আওসাত

এ কারণে কোনো কোনো ঐতিহাসিক ফিহর ইবন মালিককে কুরাইশ আল-আওসাত (قُرَيْشُ الْأَوْسَط)—'মধ্যবর্তী কুরাইশ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

এই বিবেচনায়—

নাদর ইবন কিনানা — কুরাইশ আল-আকবার (قُرَيْشُ الْأَكْبَر) বা বৃহত্তর কুরাইশ;

ফিহর ইবন মালিক — কুরাইশ আল-আওসাত (قُرَيْشُ الْأَوْسَط) বা মধ্যবর্তী কুরাইশ;

কুসাই ইবন কিলাব — কুরাইশ আল-আসগার (قُرَيْشُ الْأَصْغَر) বা কনিষ্ঠ কুরাইশ।

মক্কার নেতা

ইমাম তাবারী তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে ফিহর ইবন মালিক সম্পর্কে বলেন:

فِهْرُ بْنُ مَالِكٍ، وَكَانَ فِهْرٌ فِي زَمَانِهِ رَئِيسَ النَّاسِ بِمَكَّةَ

"ফিহর ইবন মালিক—ফিহর তাঁর যুগে মক্কার অধিবাসীদের নেতা ছিলেন।"

অর্থাৎ, তিনি তাঁর সময়ে মক্কার অন্যতম প্রধান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর নিকটতম অভিন্ন পূর্বপুরুষ

ফিহর ইবন মালিকের একটি বিশেষ বংশগত বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি আশারায়ে মুবাশশারা, অর্থাৎ দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমের নিকটতম অভিন্ন পূর্বপুরুষ।

তাঁর সন্তান

তাঁর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন:

গালিব ইবন ফিহর (غَالِبُ بْنُ فِهْرٍ)।

তাঁর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানিত পিতৃবংশের ধারা অগ্রসর হয়:

ফিহর ⟶ গালিব ⟶ লুআই ⟶ কা'ব ⟶ মুররাহ ⟶ কিলাব ⟶ কুসাই ⟶ আবদে মানাফ ⟶ হাশিম ⟶ আবদুল মুত্তালিব ⟶ আবদুল্লাহ ⟶ মুহাম্মাদ ﷺ

১৯. মালিক ইবন নাদর

মালিক ইবন নাদর (مَالِكُ بْنُ النَّضْرِ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর একাদশ ঊর্ধ্বতন দাদা। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবুল হারিস (أَبُو الْحَارِثِ)।

তাঁর সন্তানগণ

মালিক ইবন নাদরের সন্তানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১. হারিস ইবন মালিক (الْحَارِثُ بْنُ مَالِكٍ)

২. ফিহর ইবন মালিক (فِهْرُ بْنُ مَالِكٍ)

ফিহর ইবন মালিকের মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানিত পিতৃবংশের ধারা অগ্রসর হয়েছে: মালিক ⟶ ফিহর ⟶ গালিব ⟶ লুআই ⟶ কা'ব ⟶ মুররাহ ⟶ কিলাব ⟶ কুসাই ⟶ আবদে মানাফ ⟶ হাশিম ⟶ আবদুল মুত্তালিব ⟶ আবদুল্লাহ ⟶ মুহাম্মাদ ﷺ

১২. নাদর ইবন কিনানা

নাদর ইবন কিনানা (النَّضْرُ بْنُ كِنَانَةَ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর দ্বাদশ ঊর্ধ্বতন দাদা। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু ইয়াখলুদ (أَبُو يَخْلُدَ)।

প্রাচীনকাল থেকেই তাঁর বংশধারা প্রসিদ্ধ ছিল এবং বর্তমানকালেও তাঁর বংশধারা বিদ্যমান রয়েছে।

নাদর ইবন কিনানাই কি 'কুরাইশ' ?

বংশবিশারদদের একটি বড় অংশের মতে, নাদর ইবন কিনানার উপাধিই ছিল 'কুরাইশ' (قُرَيْش) এবং তাঁর দিকেই প্রসিদ্ধ কুরাইশ গোত্রের নিসবত করা হয়।

তবে এ বিষয়ে আরেকটি মত রয়েছে। কোনো কোনো বংশবিশারদের মতে, ফিহর ইবন মালিকই 'কুরাইশ' নামে পরিচিত ছিলেন।

অনেক ঐতিহাসিক ও বংশবিশারদ নাদর ইবন কিনানাকেই কুরাইশ বলে অভিহিত করেছেন। এ মতের পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণীও দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে:

نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ

"আমরা নাদর ইবন কিনানার বংশধর।"

কুরাইশ আল-আকবার

কোনো কোনো ঐতিহাসিক নাদর ইবন কিনানাকে কুরাইশ আল-আকবার (قُرَيْشُ الْأَكْبَر)— 'বৃহত্তর কুরাইশ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

এই বিবেচনায়—

নাদর ইবন কিনানা — কুরাইশ আল-আকবার (قُرَيْشُ الْأَكْبَر)

ফিহর ইবন মালিক — কুরাইশ আল-আওসাত (قُرَيْشُ الْأَوْسَط)

কুসাই ইবন কিলাব — কুরাইশ আল-আসগার (قُرَيْشُ الْأَصْغَر)

নাদর ইবন কিনানা জাহিলী যুগের আরবদের অন্যতম বিশিষ্ট ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তাঁর মা

নাদর ইবন কিনানার মা ছিলেন:

বাররাহ বিনত মুরর ইবন উদ্দ ইবন তাবিখাহ ইবন ইলইয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

তিনি প্রসিদ্ধ গোত্রপতি তামীম ইবন মুররের বোন ছিলেন।

তাঁর সহোদর ভাইগণ

পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকে নাদর ইবন কিনানার সহোদর ভাইদের মধ্যে ছিলেন:

নুদাইর, মালিক, মালকান, আমির, হারিস, আমর, সা'দ, আওফ, গানম, মাখরামাহ, জারওয়াল, গাযওয়ান ও হুদাল।

তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই

পিতার দিক থেকে তাঁদের আরেক ভাই ছিলেন:

আবদে মানাত (عَبْدُ مَنَاةَ)।

তাঁর মা ছিলেন:

হালা বিনত সুওয়াইদ ইবন আল-গিতরীফ ইবন ইমরিউল কাইস ইবন সা'লাবাহ ইবন মাযিন ইবন আল-আযদ।

নবী ﷺ-এর বংশধারায় তাঁর অবস্থান

নাদর ইবন কিনানা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সম্মানিত পিতৃবংশের ধারা হলো:

নাদর → মালিক → ফিহর → গালিব → লুআই → কা'ব → মুররাহ → কিলাব → কুসাই → আবদে মানাফ → হাশিম → আবদুল মুত্তালিব → আবদুল্লাহ → মুহাম্মাদ ﷺ

১৩. কিনানা ইবন খুযাইমাহ

কিনানা ইবন খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ (كِنَانَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ত্রয়োদশ ঊর্ধ্বতন দাদা। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু নাদর (أَبُو النَّضْر)। তাঁর দিকেই প্রসিদ্ধ কিনানা গোত্র (قَبِيلَةُ كِنَانَةَ)-এর নিসবত করা হয়।

তাঁর মা

কিনানা ইবন খুযাইমাহর মায়ের নাম সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায়।

এক মতে, তাঁর মা ছিলেন:

আওয়ানাহ বিনত সা'দ ইবন কাইস আইলান ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

আরেক মতে, তাঁর মা ছিলেন তাঁর চাচাতো বোন:

হিন্দ বিনত আমর ইবন কাইস আইলান ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

তাঁর স্ত্রীগণ

১. বাররাহ বিনত মুরর

তিনি ছিলেন:

বাররাহ বিনত মুরর ইবন উদ্দ ইবন তাবিখাহ, প্রসিদ্ধ তামীমের বোন।

তাঁর গর্ভে কিনানা ইবন খুযাইমাহর প্রায় সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, আবদে মানাত ব্যতীত।

২. হালা বিনত সুওয়াইদ

তিনি ছিলেন:

হালা বিনত সুওয়াইদ ইবন আল-গিতরীফ ইবন ইমরিউল কাইস ইবন সা'লাবাহ ইবন মাযিন ইবন আল-আযদ।

তিনি আবদে মানাতের মা ছিলেন।

ইমাম তাবারী আরেকটি মত উল্লেখ করেছেন যে, আবদে মানাতের মা ছিলেন:

আয-যাফরা ফাকিহাহ বিনত হানী ইবন বালী ইবন আমর ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'আহ।

তাঁর পুত্রগণ

কিনানা ইবন খুযাইমাহর সন্তানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১. নাদর ইবন কিনানা

নাদর ইবন কিনানা (النَّضْرُ بْنُ كِنَانَةَ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সরাসরি পূর্বপুরুষদের একজন। তাঁর মাধ্যমেই নবী ﷺ-এর বংশধারা অগ্রসর হয়:

কিনানা → নাদর → মালিক → ফিহর → গালিব → লুআই → কা'ব → মুররাহ → কিলাব → কুসাই → আবদে মানাফ → হাশিম → আবদুল মুত্তালিব → আবদুল্লাহ → মুহাম্মাদ ﷺ

২. আবদে মানাত ইবন কিনানা

আবদে মানাত ইবন কিনানা (عَبْدُ مَنَاةَ بْنُ كِنَانَةَ)।

৩. মালিক ইবন কিনানা
মালিক ইবন কিনানা (مَالِكُ بْنُ كِنَانَةَ)।

৪. মালকান ইবন কিনানা
মালকান ইবন কিনানা (مَلْكَانُ بْنُ كِنَانَةَ)।

ইমাম তাবারীর সংযোজন
ইমাম আবু জাফর তাবারী এবং তাঁর অনুসারী কিছু ঐতিহাসিক কিনানা ইবন খুযাইমাহর আরও কয়েকজন পুত্রের নাম উল্লেখ করেছেন:
৫. হুদাল ইবন কিনানা (الْحُدَالُ بْنُ كِنَانَةَ) বলা হয়, তাঁদের বংশধর ইয়ামানে অল্পসংখ্যক ছিল।
৬. আমর ইবন কিনানা (عَمْرُو بْنُ كِنَانَةَ) বলা হয়, তাঁদের বংশধর ফিলিস্তিনে অল্পসংখ্যক ছিল।
৭. মুজাররিবাহ ইবন কিনানা (مُجَرِّبَةُ بْنُ كِنَانَةَ) বলা হয়, বনু সা'ইদাহ খাযরাজ গোত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে তাঁর বংশধর ছিল।
৮. হারিস ইবন কিনানা (الْحَارِثُ بْنُ كِنَانَةَ)
৯. আমির ইবন কিনানা (عَامِرُ بْنُ كِنَانَةَ)
১০. গানম ইবন কিনানা (غَنْمُ بْنُ كِنَانَةَ)
১১. আওফ ইবন কিনানা (عَوْفُ بْنُ كِنَانَةَ)
১২. সা'দ ইবন কিনানা (سَعْدُ بْنُ كِنَانَةَ)
১৩. নুদাইর ইবন কিনানা (النُّضَيْرُ بْنُ كِنَانَةَ)
১৪. গাযওয়ান ইবন কিনানা (غَزْوَانُ بْنُ كِنَانَةَ)
১৫. জারওয়াল ইবন কিনানা (جَرْوَلُ بْنُ كِنَانَةَ)।

১৪. খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ

খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ (خُزَيْمَةُ بْنُ مُدْرِكَةَ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর চতুর্দশ উর্ধ্বতন দাদা। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু আসাদ (أَبُو أَسَدٍ)।

ইমাম তাবারীর বর্ণনাঃ

ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী বলেন: خُزَيْمَةُ بْنُ مُدْرِكَةَ، جَدُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ "খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বপুরুষ।"

খুযাইমাহর পিতা-মাতা উভয় দিকের সহোদর ভাই ছিলেন হুযাইল ইবন মুদরিকাহ। আর মাতৃসূত্রে তাঁদের আরেক ভাই ছিলেন তাগলিব ইবন হুলওয়ান ইবন ইমরান ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'আহ।

এই তাগলিবই প্রসিদ্ধ তাগলিব আল-গালবা (تَغْلِبُ الْغَلْبَاء)। কা'ব ইবন লুআই ইবন গালিব ইবন ফিহরের মাতৃবংশের আলোচনায়ও তাঁর উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, মাতৃসূত্রে তিনি কা'ব ইবন লুআইয়ের পূর্বপুরুষদের একজন।

কা'ব ইবন লুআইয়ের মাতৃবংশের সাথে সম্পর্ক

কা'ব ইবন লুআইয়ের মা ছিলেন:

মাওয়িয়্যাহ বিনত কা'ব ইবন আল-কাইন ইবন জাসর ইবন শাই'উল্লাহ ইবন আসাদ ইবন ওয়াবারাহ ইবন তাগলিব ইবন হুলওয়ান।

আর উল্লিখিত আল-কাইন ইবন জাসরের মা ছিলেন:

আস-সামূত বিনত মুনাব্বিহ ইবন আন-নামির ইবন ওয়াবারাহ ইবন তাগলিব।

আল-কাইনের প্রকৃত নাম ছিল নু'মান। ইবনুল কালবী তাঁর *আল-কাবীর* গ্রন্থে এ বংশপরিচয় উল্লেখ করেছেন।

তাঁর মা

ঐতিহাসিক ও বংশবিশারদগণ উল্লেখ করেছেন যে, খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহর মায়ের নাম ছিল সালমা (سَلْمَى)। তবে তাঁর পূর্ণ বংশপরিচয় সম্পর্কে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর নাম হিন্দ (هِنْد) বলা হয়েছে। তাঁর বংশপরিচয় নিয়েও একাধিক মত পাওয়া যায়।

প্রথম মত

তিনি ছিলেন:

সালমা বিনত আসাদ ইবন রবী'আহ ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান।

এ মতটি মুস'আব আয-যুবাইরী উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম তাবারীও এটিকে একটি মত হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় মত

তিনি ছিলেন:

সালমা বিনত আসলাম ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'আহ।
এ মতটি হিশাম ইবনুল কালবী উল্লেখ করেছেন। তাঁর সূত্রে ইবন সা'দ ও ইবন হাবীবও তা বর্ণনা করেছেন।
বালাযুরীও এ মত উল্লেখ করে এটিকে অধিক বিশুদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত বলে অভিহিত করেছেন।
তিনি তাগলিব আল-গালবা ইবন হুলওয়ান ইবন ইমরান ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'আর মা ছিলেন—ইয়াকূত তাঁর *আল-মুকতাদাব* গ্রন্থে এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।
ইবন ইসহাক বলেন:

فَوَلَدَ مُدْرِكَةُ بْنُ إِلْيَاسَ رَجُلَيْنِ: خُزَيْمَةَ وَهُذَيْلًا، وَأُمُّهُمَا امْرَأَةٌ مِنْ قُضَاعَةَ

"মুদরিকাহ ইবন ইলইয়াসের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—খুযাইমাহ ও হুযাইল। তাঁদের মা ছিলেন কুদা'আহ গোত্রের একজন নারী।"
তবে ইবন ইসহাক তাঁর নাম উল্লেখ করেননি।

তৃতীয় মত
তিনি ছিলেন:
সালমা বিনত সুলাইম ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'আহ।
ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী এ মত গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত এটি পূর্ববর্তী মতটিরই আরেকটি রূপ।

চতুর্থ মত
তিনি ছিলেন:
সালমা বিনত সুওয়াইদ ইবন আসলাম ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'আহ।
এ মতটি কালা'ঈ এবং ইবন দুরাইদ তাঁর *আল-ইশতিকাক* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চম মত
তিনি ছিলেন:
সালমা বিনত সা'দ ইবন কাইস ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'আহ।
ইবন হিব্বানের সীরাত গ্রন্থে এ মতটি বর্ণিত হয়েছে।

ষষ্ঠ মত
তাঁর নাম ছিল:
হিন্দ বিনত ওয়াবারাহ আল-কুদা'ইয়্যাহ।
তিনি ছিলেন কালব ইবন ওয়াবারাহর বোন। ইবন আবদিল বার আলী ইবন কাইসানের সূত্রে এ মতটি উল্লেখ করেছেন।

সপ্তম মত
তাঁর নাম ছিল:
হিন্দ বিনত মানসূর ইবন ইয়াকদুম ইবন ইয়াদ।

বালাযুরী কোনো কোনো বংশবিশারদের মত হিসেবে এটি উল্লেখ করেছেন; তবে তিনি এ মতটিকে দুর্বল বলেছেন।

তাঁর পুত্রগণ

খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহর প্রসিদ্ধ পুত্রদের মধ্যে ছিলেন:

১. কিনানা ইবন খুযাইমাহ

কিনানা ইবন খুযাইমাহ (كِنَانَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ) ছিলেন প্রসিদ্ধ বনু কিনানা গোত্রের পূর্বপুরুষ। তাঁর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃবংশের ধারা অগ্রসর হয়েছে:

খুযাইমাহ ⟶ কিনানা ⟶ নাদর ⟶ মালিক ⟶ ফিহর ⟶ গালিব ⟶ লুআই ⟶ কা'ব ⟶ মুররাহ ⟶ কিলাব ⟶ কুসাই ⟶ আবদে মানাফ ⟶ হাশিম ⟶ আবদুল মুত্তালিব ⟶ আবদুল্লাহ ⟶ মুহাম্মাদ ﷺ

২. আসাদ ইবন খুযাইমাহ

আসাদ ইবন খুযাইমাহ (أَسَدُ بْنُ خُزَيْمَةَ) ছিলেন প্রসিদ্ধ বনু আসাদ (بَنُو أَسَدٍ) গোত্রের পূর্বপুরুষ।

৩. আল-হাওন ইবন খুযাইমাহ

আল-হাওন ইবন খুযাইমাহ (الْهَوْنُ بْنُ خُزَيْمَةَ) ছিলেন আদাল (عَضَل) গোত্রের পূর্বপুরুষ।

১৫. মুদরিকাহ ইবন ইলইয়াস مدركة بن إلياس

মুদরিকাহ ইবন ইলইয়াস ছিলেন নবী মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর পঞ্চদশ ঊর্ধ্বতন দাদা। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু হুযাইল। আবার কারও মতে তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু খুযাইমাহ।

তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আমির। ইবনুল কালবীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর নাম ছিল আমির এবং তাঁর কুনিয়াত ছিল আবুল হুযাইল।

মুস'আব বলেন, তাঁর নাম ছিল আমির। আর আমর ছিল তাঁর সহোদর ভাই তাবিখার নাম। ইবন ইসহাক থেকেও এ মত বর্ণিত হয়েছে।

তাঁদের আরেক সহোদর ভাই ছিলেন উমাইর, যিনি কাম'আহ নামে পরিচিত ছিলেন। বংশবিশারদদের দুটি মতের একটি অনুযায়ী, তিনি খুযা'আ গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিলেন।

তাঁর মা

خندف واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة

তাঁর মা ছিলেন খিনদিফ। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল লায়লা বিনত হুলওয়ান ইবন ইমরান ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'আহ।

তাঁর সন্তানগণ

১. খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ। خزيمة بن مدركة

২. হুযাইল ইবন মুদরিকাহ। তিনি হুযাইল গোত্রের পূর্বপুরুষ। هذيل بن مدركة

১৬. ইলইয়াস ইবন মুদার إِلْيَاسُ بْنُ مُضَرَ

ইলইয়াস ইবন মুদার ছিলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর ষোড়শ ঊর্ধ্বতন দাদা। তিনি খিনদিফের স্বামী ছিলেন। খিনদিফ ছিলেন খিনদিফীয় বিভিন্ন গোত্রের পূর্বমাতা।

তাঁর মা

ইলইয়াস ইবন মুদারের মায়ের পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও বংশবিশারদদের মধ্যে কয়েকটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: الرَّبَابُ بِنْتُ حَيْدَةَ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ

তিনি ছিলেন রাবাব বিনত হাইদাহ ইবন মা'আদ ইবন আদনান। হিশাম তাঁর 'জামহারাহ' গ্রন্থে এ মত উল্লেখ করেছেন। তাঁর অনুসরণে তাবারী, ইবন সা'দ, বালাযুরী এবং ইবন হাবীবও এ মত উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় মত: الْحَنَفَاءُ بِنْتُ إِيَادِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ

তিনি ছিলেন আল-হানফা বিনত ইয়াদ ইবন মা'আদ ইবন আদনান। যুবাইরী এ মত উল্লেখ করেছেন এবং ইবন দুরাইদও এটিকে একটি মত হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
এখানে লক্ষণীয় যে, তাঁরা বলেছেন:
إِيَادُ بْنُ مَعَدٍّ
অর্থাৎ 'ইয়াদ ইবন মা'আদ'। সুতরাং তিনি সেই ইয়াদ ইবন নিযার নন, যাঁর গোত্র পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং যাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কুস ইবন সা'ইদাহ আল-ইয়াদী ছিলেন।
قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ الْإِيَادِيُّ
এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে উক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণ মুদার ইবন নিযার ছিলেন ইয়াদ ইবন নিযারের ভাই। সুতরাং মুদার তাঁর আপন ভাইয়ের কন্যাকে বিবাহ করেছেন—এটি সম্ভব নয়।
ইবন হিব্বান তাঁর সীরাত গ্রন্থে তাঁর পরিচয় এভাবে উল্লেখ করেছেন:
الرَّبَابُ بِنْتُ إِيَاسِ بْنِ مَعَدٍّ
অর্থাৎ, রাবাব বিনত ইয়াস ইবন মা'আদ।

তৃতীয় মত: عَطْوَى بِنْتُ إِيَادٍ مِنْ حِمْيَرَ

তিনি ছিলেন আতওয়া বিনত ইয়াদ, হিমইয়ার গোত্রের একজন নারী। ইবন দুরাইদ এটিকে একটি মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থ মত: امْرَأَةٌ مِنْ جُرْهُمَ

তিনি জুরহুম গোত্রের একজন নারী ছিলেন। ইবন হিশাম এবং কালা'ঈও এ মত উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চম মত: أَسْمَى بِنْتُ سُودِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ قُضَاعَةَ

তিনি ছিলেন আসমা বিনত সুদ ইবন আসলাম ইবন হারিস ইবন কুদা'আহ। ইবন হাযম এ মতটি উল্লেখ করেছেন।

তবে সম্ভবত এর সঠিক বংশপরিচয় হলো: أَسْلَمُ بْنُ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ আসলাম ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'আহ।

১৭. মুদার ইবন নিযার مُضَرُ بْنُ نِزَارٍ

মুদার ছিলেন নবী মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর সপ্তদশ ঊর্ধ্বতন দাদা। তাঁর কুনিয়াত ছিল তাঁর পুত্র ইলইয়াসের নামে। তাঁকে مُضَرُ الْحَمْرَاءُ বলা হতো। আদনানী আরব গোত্রসমূহের মূল বংশধারা প্রধানত যে দুটি বৃহৎ শাখায় বিভক্ত, মুদার ছিল তার একটি; অপরটি ছিল রবী'আহ। মুদারের বংশধরদের الْمُضَرِيُّونَ বলা হয়।

তাঁর মা

মুদারের মায়ের পরিচয় সম্পর্কে বংশবিশারদদের মধ্যে তিনটি মত রয়েছে। তবে তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, তিনি عَكُّ بْنُ عَدْنَانَ-এর কন্যা ছিলেন।

প্রথম মত: سَوْدَةُ بِنْتُ عَكِّ بْنِ الدِّيثِ بْنِ عَدْنَانَ

তিনি ছিলেন সাওদাহ বিনত 'আক্ক ইবন আদ-দীস ইবন আদনান। অধিকাংশ বংশবিশারদের মত এটিই।

দ্বিতীয় মত: خَبِيَّةُ بِنْتُ عَكٍّ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَدْنَانَ

তিনি ছিলেন খাবিয়্যাহ বিনত 'আক্ক। এখানে 'আক্ক দ্বারা আল-হারিস ইবন আদনানকে বোঝানো হয়েছে।

তৃতীয় মত: شَقِيقَةُ بِنْتُ عَكٍّ

তিনি ছিলেন শাকীকাহ বিনত 'আক্ক। 'আল-ইশতিকাক' গ্রন্থে এ মত উল্লেখ করা হয়েছে। এ মত অনুযায়ী তিনিই রবী'আহ ও আনমার—নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনানের দুই পুত্রেরও মা ছিলেন।

বালাযুরী বলেন, রবী'আহ ও আনমার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনানের মা ছিলেন:

الْجَذَالَةُ بِنْتُ وَعْلَانَ بْنِ جَوْشَمَ بْنِ جُلْهُمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جُرْهُمَ

তিনি আরও বলেন, কারও কারও মতে রবী'আহ ও আনমারের মায়ের নাম ছিল:

الشَّقِيقَةُ بِنْتُ عَكٍّ

তবে প্রথম মতটি ইবনুল কালবীর মত এবং সেটিই অধিক প্রতিষ্ঠিত।

'আল-জামহারাহ' গ্রন্থে তাঁর বংশপরিচয় এভাবে এসেছে:

الْجَذَالَةُ بِنْتُ وَعْلَانَ بْنِ جَوْشَمَ بْنِ جُلْهُمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ هَلِينِيَةَ بْنِ دُوَّةَ

সীরাত গ্রন্থে এসেছে:

فَأُمُّ مُضَرَ وَإِيَادَ سَوْدَةُ بِنْتُ عَكٍّ، وَأُمُّ رَبِيعَةَ وَأَنْمَارَ شَقِيقَةُ بِنْتُ عَكٍّ، وَيُقَالُ: جُمْعَةُ بِنْتُ عَكِّ بْنِ عَدْنَانَ

অর্থাৎ, মুদার ও ইয়াদের মা ছিলেন সাওদাহ বিনত 'আক্ক। আর রবী'আহ ও আনমারের মা ছিলেন শাকীকাহ বিনত 'আক্ক। আবার তাঁর নাম জুম'আহ বিনত 'আক্ক ইবন আদনানও বলা হয়েছে।

কালা'ঈ 'আল-ইকতিফা' গ্রন্থে বলেন, মুদার, ইয়াদ, রবী'আহ ও আনমার—সবার মা ছিলেন:

سَوْدَةُ بِنْتُ عَكٍّ

আবার বলা হয়েছে, সাওদাহ কেবল মুদারের মা ছিলেন। আর তাঁর অপর তিন ভাইয়ের মা ছিলেন তাঁর বোন:

شَقِيقَةُ بِنْتُ عَكٍّ

আরও একটি মত হলো, ইয়াদ মুদারের সহোদর ভাই ছিলেন এবং তাঁদের উভয়ের মা ছিলেন সাওদাহ।

মুদার গোত্র قَبِيلَةُ مُضَرَ

রবী'আহর তুলনায় মুদার ছিল অধিক বৃহৎ ও বিস্তৃত শাখা। এমনকি কখনো কখনো আদনানী গোত্রসমূহকে الْمُضَرِيَّةُ নামেও অভিহিত করা হতো, এর বিপরীতে ইয়ামানী বা কাহতানী গোত্রসমূহকে উল্লেখ করা হতো।

ইবন খালদূন আরবি ভাষাকে لُغَةُ مُضَرَ বা 'মুদারের ভাষা' বলেও অভিহিত করেছেন।

নবী মুহাম্মাদ ﷺ মুদারেরই বংশধর ছিলেন।

ইবন হাজার বলেন:

مُضَرُ، وَمُضَرُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ، يُقَالُ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ مُولَعًا بِشُرْبِ اللَّبَنِ الْمَاضِرِ، وَهُوَ الْحَامِضُ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَدْعِي أَنَّهُ كَانَ لَهُ اسْمٌ غَيْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَّصِفَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. نَعَمْ، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اشْتِقَاقَهُ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِفًا بِهِ حَالَ التَّسْمِيَةِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ حَدَا الْإِبِلَ.

অর্থাৎ, 'মুদার' শব্দে م-এর ওপর পেশ এবং ض-এর ওপর যবর। বলা হয়, তাঁকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছিল, কারণ তিনি টক দুধ পান করতে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। আর الْمَاضِرُ অর্থ টক বা অম্ল দুধ।

তবে ইবন হাজার বলেন, এ ব্যাখ্যায় আপত্তির অবকাশ রয়েছে। কারণ এর দ্বারা বোঝা যায় যে, এ বৈশিষ্ট্য অর্জনের আগে তাঁর অন্য কোনো নাম ছিল। অবশ্য এটিকে নামটির শব্দমূলগত ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে; নামকরণের সময় তাঁর মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক নয়।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, মুদারই সর্বপ্রথম উট চালানোর সময় সুর করে হুদা বা উট-চালনার গান গেয়েছিলেন।

মুদার গোত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য وَصْفُ قَبَائِلِ مُضَرَ

হাফিয বর্ণনা করেন, সা'সা'আহ ইবন নাজিয়াহ আল-মুজাশিঈ আদ-দারিমী আত-তামীমী—যিনি কবি আল-ফারাযদাকের দাদা—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: كَيْفَ عِلْمُكَ بِمُضَرَ؟ মুদার গোত্রসমূহ সম্পর্কে তোমার জ্ঞান কেমন?

তিনি বললেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِمْ؛ تَمِيمٌ هَامَتُهَا وَكَاهِلُهَا الشَّدِيدُ الَّذِي يُوثَقُ بِهِ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَكِنَانَةُ وَجْهُهَا الَّذِي فِيهِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ، وَقَيْسٌ فُرْسَانُهَا وَنُجُومُهَا، وَأَسَدٌ لِسَانُهَا.

হে আল্লাহর রাসূল! তাদের সম্পর্কে আমিই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জানি। তামীম হলো তাদের মাথা ও শক্তিশালী কাঁধ—যার ওপর নির্ভর করা যায় এবং ভার অর্পণ করা যায়। কিনানা হলো তাদের মুখমণ্ডল, যেখানে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। কাইস হলো তাদের অশ্বারোহী বীর ও উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ। আর আসাদ হলো তাদের জিহ্বা।

তখন নবী ﷺ বললেন: صَدَقْتَ তুমি সত্য বলেছ।

১৮. নিযার ইবন মা'আদ نِزَارُ بْنُ مَعَدٍّ

নিযার ইবন মা'আদ ছিলেন নবী মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর অষ্টাদশ ঊর্ধ্বতন দাদা।
ইবন জারীর আত-তাবারী বলেন, বলা হয়েছে যে, নিযারের কুনিয়াত ছিল: أَبُو إِيَادٍ আবু ইয়াদ।
আবার বলা হয়েছে, তাঁর কুনিয়াত ছিল: أَبُو رَبِيعَةَ আবু রবী'আহ।
বালাযুরী বলেন, নিযার ইবন মা'আদের কুনিয়াত ছিল: أَبُو حَيْدَةَ আবু হাইদাহ।

তাঁর বংশপরিচয়

هُوَ نِزَارُ بْنُ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ، بْنِ أُدَدٍ، مِنْ ذُرِّيَّةِ قَيْدَارَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

তিনি হলেন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান ইবন উদাদ। তিনি কাইদার ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আলাইহিমাস সালামের বংশধর।
এ বংশধারায় তাঁর পূর্বপুরুষদের সংখ্যা আনুমানিক ৪৩ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের পরিচয় জানা ও প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন শামদেশীয় গির্জা ও মঠের গ্রন্থাদি থেকে এ বংশতালিকা গৃহীত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। সে হিসাব অনুযায়ী ধারণা করা হয়, নিযার খ্রিস্টপূর্ব ৫৬ থেকে ৫৫ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর মা

مَعَانَةُ بِنْتُ جَوْشَمَ بْنِ جُلْهُمَةَ بْنِ عَمْرٍو . أَوْ عَامِرٍ . بْنِ عَوْفِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ دَبِّ بْنِ جُرْهُمَ.

তাঁর মা ছিলেন মা'আনাহ বিনত জাওশাম ইবন জুলহুমাহ ইবন আমর—অথবা আমির—ইবন আওফ ইবন আদী ইবন দাব্ব ইবন জুরহুম।
হিশাম ইবনুল কালবী তাঁর 'আল-জামহারাহ' গ্রন্থে বলেছেন:

جُلْهُمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ هَلِينِيَةَ بْنِ دُوَّةَ مِنْ جُرْهُمَ.

অর্থাৎ, জুলহুমাহ ইবন আমর ইবন হালীনিয়াহ ইবন দুয়াহ—তিনি জুরহুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৯. মা'আদ ইবন আদনান مَعَدُّ بْنُ عَدْنَانَ

মা'আদ ইবন আদনান ছিলেন নবী মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর ঊনবিংশ ঊর্ধ্বতন দাদা। তাবারী ও ইবন সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, মা'আদ ইবন আদনানের কুনিয়াত ছিল: أَبُو قُضَاعَةَ আবু কুদা'আহ।

বালাযুরী বলেন, তাঁর কুনিয়াত ছিল: أَبُو نِزَارٍ আবু নিযার।

আরও বলা হয়েছে, তাঁর কুনিয়াত ছিল: أَبُو حَيْدَةَ আবু হাইদাহ।

তাঁর বংশপরিচয় نَسَبُهُ

ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী মা'আদ ইবন আদনান ছিলেন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আলাইহিমাস সালামের বংশধর। ইসমাঈল ও ইবরাহীম আলাইহিমাস সালাম ছিলেন নূহ আলাইহিস সালামের পুত্র সামের বংশধর; আর নূহ আলাইহিস সালাম ছিলেন আদম আলাইহিস সালামের বংশধর। مَعَدُّ بْنُ عَدْنَانَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَهُمَا مِنْ وَلَدِ سَامِ بْنِ نُوحٍ، مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

এ কথা সুবিদিত যে, আদনানের ঊর্ধ্ববর্তী বংশপরিচয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নবী মুহাম্মাদ ﷺ থেকে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর প্রতি ইঙ্গিতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

﴿وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾

আর 'আদ, সামূদ, রাস্-এর অধিবাসী এবং এদের মধ্যবর্তী বহু প্রজন্মকেও [আমি ধ্বংস করেছি]। সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৩৮।

তবে আরবদের মধ্যে এটি সুপরিচিত যে, কোনো ব্যক্তিকে তার ঊর্ধ্বতন দাদার দিকেও নিসবত করা হয়। এ কারণে বলা হয়: عَدْنَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ 'আদনান ইবন ইসমাঈল'।

অথবা বলা হয়: مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ 'ইসমাঈলের বংশধর'।

যদিও আদনান ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মাঝে দীর্ঘ সময় ও বহু প্রজন্মের ব্যবধান রয়েছে।

তাঁর মা أُمُّهُ

মা'আদ ইবন আদনানের মায়ের নাম সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কয়েকটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: مَهْدَدُ بِنْتُ اللَّهْمِ بْنِ جَلْحَبٍ مِنْ جَدِيسِ بْنِ حَائِرٍ مِنْ إِرَمَ مِنْ سَامِ بْنِ نُوحٍ.

তিনি ছিলেন মাহদাদ বিনত আল-লাহম ইবন জালহাব। তিনি জাদীস ইবন হাসিরের বংশধর, যিনি ইরাম ইবন সাম ইবন নূহের বংশধারার অন্তর্ভুক্ত।

ইবনুল কালবী 'আল-জামহারাহ' গ্রন্থে এ মত উল্লেখ করেছেন। তাঁর সূত্রে বালাযুরী, ইবন হাবীব তাঁর 'কিতাবুল উম্মাহাত' গ্রন্থে এবং ইবন সা'দও এ মত বর্ণনা করেছেন। ইবন সা'দের বর্ণনায় এসেছে: جَائِرُ بْنُ إِرَمَ জাসির ইবন ইরাম।

তাবারীও এ মত উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন:

وَقِيلَ: ابْنُ الطَّوْسَمِ مِنْ وَلَدِ يَقْشَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ.

আরও বলা হয়েছে, তিনি তাওসামের বংশধর ছিলেন; আর তাওসাম ছিলেন আল্লাহর খলীল ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র ইয়াকশানের বংশধর।

বালাযুরী বলেন:

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ مِنْ طَسْمٍ، وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ.

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি তাসম গোত্রের ছিলেন। তবে প্রথম মতটিই অধিক প্রতিষ্ঠিত।

হাফিয ইবন হিব্বান তাঁর নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন: مَهْدَدَةُ بِنْتُ جَلْحَبِ بْنِ جَدِيسٍ. মাহদাদাহ বিনত জালহাব ইবন জাদীস।

দ্বিতীয় মত: مِنْهَادُ بِنْتُ لَهْمِ بْنِ جَلِيدِ بْنِ طَسْمٍ.

তিনি ছিলেন মিনহাদ বিনত লাহম ইবন জালীদ ইবন তাসম। মুস'আব আয-যুবাইরী 'নাসাবু কুরাইশ' গ্রন্থে এ মত উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় মত: تَيْمَةُ بِنْتُ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ.

তিনি ছিলেন তাইমাহ বিনত ইয়াশজুব ইবন ইয়া'রুব ইবন কাহতান। ইবন দুরাইদ 'আল-ইশতিকাক' গ্রন্থে এ মতটি উল্লেখ করেছেন।

২০. আদনান ইবন উদাদ عَدْنَانُ بْنُ أُدَدٍ

আদনান ইবন উদাদ বংশবিশারদ ও ঐতিহাসিকদের বর্ণিত আরব ঐতিহ্য অনুযায়ী আদনানী আরবদের অভিন্ন পূর্বপুরুষ। ইবন ইসহাক ও ইবনুস সায়িব আল-কালবীর মতো বংশবিশারদ ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর বংশপরিচয় উল্লেখ করেছেন।

এ ছাড়া প্রাচীন গ্রন্থ, কবিতা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কিংবা প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ খুবই কম পাওয়া যায়। ব্যতিক্রম হিসেবে লাবীদ ইবন রবী'আহ ও আব্বাস ইবন মিরদাসের নামে সম্বন্ধিত দুটি কবিতার পঙ্‌ক্তির কথা উল্লেখ করা হয়।

আদনানী আরবরা প্রধানত আরব উপদ্বীপের উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে বসবাস করত। অন্যদিকে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলের আরবদের কাহতানের দিকে নিসবত করে কাহতানী বলা হতো। বংশবিশারদগণ ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ﷺ-এর বংশধারা আদনানের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং আদনানকে তাঁর বিংশতম উর্ধ্বতন দাদা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

نَسَبُهُ إِلَى سَيِّدِنَا إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

সাইয়্যিদুনা ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পর্যন্ত তাঁর বংশধারা

বংশবিশারদগণ এ বিষয়ে একমত যে, আদনান ছিলেন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আলাইহিমাস সালামের বংশধর। তবে আদনান ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মধ্যবর্তী পূর্বপুরুষদের সংখ্যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

কেউ বলেছেন, তাঁদের মাঝে বিশজন পূর্বপুরুষ ছিলেন। কেউ বলেছেন চল্লিশজন। আবার কেউ বলেছেন পনেরোজন। আর কারও মতে, উভয়ের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান এত দীর্ঘ যে, মধ্যবর্তী সকল পূর্বপুরুষের সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে গণনা করা সম্ভব নয়।

প্রথম মত

এ মতটি আরবের একদল আলিম গ্রহণ করেছেন। বলা হয়, এটি প্রাচীন আরব কবিদের কবিতায় উল্লিখিত বংশধারার সঙ্গে এবং আহলে কিতাবের বর্ণনার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। বংশধারাটি হলো: عَدْنَانُ بْنُ أُدَدِ بْنِ هُمَيْسَعِ .وَهُمَيْسَعُ هُوَ سَلْمَانُ، وَهُوَ أَمِينٌ .بْنِ هُمَيْتَعٍ .وَهُوَ هُمَيْدَعٌ، وَهُوَ الشَّاحِبُ .بْنِ سَلَامَانَ .وَهُوَ مُنْجِرٌ، وَهُوَ نَبِيتٌ .بْنِ عَوْصٍ .وَهُوَ ثَعْلَبَةُ .بْنِ بُورَا .وَهُوَ بُوزٌ، وَهُوَ عِتْرُ الْعَتَائِرِ .بْنِ شُوحَا .وَهُوَ سَعْدُ رَجَبٍ .بْنِ يَعْمَانَا .وَهُوَ قَمْوَالٌ، وَهُوَ بَرِيحُ النَّاصِبِ، وَكَانَ فِي عَصْرِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ .بْنِ كَسَدَانَا .وَهُوَ مُحَلِّمٌ ذُو الْعَيْنِ .بْنِ حَرَّانَا .وَهُوَ الْعَوَّامُ .بْنِ بَلْدَاسَا .وَهُوَ الْمُحْتَمِلُ .بْنِ بَدَلَانَا .وَهُوَ يَدْلَافُ، وَهُوَ رَائِمَةُ .بْنِ طَهْبَا .وَهُوَ طَالِبٌ، وَهُوَ الْعَيْقَانُ .بْنِ جَهْمِي .وَهُوَ جَاحِمٌ، وَهُوَ عِلَّةُ .بْنِ مَحْشِي .وَهُوَ نَاحِشٌ، وَهُوَ الشَّحْدُودُ .بْنِ مَعْجَالِي .وَهُوَ مَاخِي، وَهُوَ الضَّرِيبُ خَاطِمُ النَّارِ .بْنِ عَقَارَا .وَهُوَ عَافِي، وَهُوَ عَبْقَرُ، وَإِلَيْهِ تُنْسَبُ جَنَّةُ عَبْقَرَ .بْنِ عَاقَارِي .وَهُوَ عَاقِرٌ، وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ جَامِعُ الشَّمْلِ .بْنِ مَدَاعِي .وَهُوَ الدُّعَا، وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ ذُو الْمَطَابِخِ .بْنِ إِبْدَاعِي .وَهُوَ عُبَيْدُ الرِّمَاحِ، وَهُوَ يَزَنُ الطَّعَّانُ، وَأَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ بِالرِّمَاحِ فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ .بْنِ هَمَادِي .وَهُوَ حَمْدَانُ، وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ ذُو الْأَعْوَجِ، وَإِلَيْهِ تُنْسَبُ الْأَعْوَجِيَّةُ مِنَ الْخَيْلِ .بْنِ بَشْمَانِي .وَهُوَ بَشْمِينُ، وَهُوَ الْمُطْعِمُ فِي الْمَحْلِ .بْنِ بَرَّانِي .وَهُوَ بَرُّمٌ، وَهُوَ الطَّمْحُ .بْنِ بَحْرَانِي .وَهُوَ بَحْرَنُ، وَهُوَ الْقَسْوَرُ .بْنِ بَلْحَانِي .وَهُوَ يَلْحَنُ، وَهُوَ الْعَنُودُ .بْنِ رَعْوَانِي .وَهُوَ رَعْوِي، وَهُوَ الدَّعْدَعُ .بْنِ عَاقَارِي .وَهُوَ عَاقِرٌ .بْنِ دَاسَانَ .وَهُوَ الزَّائِدُ .بْنِ عَاصَارَ .وَهُوَ عَاصِرٌ، وَهُوَ النَّيْدَوَانُ ذُو الْأَنْدِيَةِ .بْنِ قَنَادِي .وَهُوَ قَنَارٌ، وَهُوَ إِيَامَةُ .بْنِ ثَامَارَ .وَهُوَ بَهَامِي، وَهُوَ دَوْسُ الْعِتْقِ .بْنِ مَقْصَرٍ .وَهُوَ مَقَاصِرِي، وَهُوَ حِصْنٌ، وَيُقَالُ لَهُ نَاحِثٌ، وَهُوَ النَّزَّالُ .بْنِ زَارِحٍ .وَهُوَ قُمَيْرٌ .بْنِ سَعِيرٍ .وَهُوَ سَمَا، وَهُوَ الْمُجَشِّرُ .بْنِ مَرْزَا .وَيُقَالُ مَرْهَرٌ .بْنِ صَنْفَا .وَهُوَ السَّمَرُ، وَهُوَ الصَّفِيُّ .بْنِ جَعْثَمٍ .وَهُوَ عَرَامٌ، وَهُوَ النَّبِيتُ، وَهُوَ قَيْذَرُ .بْنِ إِسْمَاعِيلَ .وَهُوَ صَادِقُ الْوَعْدِ، وَهُوَ أَعْنَاقُ الثَّرَى .بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

এ বর্ণনায় বিভিন্ন পূর্বপুরুষের একাধিক নাম ও উপাধি উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কাইদার সম্পর্কে বলা হয়েছে: قَيْذَرُ صَاحِبُ مُلْكٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ مَلَكَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

অর্থাৎ, কাইদার ছিলেন রাজত্বের অধিকারী; কারণ এ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।

দাওস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর যুগে সৌন্দর্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ থেকেই আরবদের মধ্যে أَعْتَقُ مِنْ دَوْسٍ কথাটি প্রচলিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর

রাজত্বকালে জুরহুম ইবন ফালিজ ও কাতুরার লোকেরা হারাম শরীফে সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন বলেও বর্ণিত হয়েছে।

আল-মুজাশশির সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি তাঁর যুগের অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও সুশাসক রাজা ছিলেন। উমাইয়্যাহ ইবন আবিস সালত রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে উদ্দেশ করে তাঁর সম্পর্কে বলেন:

كُنْ كَالْمُجَشِّرِ إِذْ قَالَتْ رَعِيَّتُهُ

كَانَ الْمُجَشِّرُ أَوْفَانَا بِمَا حَمَلَا

অর্থাৎ, তুমি আল-মুজাশশিরের মতো হও; তাঁর প্রজারা তাঁর সম্পর্কে বলেছিল—আল-মুজাশশির তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বিশ্বস্ত ছিলেন।

আস-সাফী সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি পৃথিবীর বুকে শোকগাথায় স্মরণ করা সর্বাধিক দানশীল রাজাদের একজন ছিলেন। উমাইয়্যাহ ইবন আবিস সালত তাঁর সম্পর্কে বলেন:

إِنَّ الصَّفِيَّ بْنَ النَّبِيتِ مُمَلَّكٌ

أَعْلَى وَأَجْوَدُ مِنْ هِرَقْلَ وَقَيْصَرَا

অর্থাৎ, নিশ্চয় আস-সাফী ইবন আন-নাবীত একজন রাজাধিরাজ ছিলেন; তিনি হিরাক্লিয়াস ও কায়সারের চেয়েও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অধিক দানশীল ছিলেন।

দ্বিতীয় মত

وَقِيلَ: عَدْنَانُ بْنُ أُدَدِ بْنِ الْهُمَيْسَعِ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ عَوْصِ بْنِ بُوزِ بْنِ قَمْوَالِ بْنِ أَبِي بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ نَاشِدِ بْنِ حَزَا بْنِ بَلْدَاسِ بْنِ يَدْلَافَ بْنِ طَابِخِ بْنِ جَاحِمِ بْنِ تَاحِشِ بْنِ مَاخِي بْنِ عَبْقِي بْنِ عَبْقَرَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الدُّعَا بْنِ حَمْدَانَ بْنِ سَنْبَرِ بْنِ يَثْرِبِي بْنِ يَخْزَنَ بْنِ يَلْحَنَ بْنِ أَرْعَوَى بْنِ عَيْفَى بْنِ دِيشَانَ بْنِ عَيْصَرَ بْنِ أَقْنَادَ بْنِ إِيهَامَ بْنِ مَقْصَرِ بْنِ نَاحِثِ بْنِ زَارِحِ بْنِ شَمِي بْنِ مَرِي بْنِ عَوْصِ بْنِ عَرَامِ بْنِ قَيْذَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

দ্বিতীয় মত অনুযায়ী উপরোক্ত বংশধারায় আদনান থেকে কাইদার হয়ে ইসমাঈল ও ইবরাহীম আলাইহিমাস সালাম পর্যন্ত বংশপরম্পরা পৌঁছেছে।

তৃতীয় মত

وَقِيلَ: عَدْنَانُ بْنُ أُدَدِ بْنِ أَمِينِ بْنِ شَاحِبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِتْرِ بْنِ بَرِيحِ بْنِ مُحَلِّمِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ الْمُحْتَمِلِ بْنِ رَائِمَةَ بْنِ الْعَيْقَانِ بْنِ عِلَّةَ بْنِ الشَّحْدُودِ بْنِ الضَّرِيبِ بْنِ عَبْقَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَزَنَ بْنِ أَعْوَجَ بْنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الطَّمْحِ بْنِ الْقَسْوَرِ بْنِ عَتُودِ بْنِ دَعْدَعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الزَّائِدِ بْنِ نَدْوَانَ بْنِ أَتَامَةَ بْنِ دَوْسِ بْنِ حِصْنِ بْنِ النَّزَّالِ بْنِ الْقُمَيْرِ بْنِ الْمُجَشِّرِ بْنِ مَعْدَمَرِ بْنِ صَيْفِي بْنِ نَبْتِ بْنِ قَيْذَارَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.

অন্যান্য মত

এ বিষয়ে আরও কয়েকটি বংশধারা বর্ণিত হয়েছে:

1. عَدْنَانُ بْنُ أُدَدِ بْنِ الْهُمَيْسَعِ بْنِ نَبْتِ بْنِ سُلَيْمَانَ. وَهُوَ سَلَامَانُ. بْنِ حَمْلِ بْنِ نَبْتِ بْنِ قَيْذَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

2. عَدْنَانُ بْنُ أُدَدِ بْنِ الْهُمَيْسَعِ بْنِ أَسْحَبَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ بَرِيحٍ بْنِ نَضِيرِ بْنِ حُمَيْلِ بْنِ مُنَجِّمِ بْنِ لَافِثِ بْنِ الصَّابُوحِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ نَبْتِ بْنِ قَيْذَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .
3. عَدْنَانُ بْنُ أُدَدِ بْنِ الْمُقُومِ بْنِ نَاحُورَ بْنِ مُشَرِّحِ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَيْمَنَ بْنِ النَّبِيتِ بْنِ قَيْذَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .
4. عَدْنَانُ بْنُ أُدَدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ يَقْدَرَ بْنِ يَقْدُمَ بْنِ هُمَيْسَعِ بْنِ نَبْتِ بْنِ قَيْذَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .
5. عَدْنَانُ بْنُ أُدَدِ بْنِ أَيْتَحِبَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ قَيْذَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .
6. عَدْنَانُ بْنُ مَيْدَعِ بْنِ مَنِيعِ بْنِ أُدَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ الْهُمَيْسَعِ بْنِ قَيْذَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .
7. عَدْنَانُ بْنُ أُدَدِ بْنِ مَقُومِ بْنِ نَاحُورَ بْنِ تَيْرَحَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ نَابِتِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .
8. عَدْنَانُ بْنُ أُدَدِ بْنِ الْهُمَيْسَعِ بْنِ أَسْحَبَ بْنِ نَبْتِ بْنِ قَيْذَارَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ .

9. আরেক মতে আদনানের বংশধারা ইসমাঈল ও ইবরাহীম আলাইহিমাস সালাম অতিক্রম করে নূহ ও আদম আলাইহিমাস সালাম পর্যন্ত এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

عَدْنَانُ بْنُ أَدِّ بْنِ أَوْدٍ بْنِ الْهُمَيْسَعِ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ نَبْتِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ قَيْدَارَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَارَحَ بْنِ نَاحُورَ بْنِ أَشُوعَ بْنِ أَرْعُوشَ بْنِ فَالَخَ بْنِ عَابِرٍ . هُودٍ . بْنِ شَالَخَ بْنِ أَرْفَخْشَدَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحِ بْنِ لَمَكَ بْنِ مُتُوشَلَخَ بْنِ أَخْنُوخَ . إِدْرِيسَ . بْنِ أَرْدِ بْنِ قَيْنَانَ بْنِ أَنُوشَ بْنِ شِيثَ بْنِ آدَمَ.

10. আরেকটি বর্ণনায় এসেছে:

عَدْنَانُ بْنُ أَدِّ بْنِ أُدَدِ بْنِ الْهُمَيْسَعِ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ بَنْتِ بْنِ حَمْلِ بْنِ قَيْدَارَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَارَحَ بْنِ نَاحُورَ بْنِ شَارُوخَ بْنِ أَرْغُو بْنِ فَالِغِ بْنِ عَابِرِ بْنِ شَالَخَ بْنِ أَرْفَخْشَدَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحِ بْنِ لَمَكَ بْنِ مُتُوشَلَخَ بْنِ أَخْنُوخَ بْنِ الْيَارِدِ بْنِ مَهْلَائِيلَ بْنِ قَيْنَانَ بْنِ أَنُوشَ بْنِ شِيثَ بْنِ آدَمَ.

সুতরাং আদনান থেকে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পর্যন্ত বংশধারার মূল সম্পর্কের বিষয়ে বংশবিশারদদের ঐকমত্য থাকলেও মধ্যবর্তী ব্যক্তিদের নাম ও সংখ্যা সম্পর্কে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে।

তাঁর মা ও স্ত্রী أُمُّهُ وَزَوْجُهُ

আদনানের মায়ের পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের দুটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: الْمُتَمَطِّرَةُ بِنْتُ عَلِيِّ مِنْ جُرْهُمَ، أَوْ مِنْ جَدِيسٍ. তিনি ছিলেন আল-মুতামাত্তিরাহ বিনত আলী। তিনি জুরহুম অথবা জাদীস গোত্রের নারী ছিলেন।

দ্বিতীয় মত: بَلْهَا بِنْتُ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ. তিনি ছিলেন বালহা বিনত ইয়া'রুব ইবন কাহতান।

আবার বলা হয়েছে: بَلْهَا بِنْتُ مَاعِزِ بْنِ قَحْطَانَ. তিনি ছিলেন বালহা বিনত মা'ইয ইবন কাহতান।

তাঁর স্ত্রী

আদনানের স্ত্রীর পরিচয় সম্পর্কেও দুটি মত বর্ণিত হয়েছে:

প্রথম মত: مَهْدَدُ بِنْتُ اللَّهْمِ بْنِ جَلْحَبِ بْنِ جَدِيسٍ.

তিনি ছিলেন মাহদাদ বিনত আল-লাহম ইবন জালহাব ইবন জাদীস। আবার বলা হয়েছে, তিনি তাসম গোত্রের নারী ছিলেন; তবে প্রথম মতটিই অধিক প্রতিষ্ঠিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: تَيْمَةُ بِنْتُ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ.

তিনি ছিলেন তাইমাহ বিনত ইয়াশজুব ইবন ইয়া'রুব ইবন কাহতান।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবন সাবিত (মৃ. ১৫০ হি.) — *আল-ফিকহুল আকবার; আল-আলিম ওয়াল-মুতাআল্লিম*।

২. আবু বাকর আবদুর রাযযাক ইবন হাম্মাম আস-সান'আনী (মৃ. ২১১ হি.) — *তাফসীরু আবদির রাযযাক*।

৩. মুহাম্মাদ ইবন সা'দ আল-বাগদাদী (মৃ. ২৩০ হি.) — *আত-তাবাকাতুল কুবরা*।

৪. আলী ইবনুল জা'দ আল-জাওহারী আল-বাগদাদী (মৃ. ২৩০ হি.) — *মুসনাদু ইবনিল জা'দ*।

৫. আবু বাকর আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী শাইবাহ (মৃ. ২৩৫ হি.) — *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*।

৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন রাহাওয়াইহ (মৃ. ২৩৮ হি.) — *মুসনাদু ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহ*।

৭. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.) — *মুসনাদুল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল*।

৮. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.) — *সহীহ আল-বুখারী*।

৯. ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ — *সহীহ মুসলিম*।

১০. আবু বাকর ইবন আবী আসিম, আহমদ ইবন আমর আশ-শাইবানী (মৃ. ২৮৭ হি.) — *আস-সুন্নাহ*।

১১. আবু বাকর আহমদ ইবন আমর আল-বাযযার (মৃ. ২৯২ হি.) — *মুসনাদুল বাযযার (আল-বাহরুয যাখ্খার)*।

১২. আবু ইয়া'লা আহমদ ইবন আলী আল-মাওসিলী (মৃ. ৩০৭ হি.) — *মুসনাদু আবী ইয়া'লা*।

১৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী (মৃ. ৩১০ হি.) — *জামি'উল বায়ান 'আন তা'ওয়ীলি আয়িল কুরআন (তাফসীরুত তাবারী)*।

১৪. ইবন আবী হাতিম, আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ আর-রাযী (মৃ. ৩২৭ হি.) — *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*।

১৫. ইবন হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান আল-বুসতী (মৃ. ৩৫৪ হি.) — *আল-ইহসান ফী তাকরীবি সহীহ ইবন হিব্বান*।

১৬. আবুল কাসিম সুলাইমান ইবন আহমদ আত-তাবারানী (মৃ. ৩৬০ হি.) — *আল-মু'জামুল কাবীর*।

১৭. ইবন শাহীন, আবু হাফস উমার ইবন আহমদ আল-বাগদাদী (মৃ. ৩৮৫ হি.) — *নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসুখুহু*।

১৮. আল-হাকিম আন-নাইসাবুরী (মৃ. ৪০৫ হি.) — *আল-মুস্তাদরাক 'আলাস-সহীহাইন*।

১৯. আবু আবদির রহমান আস-সুলামী (মৃ. ৪১২ হি.) — *হাকায়িকুত তাফসীর*।

২০. আবু নু'আইম আল-আসবাহানী (মৃ. ৪৩০ হি.) — *দালাইলুন নুবুওয়াহ; তারীখু আসবাহান/আখবারু আসবাহান; মা'রিফাতুস সাহাবাহ*।

২১. ইমাম আবু বাকর আল-বাইহাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.) — *দালাইলুন নুবুওয়াহ ওয়া মা'রিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরী'আহ; শু'আবুল ঈমান; আল-কাদা ওয়াল-কাদার*।

২২. আল-খতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.) — *আস-সাবিক ওয়াল-লাহিক; তালখীসুল মুতাশাবিহ ফির রাসম*।

২৩. ইবন আবদিল বার আল-কুরতুবী (মৃ. ৪৬৩ হি.) — *আত-তামহীদ লিমা ফিল-মুওয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল-আসানীদ*।

২৪. আবদুল করীম আল-কুশাইরী (মৃ. ৪৬৫ হি.) — *লাতায়িফুল ইশারাত (তাফসীরুল কুশাইরী)*।

২৫. ইমাম আল-বাগাওয়ী (মৃ. ৫১০ হি.) — *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*।

২৬. ইবন আসাকির (মৃ. ৫৭১ হি.) — *তারীখু দিমাশক*।

২৭. আবুল কাসিম আবদুর রহমান আস-সুহাইলী (মৃ. ৫৮১ হি.) — *আর-রাওদুল উনুফ ফী শরহিস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ লি-ইবনি হিশাম*।

২৮. ফখরুদ্দীন আর-রাযী (মৃ. ৬০৬ হি.) — *মাফাতীহুল গাইব* — *আত-তাফসীরুল কাবীর*।

২৯. রূযবিহান আল-বাকলী (মৃ. ৬০৬ হি.) — *আরাইসুল বায়ান ফী হাকায়িকিল কুরআন*।

৩০. মুহিউদ্দীন ইবন আরাবী (মৃ. ৬৩৮ হি.) — *তাফসীরুশ শাইখিল আকবার*।

৩১. যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (মৃ. ৬৪৩ হি.) — *আল-আহাদীসুল মুখতারাহ*।

৩২. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.) — *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন; আত-তাযকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ*।

৩৩. ইমাম ইয়াহইয়া ইবন শারফ আন-নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.) — *আল-মিনহাজ শরহু সহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*।

৩৪. ইবন সাইয়্যিদিন্নাস (মৃ. ৭৩৪ হি.) — *উয়ূনুল আসার ফী ফুনূনিল মাগাযী ওয়াশ-শামাইল ওয়াস-সিয়ার*।

৩৫. ইবন কাসীর আদ-দিমাশকী (মৃ. ৭৭৪ হি.) — *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম; আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ*।

৩৬. নূরুদ্দীন আল-হাইসামী (মৃ. ৮০৭ হি.) — *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ; কাশফুল আসতার 'আন যাওয়ায়িদিল বাযযার*।

৩৭. আবু যুর'আ ওয়ালিয়ুদ্দীন ইবনুল ইরাকী (মৃ. ৮২৬ হি.) — *তারহুত তাসরীব ফী শরহিত তাকরীব*।

৩৮. হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি.) — *আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ*।

৩৯. ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) — *আদ-দুররুল মানসূর; আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া; মাসালিকুল হুনাফা ফী ওয়ালিদাই আল-মুস্তফা ﷺ; আত-তা'যীম ওয়াল-মিন্নাহ ফী আন্না আবাওয়াই রাসূলিল্লাহ ﷺ ফিল জান্নাহ; মিসবাহুয যুজাজাহ*।

৪০. শিহাবুদ্দীন আহমদ আল-কাস্তাল্লানী (মৃ. ৯২৩ হি.) — *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ*।

৪১. মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (মৃ. ৯৪২ হি.) — *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল 'ইবাদ*।

৪২. ইবন হাজার আল-হাইতামী (মৃ. ৯৭৪ হি.) — *আল-মিনাহুল মাক্কিয়্যাহ ফী শরহিল হামযিয়্যাহ*।

৪৩. মোল্লা আলী আল-কারী (মৃ. ১০১৪ হি.) — *আনওয়ারুল কুরআন ওয়া আসরারুল ফুরকান; শরহুল ফিকহিল আকবার; মিনাহুর রাওদিল আযহার শরহুল ফিকহিল আকবার*।

৪৪. আল-মাগনীসাওয়ী আল-হানাফী (মৃ. ১০৯০ হি.) — *শরহুল ফিকহিল আকবার*।

৪৫. শিহাবুদ্দীন আল-হামাবী আল-হানাফী (মৃ. ১০৯৮ হি.) — *গামযু 'উয়ূনিল বাসায়ির ফী শরহিল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির*।

৪৬. মুহাম্মাদ ইবন আবদিল বাকী আয-যারকানী আল-মালিকী (মৃ. ১১২২ হি.) — *শরহুয যারকানী 'আলাল-মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাহ বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ*।

৪৭. আবুল হাসান আস-সিন্ধী আল-হানাফী (মৃ. ১১৩৮ হি.) — *শরহু সুনানি ইবন মাজাহ*।

৪৮. মাহমূদ মুহাম্মাদ খাত্তাব আস-সুবকী — *আল-মানহালুল 'আযবুল মাওরূদ শরহু সুনানিল ইমাম আবী দাউদ*।

৪৯. মুহাম্মাদ ইবন আবদির রহমান আল-খুমাইয়্যিস — *আল-ফিকহুল আকবার: শরহান ওয়া দিরাসাহ*।

৫০. লেখক অনুল্লিখিত/উৎসে স্পষ্ট নয় — *আল-কাওলুল ফাসল শরহুল ফিকহিল আকবার*।

প্রধান মূল উৎস

আল-কুরআনুল কারীম।

সহীহ আল-বুখারী।

সহীহ মুসলিম।

সুনান ইবন মাজাহ।